

মুসলিম ভাইদের প্রতি কিছু প্রশ্ন উত্তর

প্রথম খন্ডঃ যুবায়ের আহমদের প্রশ্নের উত্তর

লেখকঃ পাষ্টর জনসন সরকার

তারিখঃ ১/১১/২০২১

প্রভুর প্রার্থনাঃ

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ,

তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক,

তোমার রাজ্য আইসুক,

তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক,

যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক;

আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও;

আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর,

যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি

আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না,

কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর।

কারন রাজ্য পরাক্রম মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন।

Our Father which art in heaven,
Hallowed be thy name.
Thy kingdom come,
Thy will be done in earth,
as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts,
as we forgive our debtors.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil:
For thine is the kingdom,
and the power, and the glory,
for ever. Amen.

King James Version (1611)[1]

[1] https://www.kingjamesbibleonline.org/1611_Matthew-Chapter-6/

“প্রৈরিতিক বিশ্বাস সুত্র”

আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান পিতা। এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টে যিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ হইলেন , কুমারী মরিয়ম হইতে জন্মিলেন, পন্তীয় পীলাতের সময়ে দুঃখ ভোগ করিলেন , ক্রুশবিদ্ধ হইলেন, মরিলেন ও কবরস্থ হইলেন , পরলোকে নামিলেন; তৃতীয় দিবসে মৃতদের মধ্য হইতে পুনরায় উঠিলেন , স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া আছেন ; তথা হইতে জীবিত ও মৃতদের বিচার করিতে আসিবেন।

আমি পবিত্র আত্মায় পবিত্র বিশ্বব্যাপী মন্ডলীতে , সাধুদের সহভাগিতায়, পাপমোচনে, শরীরের পুনরুত্থানে ও অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি। আমেন।

ভূমিকাঃ

ছোট থেকেই দেখে আসছি মুসলিম দাঈরা বিনা কারনে খ্রীষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে অনেক প্রশ্ন করে, বলে খ্রীষ্ট ধর্ম ইহুদিদের জন্য ছিল! বাইবেল বিকৃত হয়ে গেছে! যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হন নি, আল্লাহ তাকে আকাশে তুলে নিয়েছেন, তিনি প্রভু নন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র নন, তিনি ফিরে এসে খ্রীষ্টানদের গীর্জার ক্রুশ ধ্বংস করবেন,শূকর হত্যা করবেন,যীশু খ্রীষ্ট আমাদের কাউকে পরিত্রাণ দিতে পারবেন না ইত্যাদি। তারা আবার এটাও দাবি করে “কোন খ্রীষ্টান এর জবাব দিতে পারে না!” তারা বিভিন্ন বই লিখেছে যা সাধারন খ্রীষ্টনদের কাছে দিয়ে তারা তাদের মুসলিম ধর্মে নিয়ে আসার জন্য ব্যবহার করে থাকে। ধর্ম প্রচার করার অধিকার সবার আছে তাই আমি সিদ্ধাত নিলাম যে তারা যে সমস্ত প্রশ্ন করেছে তার জবাব আমি আমার গ্রন্থের দ্বারা পেশ করব। আমি আমার জাতির লোকেরদের জন্য কিছু করে যেতে চাই। নিশ্বন্দেহে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সর্বশ্রেষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। পবিত্র বাইবেল আমাদের বলে, আমরা যেন তাদের প্রশ্নের জাবাব দিইঃ আমরা বিতর্ক সকল এবং ঈশ্বর-জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত উচ্চ বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি , এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্দি করিয়া খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি;[2] যে কেহ তোমাদের অন্তরস্থ প্রত্যাশার হেতু জিজ্ঞাসা করে , তাহাকে উত্তর দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাক। কিন্তু মৃদুতা ও ভয় সহকারে উত্তর দিও, সৎবিবেক রক্ষা কর,[3]

আমি আমার জীবনের দীর্ঘ ৮ বছর ধরে ধর্ম নিয়ে গবেষনা করছি আমার ইচ্ছা আর একজন খ্রীষ্টানও যেন পথভ্রষ্ট না হয় বরং সঠিক বিশ্বাস করে তারা পরিত্রাণ লাভ করে। এই গ্রন্থের প্রথম খন্ডে আমি মুফতি যুবায়ের আহমদের প্রশ্নের জাবাব পেশ করেছি পরের খন্ডে অন্য করো প্রশ্নের জাবাব পেশ করব, হাল্লিলূয়া [সদাপ্রভুর গৌরব হউক]। যুবায়ের আহমেদ তার গ্রন্থে মূলত ১নাম্বার ২নাম্বার দিয়ে প্রশ্ন করেছেন তাই আমিও তার মতন করে১-২করে সব প্রশ্নের জবাব পর পর পেশ করেছি। তিনি একি প্রশ্ন অনেক বার করেছেন, আবার কিছু প্রশ্নে নিজেই জাবাব দিয়েছেন। এই গ্রন্থটি অধ্যায়নের দ্বারা আপনি অনেক প্রশ্নের সঠিক জাবাব দিতে পারবেন এবং খ্রীষ্ট ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবেন।

“আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোক।”[4]

---

[2] ২করিন্থীয়১০:৫;

[3] ১পিতর৩:১৫;

[4] ২করিন্থীয়১:২;

সূচীপত্রঃ

এর প্রমান দিতে পারবেন কি?	
১৪জিজ্ঞাসাঃ আপনাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যীশু কয় দিন কবরে ছিলেন?	
১৫জিজ্ঞাসাঃ যীশুর জীবনি কি আল্লাহর কালাম হতে পারে?	
১৬জিজ্ঞাসাঃ পৌলের লেখা চিঠি কিভাবে ঈশ্বরের বাক্য হতে পারে?	
১৭। জিজ্ঞাসাঃ যীশু খ্রীষ্ট নিষ্পাপ ছিলেন?	
১৮। জিজ্ঞাসাঃ যীশু খ্রীষ্ট কি পৃথিবীতে অশান্তি দিতে এসেছেন?	
১৯। জিজ্ঞাসাঃ যীশুর আসল নাম কি যীশু নাকি ঈসা?	
২০। জিজ্ঞাসাঃ পবিত্র বাইবেলে কি সমগ্র মানব জাতির জন্য?	
২১।তাওরাত ইঞ্জিল কোন ভাষায় নাযিল হয়েছিল?	
২২।জিজ্ঞাসাঃ ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন ইঞ্জিল খ্রীষ্টানদের কাছে আছে?	
২৩।জিজ্ঞাসাঃ বাইবেলের অনুবাদের পাশে কেন আসল হিব্রু গ্রীক ব্যবহার করা হয় নি?	
২৪।জিজ্ঞাসাঃ বাইবেল[কিতাবুল মোকাদ্দস] আল্লাহর বানী তার কোন প্রমান দিতে পারবেন?	
২৫।জিজ্ঞাসাঃ আল্লাহর কালাম কি পরিবর্তন হয়?	
২৬।জিজ্ঞাসাঃ প্রচলিত তাওরাত ইঞ্জিল কি আল্লাহর কালাম?	
২৭।জিজ্ঞাসাঃ তাওরাত ইঞ্জিল কি সাধারন মানুষের পাঠ্য ছিল?	
২৮।জিজ্ঞাসাঃ ১৯টা প্রশ্ন	
২৯।জিজ্ঞাসাঃ যীশু এবং মূসার উপরে যে কিতাব নাযিল হয়েছিল তা দেখাতে পারবেন?	
৩০।জিজ্ঞাসাঃ সুলাইমানের বারান্দার উচ্চতার বর্ণনায় ভুল কেন?	

৩১।জিজ্ঞাসাঃ কোন প্রশ্ন নাই	
৩২।জিজ্ঞাসাঃ বিন্নামিনের কত জন সন্তান ছিল?	
৩৩।জিজ্ঞাসাঃ সৈনিকদের সংখ্যা বৈপরীত্য?	
৩৪। জিজ্ঞাসাঃঅহসিয় কত বছর বয়সে রাজা হয়েছিলেন?	
৩৫।জিজ্ঞাসাঃ সুলাইমানের অশ্বশালার সংখ্যায় বৈপরীত্য কেন?	
৩৬।জিজ্ঞাসাঃ কুরআনের চ্যালেঞ্জ	
৩৭-৪১জিজ্ঞাসাঃ নবীদের পাপ নিয়ে, নবীরা কি নিষ্পাপ?	
৪২। যীশু কি তার আগের নবীদের চোর ডাকাত বলেছেন?	
৪৩। জিজ্ঞাসাঃ প্রচলিত ইঞ্জিল কি আল্লাহর কালাম?	
৪৪। জিজ্ঞাসাঃ বাইবেলে নামে কোন কিতাব ছিল না। ইঞ্জীল মুসলিমদের ধোকা দেওয়ার জন্য লেখা হয়েছে?	
৪৫। জিজ্ঞাসাঃ ইঞ্জীল শরীফে কেন ইসলামি লগো ব্যবহৃত হয়েছে?	
৪৬। জিজ্ঞাসাঃ ইঞ্জিল কাদের পরিভাষা?	
৪৭ জিজ্ঞাসাঃ ।ইঞ্জিল কোন ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে?	
৪৯। জিজ্ঞাসাঃ অনুবাদের সাথে মূল ভাষা কেন বাইবেলে যুক্ত করা হয় নি?	
৫০।জিজ্ঞাসাঃ আল্লাহর কালামের কি সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে?	
৫১-৫৩। জিজ্ঞাসাঃ হযরত শব্দের অর্থ প্রভু সেই যুক্তিতে যুবায়ের আহমেদ খ্রীষ্টানদের প্রভু, ইঞ্জিলে কেন হযরত কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে? সিপারা কাদের পরিভাষা?	
৫৪-৫৭। জিজ্ঞাসাঃ ইঞ্জিল সংক্রান্ত।	
৫৮। জিজ্ঞাসাঃ বাইবেল মুখস্তকারী বিশ্বে কেউ নাই তাই বাইবেলে ঈশ্বরের বাক্য নয়।	

৫৯-৭৩ নং জিজ্ঞাসাঃ এই প্রশ্ন গুলো সবই কিতাবুল মোকাদ্দস নিয়ে যুবায়ের আহমদ করেছেন।	
৭৪। জিজ্ঞাসাঃএকে অন্যের ভার বহন করবে না তাই যীশু আমাদের পাপের জন্য মরতে পারেন না!	
৭৫। জিজ্ঞাসাঃ যীশু সবার পাপ ক্ষমা করবেন এর কি প্রামান আছে?	
৭৬।জিজ্ঞাসাঃ যীশুর আগে যারা মারা গিয়েছেন তাদের কি হবে?	
৭৭-৭৮।জিজ্ঞাসাঃ ত্রিত্ববাদ নিয়ে।	
৭৯।জিজ্ঞাসাঃ আপনার ধর্ম যে ঠিক তার প্রমান দিতে পারবেন?	
৮০।জিজ্ঞাসাঃআপনারা কি আপনাদের ধর্মের বিধান মানেন?	
৮১।জিজ্ঞাসাঃ আপনাদের ধর্ম কি সার্বজনীন?	
৮২।জিজ্ঞাসাঃ আপনারা মিথ্যার মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করেন কেন?	
৮৩।জিজ্ঞাসাঃ আপনাদের ধর্ম আশান্তির শিক্ষা দেয় কেন?	
৮৪।জিজ্ঞাসাঃ আপনাদের ধর্ম কি সার্বজনীন?	
৮৫।জিজ্ঞাসাঃ যীশুকে কেন ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়?	
৮৬।জিজ্ঞাসাঃ খ্রীষ্টানরা কেন মূর্তিপূজা করে?	
৮৭।জিজ্ঞাসাঃ ধনী ব্যক্তিরা কেন জান্নাতে যেতে পারবে না?	
৮৮। জিজ্ঞাসাঃ বাইবেল বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন কেন?	
৮৯। জিজ্ঞাসাঃ যীশু বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন কেন?	
৯০।জিজ্ঞাসাঃ ফাদার সিস্টাররা চিরকুমার থাকেন কেন?	
৯১।জিজ্ঞাসাঃ গীর্জা ঘরে অপকর্ম চলে কেন?	

৯২। জিজ্ঞাসাঃ খ্রীষ্ট ধর্ম কি মানুষকে খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখতে পারে?	
৯৩।জিজ্ঞাসাঃ ইঞ্জিলে যীশু বাক্যের সাথে কর্মের মিল নাই [উদাহরন দিয়েছেনঃ সাধু পৌলের হাস্যকর প্রশ্ন]	
৯৮-৯৮ ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে	
৯৯-১০০।সাধু পৌলের বিষয়ে যা আগেও করেছেন	
১০১-১০২। কোন প্রশ্ন না করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন	

১। জিজ্ঞাসাঃ যীশু নামের অর্থ পরিত্রাণকর্তা এটা কোন অভিধানে রয়েছে?

জাবাবঃ

পরিত্রান শব্দের অর্থ হলোঃ ত্রাণ, উদ্ধার মুক্তি , রক্ষা, মোক্ষ ইত্যাদি। ইংরেজি ভাষাতেঃ Save, Heal, preserve, rescue.
হিব্রু ভাষায় পরিত্রাণের জন্য যে শব্দটি ব্যবহৃত হয় তা হলো "ইয়েশুয়া" যা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আসল নাম আর এই নামটি পুরাতন নিয়মে ৭৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে যা Salvation এবং deliverance হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে

[**Strong's Hebrew: 3444. יְשׁוּעָה (yeshuah) — 77 Occurrences**][5]

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এই পৃথিবীতে মিশন ছিল সমগ্র মানবজাতিকে পাপ হতে পরিত্রান প্রদান করা [যোহন ৩:১৬-১৭; মথি ২০:২৮]।
যীশু নামের অর্থ পরিত্রাণকর্তা এটা সয়ং পবিত্র বাইবেলে উল্লেখিত রয়েছে। ইয়াওয়ে এলোহীমের বার্তাবাহক স্বর্গদূত গ্রাব্রিয়েল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পালক পিতা যোষেফের কাছে আজ হতে প্রায় ২০০০ বছর আগেই এই কথা ঘোষনা দিয়ে গিয়েছিলেন

21τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν." -Matthew 1:21;

She will give birth to a son, and you shall give Him the name Jesus, because He will save His people from their sins."- Matthew 1:21;

"দেখ, সে এক পুত্র সন্তান প্রসব করবে, তুমি তাঁর নাম রেখো যীশু, কারণ তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।" – মথি১:২১;

স্বর্গদূত গ্রাব্রিয়েল পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যীশু নামের অর্থঃ পরিত্রাণকর্তা [উদ্ধারকর্তা] কারন বলা হয়েছে"তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।"

মুল গ্রীক ভাষাতে যে শব্দের ব্যাবহার করা হয়েছে তা হলোঃ σωσει [sOsei] যার অর্থঃ পরিত্রাণ, উদ্ধার মুক্তি , রক্ষা, মোক্ষ। [6] তাই এখানে সন্দেহের কোন কারন নেই যে যীশু নামের অর্থঃ পরিত্রানর্তা। কিন্তু কুরাআনে কোথাও ঈসা নামের অর্থ দেওয়া নাই। আর ঈসা নামটি যীশু খ্রীষ্টের ছিল না, তার নাম ইয়েশুয়া ছিল। পবিত্র বাইবেলে নবী যাকোবের বড় ভাইয়ের নাম ছিল ঈ-সো[**ê·śāw**][7] মূলত এই নামকেই আরবীতে ঈসা বানানো হয়েছে। মুহাম্মদ মনে করতেন এই ঈ-সো ছিলেন যীশু খ্রীষ্ট। কিন্তু তিনি এটা জানতেন না যে তাদের মধ্যে শত-শত বছরের ব্যবধান রয়েছে।

[5] https://biblehub.com/hebrew/strongs_3444.htm
[6] https://biblehub.com/greek/so_sei_4982.htm
[7] https://biblehub.com/hebrew/esav_6215.htm

২।জিজ্ঞাসাঃ মসীহ শব্দের অর্থ অভীষিক্ত [মনোনিত] বক্তি এটা কি ভুল অনুবাদ?

জাবাবঃ

যাদের হিব্রু, গ্রীক সম্পর্কে ধারনা কম এবং যারা পবিত্র বাইবেলে না পড়েই প্রশ্ন করেন তারাই এমন অদ্ভুত দাবি উপস্থাপন করে থাকেন। মসীহ শব্দটি এসেছে সরাসরি হিব্রু ভাষা থেকে। এই মসীহ শব্দের হিব্রু উচ্চারন হলোঃ মাসিয়্যাক [Mashiach] এবং গ্রীক ভাষায় যার অর্থ খ্রীষ্ট। ইংরেজি ভাষায় এর অনুবাদ হলোঃ Messiah, Anointed One. এবং গ্রীক ভাষার প্রতিশব্দ হলো Christ.
মসীহ শব্দের অর্থ সয়ং পবিত্র বাইবেল আমাদের কাছে প্রকাশিত করছে। দানিয়েল ৯২৬;

(CLV) Daniel 9:26

After the sixty-two sevens, Messiah shall be cut off, and there will be no adjudication for Him. The city and the holy place shall be laid in ruins with~ the other governor's coming; then its end is by an overflowing, and until the end of the war, desolations will be decided|.

গীতসংহিতা ২:২ পদে বলা হয়েছে

(CLV) Psalms 2:2

Standing by are the kings of the earth, And the chancellors, they are gathered~ together Against Yahweh and against His Anointed One, saying,

এখানে যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হলোঃ מְשִׁיחוֹ যার অর্থঃ Anointed One, Messiah অর্থাৎ মসীহ, খ্রীষ্ট, অভীষিক্ত/মনোনিত ব্যক্তি।
এছাড়াও পবিত্র বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে এই শব্দ বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে
[যোহন১:৪১; ৪:২৫; মথি ১৬:১৬; রোমীয় ৮ :১৭; ১করিন্থিয় ১২ ১২; ১৫ ২৩; ফিলিপিয় ২ ১১; কলসীয় ১:২৪; ১পিতর ৪ ১৩; প্রকাশিত বাক্য ২০ ৪;ইত্যাদি]

কিন্তু কুরআনের মসীহ শব্দের অর্থ চরম হাস্যকরঃ مَسِيْحٌ(মাসীহ) مَسَحَধাতু থেকে গঠিত। খুব বেশী যমীনে ভ্রমণকারীকে বলা হয় مَسَحَ الأَرْضَ। অথবা এর অর্থ হল, হাত বুলিয়ে দেওয়া। কেননা, ঈসা (আঃ) রোগীদেরর উপর হাত বুলিয়ে দিলে তারা আল্লাহর নির্দেশে আরোগ্য লাভ করত। এই উভয় অর্থের দিক দিয়ে فَعِيلএখানে فَاعِلএর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। [8]

[8] https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=338

৩।জিজ্ঞাসাঃ যীশু যদি প্রভু হন তবে তার বংশ তালিকার প্রয়োজন কেন?

জবাবঃ আল্লাহ কুরআনে ঈসার বংশ পরিচয় কেন দিলেন? কেনই বা তার নানার নামে [ইমরান] একটি সূরা নাজিল করলেন? যদি সেটা গুরুত্বপূর্ন না হত?[যদিও কুরাআনের ঈসার বংশ তালিকায় ভুল আছে] বংশ তালিকার প্রয়োজন এই জন্যই ছিলঃ

অব্রাহাম ইসহাক যাকোবের কাছে ঈশ্বর বলেছেন তাদের বংশের দ্বারা মূলত সারা পৃথিবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে [9] পূর্বের নবীরা সেই প্রভুর আগমনের বিষয়ে অসংখ্য ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন [10] এবং তারা এটাও বলেছিলেন মসীহ রাজা দায়ুদের বংশধর হবেন [11] এই বিষয়ে ইহুদিরাও একমত যে তিনি রাজা দায়ূদের বংশ হতে আসবেনঃ

Yevamot 63b:16
Rabbi Asi said: **The Messiah**, **son of David**,[12]

Sukkah 52b:11
Bizna said in **the** name **of** R. Shimon Hasida: **The Messiah the son of David**, **the Messiah the son of Joseph**, Elijah and the Righteous Priest. R.[13]

Sanhedrin 97a:1
Rabbi Yitzḥak said to him that this is what Rabbi Yoḥanan says: During **the** generation in which **the Messiah**, **son of David**, comes, Torah scholars decrease; and as for **the** rest of the people, their eyes fail[14]

সেই জন্যই মসীহের বংশ তালিকা দেখানো হয়েছে যাতে করে সকলে বুঝতে পারে যীশু খ্রীষ্টই সেই ব্যক্তি যার দ্বারা সম্পূর্ন পৃথিবী পরিত্রাণ পাবে৷ মসীহের বংশতালিকা নিয়ে যখন প্রশ্ন তখন প্রশ্ন আসে ইবনে ইসহাক,ইবনে হীশাম তাদের সিরাতে মুহাম্মদের বংশতালিকা কেন করলেন? তারা কি মথি এবং লূকের দেখা দেখি মুহাম্মদের বংশতালিকা করেছিলেন?

[9] আদিপুস্তক১২:১-৩; আদিপুস্তক১৫:৪-৬; যোহন৮:৫৬;

[10] যিশাইয়৭:১৪; ৯:৬; ১১:১-৫; ৫৩১-১২;

[11] যিরমিয়৩৩:১৭;

[12] https://www.sefaria.org/Yevamot.63b.16?ven=William_Davidson_Edition_-_English&lang=bi

[13] https://www.sefaria.org/Sukkah.52b.11?ven=Daf_Shevui&lang=bi

[14] https://www.sefaria.org/Sanhedrin.97a.1?ven=William_Davidson_Edition_-_English&lang=bi

৪। জিজ্ঞাসাঃ যীশু যদি আল্লাহর ছেলে হয় তবে তার বংশ মানুষের সাথে লাগাবে কেন?

জবাবাঃ যুবায়ের আহমেদের প্রশ্নে ভুল রয়েছে আর না হয় তিনি এই বিষয়ে জ্ঞান রাখেন না। তিনি লিখিছেন "যীশুর বংশ" নাকি মানুষের সাথে লাগানো হয়েছে। এটি সম্পূর্ন ভূল প্রশ্ন কারন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কোন বংশধর নেই তিনি বিবাহ করেন নাই তবে "তার বংশ" কোথা হতে আসবে? আর সেই বংশ কিভাবে মানুষের সাথে যোগ করা হবে?

মূলত তিনি বোঝাতে চেয়েছেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যদি ঈশ্বরের পুত্র হবেন তবে তার বংশতালিকা মানবদের সাথে কেন সংযুক্ত করা হয়েছে?উত্তরটা খুবই সহজ কারন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহন করেছিলেন তাই তার বংশতালিকা মানবদের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

যেমন মনুষ্যপুত্র পরিচর্যা পাইতে আইসেন নাই, কিন্তু পরিচর্যা করিতে, এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন।[15]

ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন, দাসের রূপ ধারণ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন; এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন।[16]

এই কারণ খ্রীষ্ট জগতে প্রবেশ করিবার সময়ে বলেন , 'তুমি যজ্ঞ ও নৈবেদ্য ইচ্ছা কর নাই , কিন্তু আমার জন্য দেহ রচনা করিয়াছ ; হোমে ও পাপার্থক বলিদানে তুমি প্রীত হও নাই। তখন আমি কহিলাম, দেখ, আমি আসিয়াছি, গ্রন্থখানিতে আমার বিষয় লিখিত আছে- হে ঈশ্বর, যেন তোমার ইচ্ছা পালন করি।[17]

এই বিষয়ে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা সুস্পষ্ট পানির মতন পরিস্কার। আসলে যারা বাইবেল না পড়ে এর ওর লেখা কপি করে বই লেখে তাদের মনে এই ধরনের প্রশ্ন আসতেই পারে। যারা মূলত বিশ্বাস করে না প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মানুষ হয়ে এসছিলেন পবিত্র বাইবেল মতে তারা Antichrist [দাজ্জাল]।[18]

---

15 মথি২০:২৮;

16 ফিলিপীয়২:৬-৮;

17 ইব্রীয়১০:৫-৭;

18 ১যোহন৪:২-৩;

৫। জিজ্ঞাসাঃ যীশুর জন্ম যদি আল্লাহর কুদরতে হয় তাহলে আবার এক ব্যক্তিকে পিতা বানাতে হয় কেন?

জাবাবঃ যীশু খ্রীষ্টের মানবরূপে জন্ম ঈশ্বরের পরাক্রমে হয়েছিল [19] এই বিষয়ে কোন ধার্মিক খ্রীষ্টান অথবা মুসলিদের [20] অবিশ্বাস করার কোন সুযোগ নেই। কারন খ্রীষ্টনরা এবং মুসলিমরা বিশ্বাস করে, যীশু খ্রীষ্টের জন্ম ঈশ্বরের পরাক্রমে হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তার জাগতিক পিতার কেন প্রয়োজন ছিল?

১।যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বেই যোষেফের সাথে মরিয়মের বিবাহ ঠিক হয়েছিল[21]

২।যোষেফ ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন তার জন্য ঈশ্বর তার হবু স্ত্রীকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেন নি[22]

৩।সেই যুগে মহিলারা অর্থ উপার্জনের জন্য তেমন কোন কাজ করতেন না, তাই মা ও ছেলেকে দেখার জন্য অবশ্যই একজন পুরুষ ব্যক্তি জাগতিক পিতা রূপে প্রয়োজন ছিল। যখন মরিয়ম যীশু খ্রীষ্টকে জন্ম দেন তখন তার সাহায্যকারী হিসাবে তার স্বামী তার সাথে ছিলেন।[23]

৪।যেহেতু পবিত্র বাইবেল পড়লে জানা যায় মরিয়মের কোন ভাই অথবা বোন ছিল না তাই অবশ্যই তাকে এবং তার সন্তানকে দেখা-শোনা করার জন্য তার স্বামীর প্রয়োজন ছিল। লূকের সুসমাচারের যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলিতে যোষেফকে এলির পুত্র বলা হয়েছে যেহেতু মরিয়মের কোন ভাই বোন ছিল না। তাই এলির মেয়ের স্বামিকে এলির পুত্র রুপে দেখানো হয়েছে।[24]

৫।রাজা হেরোদ যখন যীশু খ্রীষ্টকে মেরে ফেলা চক্রান্ত করেছিল তখন স্বর্গদূত যীশু খ্রীষ্টের জাগতিক পিতা ধার্মিক যোষেফ তাকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি তার তার সন্তানকে রক্ষার জন্য স্বর্গদূতের আদেশে মিশরে নিয়ে যান।[25]

৬।ধার্মিক যোষেফ যতদিন জীবিত ছিলেন তিনি তার স্ত্রী এবং তার সন্তনের উত্তম রূপে দেখাশোনা করেছিলেন।[26]

এছাড়াও আরো অনেক কারন ছিল একজন পুরুষকে মরিয়মের স্বামী হয়ে পাশে থাকার জন্য।

তাফসিরকারী আল-তাবারী পর্যন্ত যীশু খ্রীষ্টের পালক পিতা যোষেফের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন[27]

---

[19] লূক১:৩৪-৩৮;

[20] সূরা৩:৪৫; সূরা১৯:১৭-২১;

[21] মথি১:১৮;

[22] মথি১:১৮-২৫;

[23] লূক২:৪-৭;১৬;

[24] লূক৩:২৩;

[25] মথি২:১৯-২১;

[26] লূক২:৩৯-৪০;

[27] আল-তাবারী খন্ড৪ পৃঃ১১৩-১১৪;

Joseph was the first to censure Mary's pregnancy. He was distressed by what he saw, horrified, and knew not what to ascribe it to. When Joseph was ready to accuse her, he remembered that she was pious and innocent, that she had never absented herself from him. When he wanted to exonerate her, he observed what had happened to her. When this began to oppress him, he spoke to her. First he said to her, "A thought has occurred to me about you, and I have tried hard to still and conceal it; but it has overcome me, and I have decided to talk about it to calm my heart." She said, "Say a pleasant word;" whereupon he replied, "That is all I wanted to say; tell me, does a field grow without a seed?" She replied, "Yes." He said, "Does a tree grow without rain striking it?" She said, "Yes." "Can there be a child without intercourse?" he asked. "Yes," she replied, "Do you not know that God made the field sprout on the day of creation without any seed; rather, the seed was [726]
from the field which God made sprout without seed. Do you not know that God made the tree grow without the rain, and that with the same power he produced the rain for the life of the tree, after he had created each of the two separate? Or do you think God could not make the tree grow without using

water upon it? Or, were it not for the water He could not make the tree grow?"

Joseph said to her, "I do not say that. I know that it is within God's power to act as it pleases Him. He only has to say 'Be, and it is.'"[300] Mary then said to him, "Do you not know that God created Adam and his wife without male or female?" "Certainly," he replied. When she told him that, it occurred to him that what was happening to her was a divine thing, and that he should not ask her about it since he felt she was concealing it. Thereafter Joseph took care of the Temple service, and spared Mary all the work she used to perform there. He did so because he saw how delicate her body was, the yellowing of her complexion, the dark hue of her face, the growth of her abdomen, her weakness, the intent gaze. Previously, Mary was different. When the time of her confinement was close, God revealed to her, "Leave the land of your people, for if they seize you, they will revile you and kill your child."

She came to her sister who was then pregnant and to whom the birth of the Baptist had been announced. When the two met, the Baptist's mother felt that her child was bowing within her in recognition of Jesus.[301] Joseph then carried Mary to Egypt on a donkey. During the entire trip there was nothing be-
[727] tween her and the saddle.[302] Joseph travelled with her, and when they were close to Egypt, far from the land of her people, birth-pangs seized Mary which forced her to lie on the haversack of the donkey under a palm tree. It was winter, and Mary's delivery was difficult. When in pain, she took refuge under the palm tree. Angels embraced and surrounded her in ranks.

যুবায়ের আহমদ যে ইসলামের ইতিহাসটাই ভাল করে জানেন না তা বোঝা যায়। তিনি যে না জেনেই কথা বলেন এটা আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজনীয়।

৬। জিজ্ঞাসাঃ যীশুর পিতা কয় জন? বাইবেলে কোথাও যীশু ঈশ্বরের পুত্র আবার বংশ তালিকায় পিতা হলো ইউসুফ ? এমনটি কেন?

জাবাবঃ এর জবাব আমি আগের দুটা প্রশ্নে দিয়ে দিয়েছি, আপনি চাইলে উপরে পড়ে নিতে পারেন! তবুও এক কথায় উত্তরটা দিচ্ছি। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের একজন স্বর্গীয় পিতা আছেন , প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জাগতিক পিতা ছিলেন তার মাকে সাহায্য করার জন্য এবং শিশু অবস্থায় প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দেখা শোনার জন্য এবং তাকে রক্ষার জন্য। এমন কি ইহুদিদের ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছিল মসীহের পিতার নাম যোষেফ হবে।

Sukkah 52b:11
Bizna said in **the** name **of** R. Shimon Hasida: **The Messiah the son of David**, **the Messiah the son of Joseph**, Elijah and the Righteous Priest. R.[28]

কুরআনে মুহাম্মদের স্ত্রীদের মুসলিমদের "মা" বলা হয়েছে

"নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মুমিন ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্নীয়, তারা পরস্পরে অধিক ঘনিষ্ঠ। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করতে চাও, করতে পার। এটা লওহে-মাহফুযে লিখিত আছে।"[29]

এখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি, মুসলিমদের মা কয়জন? মুহাম্মদের ১৩ স্ত্রী তাদের কিভাবে মা হলেন? কেমন করে তারা সেই ১৩ জনের গর্ভ হতে জন্ম নিলেন ব্যাখ্যা করুক।

মুসলিমদের কয় পিতা আছে ? আদম নাকি ইব্রাহিম কে তাদের পিতা? তারা তাদের কিভাবে জন্ম দিয়েছে সেটা প্রামানিত করুক! কুরআনকে জননী [মা] বলা হয়েছে [30] তবে কুরআনের স্বামীকে? আর বাবা ছাড়া কিভাবে কেউ মা হতে পারে? কুরআনের যুক্তি স্ত্রী ছাড়া নাকি স্রষ্টা পিতা হতে পারেন না! তবে স্বামী [বাপ] ছাড়া মা হয় কি করে? আর যাদের বাপের পরিচয় নেই শুধু মায়ের পরিয়চ আছে তাদের সমাজের লোকেরা কি বলে? আপনি নিশ্চই জানেন! সেই জন্যই বাইবেলের ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের জাগতিক পিতা রখেছিলেন যাতে করে সমাজে কেউ তাকে এবং তার মাকে নিন্দা না করতে পারে।

[28] https://www.sefaria.org/Sukkah.52b.11?ven=Daf_Shevui&lang=bi

[29] সূরা৩৩:৬;

[30] সূরা১৩:৩৯;

৭। জিজ্ঞাসাঃ যীশু বংশতালিকায় ভুল কেন? ৪১ নাকি ৪২ পুরুষের বিবরন দিয়েছেন মথি?

জবাবঃ সমালোচকদের প্রশ্ন হলো মথির লেখা বংশা বলিতে ৪২ জন পুরুষের কথা বলা হলেও সেখানে ৪১ জন পুরুষের কথা লেখা আছে তাই এটা বাইবেলে ভুল! প্রথমে আমরা মথির দেওয়া বংশ তালিকাটা দেখিঃ

সাধু মথি মূলত ৩টি ভাগে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বংশতালিকা লিখেছেন প্রতিটি ভাগে ১৪ জন করে লিখেছেন কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে ৩য় ভাগে যেখানে ১৪ জন নেই বরং ১৩ জনের নাম আছে৷ আপনি হয়ত ভাবছেন যে এখানে ভুল আছে!

1. Abraham	15. Solomon	29. Shealtiel
2. Isaac	16. Rehoboam	30. Zerubbabel
3. Jacob	17. Abijah	31. Abiud
4. Judah and *Tamar*	18. Asa	32. Eliakim
5. Perez	19. Jehoshaphat	33. Azor
6. Hezron	20. Jehoram	34. Zadok
7. Ram	21. Uzziah	35. Achim
8. Amminadab	22. Jotham	36. Eliud
9. Nahshon	23. Ahaz	37. Eleazar
10. Salmon and *Rahab*	24. Hezekiah	38. Matthan
11. Boaz and *Ruth*	25. Manasseh	39. Jacob
12. Obed	26. Amon	40. Joseph
13. Jesse	27. Josiah	41. Jesus
14. David and *Bathsheba*	28. Jeconiah	42. ?

না এখানে কোন ভুল নেই, কারন মথি ১:১৭ পদে সাধু মথি লিখেছেন, "এইরূপে অব্রাহাম অবধি দায়ূদ পর্যন্ত সর্বসুদ্ধ চৌদ্দ পুরুষ; দায়ূদ অবধি বাবিলে নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; এবং বাবিলে নির্বাসন অবধি খ্রীষ্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ"

অব্রাহাম থেকে দায়ূদ পর্যন্ত ১৪ পুরুষ

দায়ূদ থেকে ব্যাবিলনে নির্বাসন এর পর্যন্ত ১৪ পুরুষ

অর্থাৎ নবী দায়ূদ ২ বার গননার মধ্যে আসেছেন , তাকে দুই বার গোনা হয়েছে অব্রাহাম থেকে তার পর্যন্ত এবং ব্যাবিলনে নির্বাসন পর্যন্ত। তাহলে এখানে বিষয়টি তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যিনি নিজেই এই তালিকা করেছেন। আমরা যদি সাধু মথির ব্যাখ্যা অনুসারে বংশ তালিকা করি তবে আমরা দেখতে পাই সেখানে মূলত কোন ভুল নেই সেখানে ৪২ জনের তালিকা করা হয়েছে।

1.Abraham	15.David	29.Jeconiah
2.Isaac	16.Solomon	30.Shealtiel
3.Jacob	17.Rehoboam	31.Zerubbabel
4.Judah and Tamar	18.Abijah	32.Abiud
5.Perez	19.Asa	33.Eliakim
6.Hezron	20.Jehoshaphat	34.Azor
7.Ram	21.Jehoram	35.Zadok
8.Amminadab	22.Uzziah	36.Achim

9.Nahshon	23.Jotham	37.Eliud
10.Salmon and Rahab	24.Ahaz	38.Eleazar
11.Boaz and Ruth	25.Hezekiah	39.Matthan
12.Obed	26.Manasseh	40.Jacob
13.Jesse	27.Amon	41.Joseph
14.David and Bathsheba	28.Josiah	42.Jesus

এবারে আমরা কুরআনের বংশ তালিকা দেখব সূরা৬৮৩-৮৬;

এটি ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইব্রাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক এবং এয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ প্রদর্শন করেছি-তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। আর ও যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনূস, লূতকে প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি।[31] এখানে আল্লাহর নবীদের নামের তালিকা তৈরী করেছেন কিন্তু এখানে তিনি কিছু ভুল করে ফেলেছেন আসুন দেখিঃ

প্রথম ভুলঃ তিনি প্রথম ইব্রাহীম থেকে শুরু করেছেন তার পরে ইসহাক ইয়াকূবের কাছে এসেছেন। তারপরে এসেছেন নূহের কাছে যা ভুল কারন নূহ ইব্রাহীমের আগে দুনিয়াতে ছিলেন।

দ্বিতীয় ভূলঃ এখাণে নূহের সন্তান বলতে তিনি দাউদের কাছে এসেছেন যেখানে নূহের ৩জন সন্তানের কথা কথা বাদ দিয়েছেন, আর নূহ এবং দাউদের মধ্যে শত শত বছরের ব্যবধান রয়েছে।

তৃতীয় ভূলঃ এখাণে সোলায়মানের পরে আইউব নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যদিও আইউব নবী সোলায়মানের শতশত বছর আগে দুনিয়াতে জীবিত ছিলনে।

চতুর্থ ভুলঃ এখানে আইউব নবীর পরে ইউসূফ নবী কাছে আসা হয়েছে যা সঠিক নয় আইউব নবীর এবং ইউসূফ নবীর মধ্যে শতশত বছরের ব্যব ধান রয়েছে।

পঞ্চম ভূলঃ ঈসা মসীহের পরে ইলিয়াস নবীর নাম লেখা হয়েছে যা ভুল কারন ইলিয়াস নবী ঈসা মসীহের জন্মের শতশত বছর আগে দুনিয়াতে জীবিত ছিলনে।

ষষ্ঠ ভুলঃ এখানে ইশ্মায়েল এরপরে ইয়াসা নবী কথা লেখা যা ভুল তারপরে ইউনূস নবীর পরে লূতের কথা লিখেছেন যা ভুল কারন এদের মধ্যে একজনও আরেক জনকে চোখে দেখেনি তাদের মধ্যে শতশত বছরের ব্যবধান রয়েছে।

এখন আল্লাহ কিভাবে এমন ভুল করতে পারেন তিনি কি জানতেন না কোন নবীর পরে তিনি কোন নবীকে পাঠিয়েছেন?

[31] http://www.quraanshareef.org/Surah-Al-Anam

৮। জিজ্ঞাসাঃ

জিজ্ঞাসা- ৮

কুরআন অনুযায়ী প্রকৃত ঈসা কে ?

কুরআন	খ্রিস্টান
১.কুরআন বলে যীশু আল্লাহর বান্দা ।	১. খ্রিস্টানগণ বলেন যীশু নিজেই আল্লাহ।
২.কুরআন বলে, যীশু রাসূল ছিলেন ।	২. খ্রিস্টানগণ বলেন যীশু আল্লাহর পুত্র ছিলেন।
৩. কুরআন বলে, আল্লাহকে ছাড়া আর কারো উপাসনা করা যাবে না ।	৩. খ্রিস্টানগণ বলেন, তিন খোদার উপাসনা করতে হবে।
৪. কুরআন বলে যীশু শুধু বনী ইস্রায়েলের জন্য আদর্শ ।	৪. খ্রিস্টানগণ বলেন, যীশু সকল জাতির জন্য।
৫. কুরআনে যীশু বলেন আল্লাহই আমার প্রতিপালক তোমরা তারই এবাদত কর ।	৫. খ্রিস্টানগণ বলেন, তিনজন প্রতিপালক, তাদেরই ইবাদত কর।
৬ কুরআন বলে, ঈসা আ. আল্লাহর নির্দেশে পাখির মধ্যে রুহ ফুক দিতেন এবং মৃত মানুষকে তাঁরই নির্দেশে জীবিত করতেন ।	৬, খ্রিস্টানগণ বলেন, তিনি নিজের ক্ষমতায় ফুঁ দিয়ে পাখি বানাতেন ও মানুশ জিন্দা করতেন।
৭. কুরআন বলে, ঈসা আ.-কে শূলিতে চড়ানো হয়নি ।	৭. খ্রিস্টানগণ বলেন, যীশু আ. কে শূলিতে চরানো হয়েছে, (ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে)।
৮. কুরআন বলে, ঈসা আ.কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে ।	৮. খ্রিস্টানগণ বলে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন পরে কবর দেয়া হয়েছে, তিনদিন পর আবার জীবিত হয়েছেন। তরিকুল জান্নাতঃ পৃঃ ২৮
৯. কুরআন বলে এক আল্লাহর উপাসনা কর ।	৯. খ্রিস্টানগণ বলে, তিন খোদার উপাসনা কর।
১০. কুরআন বলে যীশু নবী ছিলেন ।	১০. খ্রিস্টানরা বলে, যীশু প্রভু ছিলেন।

যুবায়ের আহমদের কথা	খ্রীষ্টানদের ব্যাখ্যা এবং কুরআন হাদিসের সাক্ষ্য
১।কুরআন বলে যীশু আল্লাহর বান্দা ২।কুরআন বলে যীশু রাসূল ছিলেন ১০। কুরআন বলে যীশু নবী ছিলেন	কুরাআন বলে, যীশু একই সময়ে আল্লাহর বান্দ ছিলেন এবং একই সময়ে তিনি আল্লাহর কালাম ছিলেন এবং একই সময়ে তিনি আল্লাহর রূহ ছিলেনঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা স্বীয় ধর্মে সীমা অতিক্রম করনা এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে সত্য ব্যতীত বলনা; নিশ্চয়ই মারইয়াম নন্দন ঈসা মাসীহ্ আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বাণী - যা তিনি মারইয়ামের প্রতি সঞ্চারিত করেছিলেন এবং তাঁর আদিষ্ট আত্মা; অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। আর ‘‘আল্লাহ তিন জনের একজন’’- এ কথা বলা পরিহার কর। তোমাদের কল্যাণ হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহই একমাত্র ইলাহ; তিনি কোন সন্তান হওয়া হতে পুতঃ, মুক্ত। নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা আছে তা তাঁরই এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট। -মুজিবুর রহমূহ উক্ত আয়াতে দেখা যাচ্ছে ঈসা মসীহ একই সময়ে মানুষ এবং একই তিনি আল্লাহর কালাম একই সময়ে আল্লাহর রূহ। এখন যদি আমি প্রশ্ন করি ঈসা মসীহ একই সময়ে কিভাবে মানুষ হতে পারেন? একই সময়ে তিনি আল্লাহর কালাম হতে পারেন? আবার একই সময়ে আল্লাহর রূহ হতে পারেন? মুসলিমরা এই আয়াতটি ত্রিত্ববাদের বিপক্ষে পেশে করে থাকে অথচ এই আয়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে একই ব্যক্তি একি সময়ে মানুষ, কালাম এবং রূহ হতে পারে। এই আয়াতে শেষের দিকে আল্লাহ তিনের মধ্যে একজন কথা বলা হয়েছে যার রহস্য এই গ্রন্থে আমরা ফাঁস করব।
৩।কুরআন বলে আল্লাহকে ছাড়া কাউকে উপাসনা করা যাবেনা। এবং ৫।কুরআনে যীশু বলেন, আল্লাহই আমার প্রতিপালাক,	কুরআনের এই দাবিটি সঠিক নয় কারন আল্লাহ ফেরস্তাদের একজন মানুষকে সিজদা দিতে আদেশ করেছিলেন যা তার নিজের নিয়ম বিরোধি ছিল।-সূরা২:৩০-৩৪; কুরআন বলে, “যীশু জাকিয় [নিষ্পাপ] ছিলেন- সূরা১৯ :১৯;

তোমরা তারই ইবাদত কর।

৯। কুরআন বলে এক আল্লাহর উপাসনা কর।

ঈশ্বর ত একমাত্র নিষ্পাপ হন? কোন মানুষ কি নিষ্পাপ হয় নাকি?

মুহাম্মদ বলেছেন, যে ব্যক্তি হারাম-হালাল করার ক্ষমতা দেখায় এবং তার দেওয়া হারাম-হালাল যারা মেনে নেয় তারা সেই ব্যক্তি উপাসনা করেঃ

জামে ' আত-তিরমিজি

৩০৯৫

আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি গলায় স্বর্ণের ক্রুশ পরে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সামনে এলাম। তিনি বললেনঃ হে 'আদী! তোমার গলা হতে এই প্রতীমা সরিয়ে ফেল। এই বলে আমি তাঁকে সূরা বারাআতের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতে শুনলাম (অনুবাদ) : " তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসারবিরাগীগণকে তাদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে" (সূরা আত্-তাওবাহ্ ৩১)। তারপর তিনি বললেনঃ তারা অবশ্য তাদের পূজা করত না। **তবে তারা কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হালাল বলত তখন সেটাকে তারা হালাল বলে মেনে নিত। আবার তারা কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হারাম বলত তখন নিজেদের জন্য উহাকে হারাম বলে মেনে নিত।**[32]

ইংরেজি কুরআন অনুবাদক Dr. Mustafa Khattab, [the Clear Quran] তিনি সূরা ৯ :৩১ আয়াতের ফুট নোটেও এই উক্তিটি ব্যবহার করেছেন

Footnote

When ’Adi ibn Ḥâtim, a companion of the Prophet (ﷺ), heard this verse, he said, “But the Jews and Christians do not worship their rabbis and monks!” The Prophet (ﷺ) replied, “Do the rabbis and monks not forbid the permissible and permit the forbidden, and they obey them?” ’Adi answered, “Yes, they do.” The Prophet (ﷺ)

[32] http://ihadis.com/books/tirmidi/hadis/3095

	concluded, **"This is how they worship them."** Collected by At-Tirmizi.[33] অর্থাৎ যে ব্যক্তি হারাম-হালাল করার ক্ষমতা দেখায় এবং তার দেওয়া হারাম-হালাল যারা মেনে নেয় তারা সেই ব্যক্তি উপাসনা করে। তবে দেখুন কুরআনের আল্লাহ যীশু খ্রীষ্টকে কি জন্য পাঠিয়েছিলেন , "আর এটি পূর্ববর্তী কিতাব সমুহকে সত্যায়ন করে, যেমন তওরাত। আর তা এজন্য যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোন কোন বস্তু যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। কাজেই আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।–সূরা৩:৫০; যীশু খ্রীষ্টকে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন যেন তিনি তাওরাত কিতাবের উল্লেখিত অনেক কিছু হারাম ছিল তা তিনি হালাল করে দেন। আর মুহাম্মদ বলেছেন হারাম হালাল করার ক্ষমতা যার আছে আর তার সেই কথা যদি কেউ মেনে নেয় তবে সে ব্যক্তি তার উপাসনা করে। তবে আল্লাহ ত যীশু খ্রীষ্টকে পাঠিয়েছেন উপাসনা পাবার জন্য। আর যে কেউ যীশু খ্রীষ্টের আদেশ মানে নি তারা ত পথভ্রষ্ট। যেহেতু খ্রীষ্টানরা যীশু খ্রীষ্টের কথায় ঈমাণ এনেছে তাবে তারাই আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ন করেছে কারন আল্লাহর ইচ্ছাই এটা যেন মানুষেরা যীশু খ্রীষ্টকে উপাসনা করে কুরআন এবং মুহাম্মদের ব্যাখ্যা অনুসারে।
৪।কুরআন বলে যীশু শুধু বনী ইস্রালের জন্য এসেছিলেন	৪।কুরাআন বলে মুহাম্মদ আরবের লোকেদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের কথা প্রচারিত করেছিলেনঃ যখনই মরিয়ম তনয়ের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হল, তখনই **আপনার সম্প্রদায় হঞ্জগোল শুরু করে দিল** -সূরা৪৩:৫৭; তিনি যদি যীশু খ্রীষ্ট শুধু বনী ইস্রালের জন্য এসেছিলেন তবে তার বানীকে আরবের লোকেদের কাছে কেন প্রচার করেছিলেন? কুরআন বলে মরিয়মের বংশকে বিশ্বজগতের জন্য আল্লাহ

[33] https://quran.com/9/31

মনোনীত করেছেনঃ নিশ্চই আল্লাহ আদমকে, নূহকে ও ইব্রাহীমের বংশধর **এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্ব জগতে জন্য মনোনীত করিয়াছি৷ ইহারা একে অপরের বংশধর৷-**সূরা৩ :৩৩-৩৪;

কুরআন অনুসারে ইমরান ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের নানা,তার বংশে যীশু খ্রীষ্ট জন্ম গ্রহন করেছিলেন৷ আল্লাহ বলেছেন তাদের বংশকে বিশ্বজগতের জন্য মনোনীত করেছেন তবে কিভাবে তারা দাবি করে, যীশু শুধু বনী ইস্রালের জন্য এসেছিলেন?

কুরাআন বলে যীশু খ্রীষ্টের মা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট নারীঃসূরা৩:৪২; স্মরন কর, যখন ফেরেস্তাগন বলিয়াছিল, হে মারইয়াম, আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও পবিত্র করেছেন **এবং বিশ্বের নারীগণের মধ্য হইতে তোমাকে মনোনীত করেছেন৷**

[যদিও হাদিস লেখকেরা মুহাম্মদের পরিবারের মহিলাদের নাম জোর করে লিষ্টে ঢুকিয়েছেন৷]

যাকে জন্ম দিয়ে মরিয়ম পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ট নারী হয়ে গেলেন তবে সেই জন্মের সন্তান জগতের সর্বশ্রেষ্ট ব্যক্তি তাই নিয়ে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়৷ যীশু খ্রীষ্ট যদি শুধু ইস্রায়েলের জন্য হতেন তবে তার “মা ” পৃথিবীর মধ্যে নয় শুধু ইস্রায়েলে মহিলাদের শ্রেষ্ট হতেন!

কুরআনে আল্লাহ আদমের সাথে যীশু খ্রীষ্টের তুলনা দিয়েছেনঃ

আল্লাহর কাছে নিশ্চয়ই ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টন্ত সদৃশ্য৷-সূরা৩:৫৯**;**

আদম থেকে সব মানুষ গুনাহের পথে এসেছে যীশুর দ্বারা সকল মানুষ গুনাহ থেকে নাজাত পাচ্ছে৷

আদম যেমন কোন নিদৃষ্ট গোত্রের জন্য নন, যীশু খ্রীষ্টও নিদৃষ্ট কোন গোত্রের জন্য নন৷ আর কেউ যদি বলে না না এমন নয়? তবে তাদের জন্য বলা উচিত আল্লাহ কুরআনে

	ভুল লিখছেন তার কারন সাদৃশ্যের কথা মানে অনেক দিক থেকে মিল থাকা বলেছেন আর যদি মাত্র একটা বিষয়ের মিল করতে চেষ্টা করেন তবে সেটা আল্লাহর ভূল ব্যাখ্যা বলে ধরে নিতে হবে।
৬। কুরআন বলে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে পাখির মধ্যে রূহ দিতেন এবং মৃত মানুষকে তাঁর নির্দেশে জীবিত কর তেন	ডনদিকের লাইনে যুবায়ের আহমদ মিথ্যাচার করেছেন! তিনি বলেছেন, "খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যীশু নিজের ক্ষমতায় পাখি বানাতেন" যা মিথ্যা কথা পবিত্র বাইবেলে কোথাও এমন কথা লেখা নেই যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, "যীশু পাখি বানাতেন" এই শিক্ষাটি বাইবেলের নয় বরং এই শিক্ষাটি জাল গসপেলের শিক্ষা FIRST INFANCY GOSPEL CHAPTER 14:6; 6 He had also made the figures of birds and sparrows, which, when he commanded to fly, did fly, and when he commanded to stand still, did stand still; and if he gave them meat and drink, they did eat and drink.[34] মুসলিমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঐশ্বরিক ক্ষমতা গুলোকে ছোট করার জন্য এই যুক্তি টি ব্যবহার করে তারা বলে "ঈসা নিজে কিছুই করে নাই সবই আল্লাহ করেছেন" কিন্তু আমি কুরআন হতে একটি দলিল পেশ করব যেটা কুরআনের ঈসা মসীহ আল্লাহর হুকুম ছাড়াই করতে পারতেন। সূরা৩:৪৯; আর বণী ইসরাঈলদের জন্যে রসূল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি

[34] https://archive.org/stream/pdfy-vOcHP-StkNCVaWtG/The+First+Gospel+Of+The+Infancy+Of+Jesus+Christ_djvu.txt

	তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি , তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। **<u>আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে,</u>** যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। এই আয়াতের শেষের দিকে ঈসা মসীহ এমন একটা দাবি করেছেন যে দাবিটি তিনি আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকেই করতে পারেন আর সেটা হচ্ছে অদৃশ্য বিষয়ে পূর্ন জ্ঞান রাখা যা কোন মানুষ অথবা নবীর পক্ষে জানাটা অসম্ভব। ঈসা মসীহ ইহুদিদের বলেছেন <u>“তোমরা ঘরে খেয়ে আস, যা ঘরে রেখে আস সবই আমি তোমাদের বলে দিতে পারি”</u> অর্থাৎ তিনি অন্তর্জামিন একমাত্র ঈশ্বর অন্তর্জামিন হতে পারেন কোন মানুষ নয়।
৭। কুরআন বলে ঈসা আঃ কে শূলিতে চড়ানো হয় নি	কুরআন বলে ইহুদিরা ঈসা মসীহকে ক্রুশবিদ্ধ করে নি, তিনি যে মারাযান নি সেটা সেখানে বলা হয় নি বরং এখানে মুসলিমরা আয়াতের অর্থ বিকৃত করেছে কিভাবে আসুন দেখিঃ সূরা ৪:১৫৭; আর তাদের একথা বলার কারণে যে , আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে , আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে , তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে , শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি।[35]

[35] http://www.quraanshareef.org/Surah-An-Nisaa

	এই আয়াতের আগের আয়াত গুলো [১৫৩-১৫৫] পড়লে দেখা যায় এটা ইহুদিদের কথা বলছে৷ ইহুদিরা যীশু খ্রীষ্টকে হাতে নাতে হত্যা করে নি, তারা চক্রান্ত করে যীশু খ্রীষ্টকে হত্যা করিয়েছিল, রোমান সেনাদের হাতে যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যুবরন করেন করেন৷ পবিত্র বাইবেলে তাই লেখা আছেঃ "কারণ তিনি **পরজাতীয়দের** হস্তে সমর্পিত হইবেন , এবং লোকেরা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবে, তাঁহাকে অপমান করিবে, তাঁহার গায়ে থুথু দিবে ; এবং কোড়া প্রহার করিয়া তাঁহাকে বধ করিবে ; পরে তৃতীয় দিবসে তিনি পুনরায় উঠিবেন৷ লূক১৮-৩২-৩৩; সূরা ৪:১৫৭; আয়াতে প্রথমেই ভুল আছেঃ এই আয়াতে বলা হয়েছে, "ইহুদিরা যীশু খ্রীষ্টকে বলছে "**আল্লাহর রাসূল**" এটা সম্পূর্ন ভুল কথা ইহুদিরা কখনই যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের বার্তাবাহক রুপে বিশ্বাস করত না তবে তারা কিভাবে বলেতে, "আমরা আল্লাহর রাসূল কে হত্যা করেছি?" কুরাআনের কিছু আয়াত দিয়ে আমি সত্যটাকে সবার সামনে নিয়ে আসছিঃ সূরা ৩:৫৫; আর স্মরণ কর , যখন আল্লাহ বলবেন , হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নিবো-কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো৷ আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখবো৷ বস্তুতঃ তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে৷ তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে , আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবো৷[36] "আমি তোমাকে নিয়ে নেবো " বা তুলে নেব এটা ভূল

[36] http://www.quraanshareef.org/Surah-Al-Imran

	অনুবাদ! আর কিছু নির্ভরযোগ্য অনুবাদ দেখলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। 3:55–The Message of The Qur'an translated by Muhammad Asad Lo! God said: "O Jesus! Verily, I shall cause thee to die, and shall exalt thee unto Me, and cleanse thee of [the presence of] those who are bent on denying the truth; and I shall place those who follow thee [far] above those who are bent on denying the truth, unto the Day of Resurrection. In the end, unto Me you all must return, and I shall judge between you with regard to all on which you were wont to differ.[37] 3:55. The Quran translated by M.H. Shakir: Shakir And when Allah said: O Isa, I am going to terminate the period of your stay (on earth) and cause you to ascend unto Me and purify you of those who disbelieve and make those who follow you above those who disbelieve to the day of resurrection; then to Me shall be your return, so I will decide between you concerning that in which you differed.[38]

37 http://ebooks.rahnuma.org/religion/Muhammad_Asad/The%20Message%20of%20The%20Quran%20with%20footnotes.html#3surah

38 https://www.searchtruth.com/chapter_display.php?chapter=3&translator=3

	3:55. Sherali Remember the time when ALLAH said' `O Jesus, I will cause thee to die a natural death and will raise thee to Myself, and will clear thee of the charges of those who disbelieve, and will exalt those who follow thee above those who disbelieve, until the Day of Resurrection; then to ME shall be your return, and I will judge between you concerning that wherein you differ.[39] 3:55. Khalifa Thus, GOD said, "O Jesus, I am terminating your life, raising you to Me, and ridding you of the disbelievers. I will exalt those who follow you above those who disbelieve, till the Day of Resurrection. Then to Me is the ultimate destiny of all of you, then I will judge among you regarding your disputes.[40] 3:55. English Translation of the Holy

[39] https://www.quranbrowser.org/quranbrowse.php
[40] https://www.quranbrowser.org/quranbrowse.php

	Quran by Maulana Muhammad Ali When Allah said: O Jesus, I will cause thee to die and exalt thee in My presence and clear thee of those who disbelieve and make those who follow thee above those who disbelieve to the day of Resurrection. Then to Me is your return, so I shall decide between you concerning that wherein you differ.[41] প্রতিটা অনুবাদে লেখা আছে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু হয়েছে৷ সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি কুরআনেই লেখা আছে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু হয়েছে৷
৮৷কুরাআন বলে ঈসাকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে	**সূরা৫:১১৭** আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন কর যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম৷ অতঃপর যখন **আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন,** তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন৷ আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত৷[42] এখানে যে তুলে নেওয়া বা লোকান্তরের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ কি না মরেই স্বর্গে যাওয়া নাকি এখানেও জালিয়াতি করেছে অধিকাংশ কুরআন অনুবাদকরা?চলুন দেখি অন্যান্য অনুবাদকরা এই আয়াতের কি অ নুবাদ করেছেন! Rashad Khalifa "... When You terminated my life on earth..." Shakir

[41] https://www.aaiil.org/text/hq/trans/ch3.shtml
[42] http://www.quraanshareef.org/Surah-Al-Maidah

"... but when Thou didst cause me to die..."

Sher Ali

"... but since Thou didst cause me to die..."

Muhammad Asad

"... but since Thou hast caused me to die..."

M. Muhammad Ali

"... I will cause thee to die and exalt thee in My presence..."

"... but when Thou didst cause me to die..."

পরিচ্ছেদ - ৬

৫৫ স্মরণ করো! আল্লাহ্ বললেন—"হে ঈসা, আমি নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু ঘটাব, এবং আমি তোমাকে আমার দিকে উন্নীত করবো; আর তোমাকে পরিশোধিত করবো যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তাদের থেকে, আর যারা তোমায় অনুসরণ করবে তাদের আমি স্থান দেবো যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তাদের উপরে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত; এরপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থান, আর আমি

http://www.QuranToday.com/ অনুবাদ - ডাঃ জহুরুল হক

এখানে সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হচ্ছে যে অধিকাংশ অনুবাদকেরা জালিয়াতি করেছে যাতে করে সত্যটা কেউ জানতে না পারে৷ উক্ত আয়াতে সরাসরি মসীহের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে৷

"তুলে নেওয়ার" ক্ষেত্রে যে আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো তাওয়াফফা [*tawaffa]* কুরাআনে এই শব্দটি বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে যেমনঃ

সূরা১০:১০৪; বলে দাও-হে মানবকুল, তোমরা যদি আমার দ্বীনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে থাক, তবে (জেনো) আমি তাদের এবাদত করি না যাদের এবাদত তোমরা কর আল্লাহ

	ব্যতীত। কিন্তু আমি এবাদত করি আল্লাহ ত'য়ালার, **যিনি <u>তুলে নেন</u> তোমাদেরকে।** আর আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে যাতে আমি ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। তার মানে কুরআনের ঈসা মসীহ একা নয় আমাদের সবার পূর্বপুরুষরা কেউ মরে নি তারা সবাইকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এমন কি মুফতি যুবায়ের আহমদের পূর্বপুরুষরা কেউ মরে নি তাদের সবাইকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে !!! সূরা১৬:৭০; আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর **তোমাদের <u>মৃত্যুদান</u>** করেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মন্য বয়সে, ফলে যা কিছু তারা জানত সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকবে না। নিশ্চয় আল্লাহ সু-বিজ্ঞ সর্বশক্তিমান। এখানেও আরবী তাওয়াফফা [*tawaffa]* শব্দের অর্থ মৃত্যু অনুবাদ করা হয়েছে। আরো কিছু আয়াত দেখব যেখানে উক্ত আরবী শব্দের ব্যবহার করা হয়েছেঃ মুহাম্মদের ক্ষেত্রেঃসুরা ৩৯:৪২; আল্লাহ মানুষের **<u>প্রাণ হরণ</u>** করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। সূরা১০:৪৬; আর যদি আমি দেখাই তোমাকে সে **ওয়াদাসমূহের** মধ্য থেকে কোন কিছু যা আমি তাদের সাথে করেছি, অথবা **তোমাকে <u>মৃত্যুদান</u> করি**, যাহোক, আমার কাছেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সে সমস্ত কর্মের সাক্ষী যা তারা করে। সুরা১৩:৪০; আমি তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছি, তার কোন একটি যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই কিংবা **আপনাকে <u>উঠিয়ে নেই,</u>** তাতে কি আপনার দায়িত্ব তো পৌছে দেয়া এবং আমার দায়িত্ব হিসাব নেয়া।

	সূরা৪০:৭৭; অতএব আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতঃপর আমি কাফেরদেরকে যে শাস্তির ওয়াদা দেই, তার কিয়দংশ যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই অথবা **আপনার প্রাণ হরণ করে নেই,** সর্বাবস্থায় তারা তো আমারই কাছে ফিরে আসবে। তারমানে কি মুহাম্মদ মরে নি? তিনি কি না মরে আকাশে বাস করছেন? মুসলিমদের ক্ষেত্রেঃসূরা৩:১৯৩; হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষক্রটি দুর করে দাও, আর **আমাদের মৃত্যু দাও** নেক লোকদের সাথে। সূরা৭:১২৬; বস্তুতঃ আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পরওয়ারদেগারের নিদর্শনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। হে আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের জন্য ধৈর্য্যের দ্বার খুলে দাও এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে **মৃত্যু দান কর।** সূরা১২:১০১;হে পালনকর্তা আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতাও দান করেছেন এবং আমাকে বিভিন্ন তাৎপর্য সহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন। হে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের স্রষ্টা, আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকাল ও পরকালে। আমাকে ইসলামের উপর **মৃত্যুদান করুন** এবং আমাকে স্বজনদের সাথে মিলিত করুন। সূরা২:২৩৪; আর তোমাদের মধ্যে যারা **মৃত্যুবরণ করবে** এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতি সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই।

	আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহর অবগতি রয়েছে। সূরা১৬:২৮; ফেরেশতারা **<u>তাদের জান এমতাঅবস্থায় কবজ</u>** করে যে, তারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে। তখন তারা অনুগত্য প্রকাশ করবে যে, আমরা তো কোন মন্দ কাজ করতাম না। হ্যাঁ নিশ্চয় আল্লাহ সববিষয় অবগত আছেন, যা তোমরা করতে। সূরা৩২:১১; বলুন, তোমাদের **<u>প্রাণ হরণের</u>** দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। তার মানে মুসলিমরা কেউ মরে না, সবাইকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়? তাই না!!! হাদিস দ্বারা প্রমানিত যে ঈসা মসীহ মৃত্যু বরন করেছেনঃ **Narrated `Abdullah:** As if I saw the Prophet ((ﷺ talking about one of the prophets whose nation had beaten him and caused him to bleed, while he was cleaning the blood off his face and saying, **<u>"O Allah! Forgive my nation, for they have no knowledge."</u>** Sahih al-Bukhari 3477[43] ৩৪৭৭. ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি

[43] https://sunnah.com/bukhari:3477

	যেন এখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখছি যখন তিনি একজন নবী (আঃ)-এর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন যে, তাঁর স্বজাতিরা তাঁকে প্রহার করে রক্তারক্তি করে দিয়েছে আর তিনি তাঁর চেহারা হতে রক্ত মুছে ফেলছেন এবং বলছেন, **হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তারা জানে না।** (৬৯২৯ , মুসলিম ৩২/৩৭ হাঃ ১৭৯২, আহমাদ ৩৬১১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩২১৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩২২৮)[44] এই হাদিসে ঈসা মসীহের কথা যা নিয়ে সন্দেহ নাই কারন এখানে সেই কথাটাই লেখা হয়েছে যা মসীহ বলেছিলেনঃ **“পিতা ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারন এরা করিতেছে তাহা জানে না।”**-লূক২৩:২৪;

৯। জিজ্ঞাসাঃ যীশু উপরে বিশ্বাস করে ঈমানের পরীক্ষা দিতে পারবেন?

জবাবঃ **পবিত্র বাইবেল কি সত্যিই আমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা দিতে বলেছে?**

[44] https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=27841

মার্ক ১৬:১৭-১৮ পদে লেখা আছে, "আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাদের অনুবর্তী হইবে ; তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে, তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহতে কোন মতে হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পন করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে।"

সমালোচকরা তার পরের পদগুলো উল্লেখ করেন না , কারন তার পরের দুটি পদ পড়লে আসল প্রসঙ্গটা বোঝা যায় , "তাহাদের সহিত কথা কহিবার পর প্রভু যীশু উর্ধ্বে , স্বর্গে গৃহীত হইলেন, এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন। আর তাঁহারা প্রস্থান করিয়া সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন; **এবং প্রভু সঙ্গে সঙ্গে কার্য করিয়া অনুবর্তী চিহ্নসমূহ দ্বারা সেই বাক্য সপ্রামণ করিলেন।আমেন।**"মার্ক১৬:১৯-২০;

মূল প্রসঙ্গ অনুসারে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তার অনুসারিদের সঙ্গে থেকে এই চিহ্নচার্যগুলো প্রামানিত করলেন।

পবিত্র শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগে থেকেই তার শিষ্যরা ভূত ছাড়িয়ে ছিলেন "পরে সেই সত্তর জন আনন্দে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, প্রভু, আপনার নামে ভূতগণও আমাদের বশীভুত হয়। "[লূক১০:১৭] সেই সময়ে বিধর্মীরাও [পরজাতীরাও] প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পবিত্র নামে ভূত ছাড়াইত[মার্ক৯:৩৮;]।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহেন পরে প্রেরিত পৌল ভূত ছাড়িয়ে ছিলেন[প্রেরিত১৬:১৬-১৮;] এবং তার রুমাল কিংবা গামছা পীড়িত লোকেদের কাছে নিয়ে আসলে তারা সুস্থ হয়ে যেত এবং মন্দ আত্মারাও বাহির হয়ে যেত[প্রেরিত১৯:১২;] পবিত্র আত্মার পৃথিবীতে পূর্নরূপে অবতরনের পর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেছিলেন[প্রেরিত২:৬-১২;]

প্রেরিত পিতর একজন জন্মখঞ্জকে সুস্থ করে ছিলেন [প্রেরিত৩:১-৮;] প্রেরিত পৌলকে বিশাক্ত সাপে কেটে ছিল কিন্তু তার কিছু হয় নি[প্রেরিত২৮:৩-৬;] অর্থাৎ মার্ক১৬:২০; পদে যেমন লেখা আছে তাই ঘটে ছিল,"**এবং প্রভু সঙ্গে সঙ্গে কার্য করিয়া অনুবর্তী চিহ্নসমূহ দ্বারা সেই বাক্য সপ্রামণ করিলেন।আমেন।**"

এছাড়াও তারা মথি ১৭:২০ এদের কথা তারা উল্লেখ করেঃ

তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের বিশ্বাস অল্প বলিয়া; কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের একটি সরিষা-দানার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্বতকে বলিবে, 'এখান হইতে ঐখানে সরিয়া যাও।

খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের কি কোন পরীক্ষা দিতে হবে?

না, বর্তমান খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের এমন কোন পরীক্ষা দি তে হবেনা কারন যখন শয়তান প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরীক্ষা করতে এসেছিল তখন তিনি বলেছিলেন, "তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর **পরীক্ষা** করিও না।"[দ্বিতীয় বিবরন৬:১৬;মথি৪:৭;] পবিত্র বাইবেল বলে, পবিত্র আত্মার এই চিহ্নকার্যের একটা নিদৃষ্ট সময় ছিল। খ্রীষ্টিয় মন্ডলী যখন পূর্নতা লাভ করবে তখন আত্মার এই চিহ্নকার্য গুলো শেষ হয়ে যাবে [১করিন্থীয়১৩:৮-১০;] তাই বর্তমান খ্রীষ্টানদের এমন চিহ্নকার্যের বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করতে আসা বোকামী।

যুবায়ের আহমদের যদি আল্লাহ এবং মুহাম্মদের কথার উপরে নূন্যতম বিশ্বাস থাকে তবে তিনি এই পরীক্ষা গুলো দিয়ে দেখান youtube এ ছাড়তে পারেন আমরা সবাই তা দেখব।

১।মুহাম্মদ বলেছে কালো জিরা মৃত্যু ছাড়া সব রোগের ঔষধঃ

সহি বুখারি৫৬৮৮

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলতে শুনেছেনঃ কালো জিরা 'সাম' ছাড়া যাবতীয় রোগের ঔষধ। ইবনু শিহাব বলেছেনঃ আর 'সাম' অর্থ হল মৃত্যু এবং কালো জিরাকে 'শুনীয'ও বলা হয়।(আধুনিক প্রকাশনী- ৫২৭৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫১৭৩)[45]

তবে যুবায়ের আহমদ যদি হাসপাতাল গুলোতে গিয়ে মানুষকে কালো জিরা খাইয়ে যদি সুস্থ করতে পারেন করোনা এইডস, ক্যান্সার, কলেরা, যক্ষা, হাঁপানি, রুগিদের তবে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করব।

২। মুহাম্মদ বলেছে ভারতের চন্দন কাঠ দ্বারা ৭টি রোগের আরোগ্য রয়েছেঃ

সহি বুখারি ৫৬৯২

উম্মু কায়স বিন্‌ত মিহসান (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা ভারতীয় এই চন্দন কাঠ ব্যবহার করবে। কেননা তাতে সাতটি আরোগ্য রয়েছে। শ্বাসনালীর ব্যথার জন্য এর (ধোঁয়া) নাক দিয়ে টেনে নেয়া যায়, পাঁজরের ব্যথা বা পক্ষাঘাত রোগ দূর করার জন্যও তা ব্যবহার করা যায়।(আধুনিক প্রকাশনী- ৫২৮১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫১৭৭)[46]

তবে যোবায়ের আহমদ যদি হাসপাতাল গুলোতে গিয়ে মানুষকে ভারতের চন্দন কাঠ খাইয়ে যদি সুস্থ করতে পারেন তবে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করব।

৩।মুহাম্মদ বলেছে, ঝাঁড়ফুক করলে বিষক্রিয়া হয় নাঃ

সহি বুখারি ৫৭২০

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনসারদের এক পরিবারের লোকদের বিষাক্ত দংশন ও কান ব্যথার কারণে ঝাড়ফুঁক গ্রহণ করার জন্য অনুমতি দেন।(আধুনিক প্রকাশনী- ৫৩০১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫১৯৭)[47]

তবে যোবায়ের আহমদ হাসপাতাল গুলোতে গিয়ে যাদের সাপে কেটেছে যারা বিষ পান করেছে তাদের ঝাঁড়ফুক করে যদি সুস্থ করতে পারেন অথবা নিজে সাপের কামড় খেয়ে বা বিষ পান করে যদি তিনি এই কথা সফল করতে পারেন তবে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করব। ঝাঁড়ফুক করার জন্য সূরা ফাতিহা ব্যবহৃত হয়, যদি কোন মুসলিম যদি এটা চেষ্টা করতেন তবে ডাক্তারের পরিবর্তে সবাই আপনাদের কাছে গিয়ে ঝাঁড়ফুক করতেনঃ

সহি বুখারি ৫৭৩৬

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

[45] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/5688
[46] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/5692
[47] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/5720

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সাহাবীদের কতক সাহাবী আরবের এক গোত্রের নিকট আসলেন। গোত্রের লোকেরা তাঁদের কোন আতিথেয়তা করল না। তাঁরা সেখানে থাকতেই হঠাৎ সেই গোত্রের নেতাকে সর্প দংশন করল। তখন তারা এসে বললঃ আপনাদের কাছে কি কোন ঔষধ আছে কিংবা আপনাদের মধ্যে ঝাড় -ফুঁককারী লোক আছেন কি ? তাঁরা উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। তবে তোমরা আমাদের কোন আতিথেয়তা করনি। কাজেই আমাদের জন্য কোন পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট না করা পর্যন্ত আমরা তা করব না। ফলে তারা তাদের জন্য এক পাল বকরী পারিশ্রমিক দিতে রাযী হল। তখন একজন সাহাবী উম্মুল কুরআন (সূরা আল-ফাতিহা) পড়তে লাগলেন এবং মুখে থুথু জমা করে সে ব্যক্তির গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। ফলে সে রোগমুক্ত হল। এরপর তাঁরা বকরীগুলো নিয়ে এসে বলল, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করার পূর্বে এটি স্পর্শ করব না। এরপর তাঁরা এ বিষয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে জিজ্ঞেস করলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুনে হেসে দিলেন এবং বললেনঃ তোমরা কীভাবে জানলে যে, এটি রোগ সারায়? ঠিক আছে বক্‌রীগুলো নিয়ে যাও এবং তাতে আমার জন্যও এক ভাগ রেখে দিও(আধুনিক প্রকাশনী- ৫৩১৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫২১২)[48]

৪।মুহাম্মদ বলেছে ৭টা খেজুর খেলে বিষক্রিয়া হবে নাঃ

সহি বুখারি ৫৭৬৯

সা‘দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি সকালবেলায় সাতটি আজ্‌ওয়া (মদীনায় উৎপন্ন উৎকৃষ্ট খুরমা) খেজুর খাবে, সে দিন কোন বিষ বা যাদু তার কোন ক্ষতি করবে না। (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৩৪৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫২৪৪)[49]

তবে যুবায়ের আহমদ হাসপাতাল গুলোতে গিয়ে যাদের সাপে কেটেছে যারা বিষ পান করেছে তাদের ৭টা করে খেজুর খাইয়ে যদি সুস্থ করতে পারেন অথবা নিজে সাপের কামড় খেয়ে বা বিষ পান করে যদি তিনি এই কথা সফল করতে পারেন তবে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করব।

৫। মুসলিমরা উটের পেশাপ পান করিয়ে মানুষদের সুস্থ করতঃ

সহি বুখারি ৫৭৮১

আবূ সা‘লাবা খুশানী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

লায়স আরো বলেছেন যে, ইউনুস (রহঃ) ইবনু শিহাব (রহঃ) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন যে, আমি এ হাদীসের বর্ণনাকারী (আবূ ইদ্‌রীস) -কে জিজ্ঞেস করেছি যে, গাধীর দুগ্ধ, হিংস্র প্রাণীর পিত্তের রস এবং উটের পেশাব পান করা বা তা দিয়ে অযূ বৈধ কিনা? তিনি বলেছেনঃ আগেকার মুসলিম উটের প্রস্রাবের সাহায্যে চিকিৎসা করতেন এবং এটা তারা কোন পাপ মনে করতেন না। আর গাধীর দুগ্ধ সম্পর্কে কথা হলোঃ গাধার গোশ্‌ত খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। কিন্তু তার দুগ্ধের ব্যাপারে আদেশ বা নিষেধ কিছুই আমাদের কাছে পৌঁছেনি। আর হিংস্র প্রাণীর পিত্তরস সম্পর্কে ইবনু শিহাব (রহঃ) আবূ ইদ্‌রীস খাওলানী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাবতীয় নখরওয়ালা হিংস্র প্রাণী খেতে নিষেধ করেছেন। (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৩৫৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫২৫২)[50]

তবে যুবায়ের আহমদ দয়া করে নিজে উটের পেশাপ পান করে এবং অসুস্থদের খাওয়াতে এবং সুস্থ করতেন তবে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করব।

[48] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/5736
[49] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/5769
[50] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/5781

৬। মুহাম্মদ বলেছে মাথা ব্যাথা করলে রক্তমোক্ষণ করাওঃ

সুনানে আবু দাউদ **৩৮৫৮**

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খাদেম সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, কেউ মাথাব্যথার অভিযোগ নিয়ে (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এলে তিনি তাকে বলতেনঃ রক্তমোক্ষণ করাও। আর পায়ের ব্যথার অভিযোগের ক্ষেত্রে বলতেন: মেহেদী পাতার রস লাগাও।[51]

যুবায়ের আহমদের যখন মাথা ব্যাথা করবে তখন তিনি মাথা ব্যাথ্যার ট্যাবলেট না খেয়ে রক্তমোক্ষণ করাতে পারেন যেহেতু আপনারা বলেন মুহাম্মদ সর্বশ্রেষ্ট বিজ্ঞানি!!! কারন মুহাম্মদ বলেছে, **সুনানে আবু দাউদ৩৮৫৯**

আবূ কাবশাহ আল-আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সিঁথিতে এবং দু’ কাঁধের মধ্যখানে রক্তমোক্ষণ করাতেন। তিনি বলতেনঃ যে ব্যক্তি এই অঙ্গ হতে রক্তমোক্ষণ করাবে, সে কোন রোগের কোন ঔষধ ব্যবহার না করলেও তার অসুবিধা নেই।[52]

নবীকে অনুসরন করা যদি সুন্নত হয় তবে যারা তাকে নবী মানেন আজ থেকে মাথা ব্যাথ্যার ট্যাবলেট না খেয়ে রক্তমোক্ষণ করাতে পারেন। মুহাম্মদ বলেছে প্রিতি মাসের ১৭/১৯/২১ তারিখে যদি রক্তমোক্ষণ করানো যায় তবে বড় বড় রোগ সেরে যাবেঃ **সুনানে আবু দাউদ ৩৮৬১**

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রতি মাসের সতেরো , উনিশ বা একুশ তারিখে রক্তমোক্ষণ করাবে, তা সকল রোগের মহা ঔষধ।[53]

তবে এখন আপনারা ১৭/১৯/২১ তারিখে রক্তমোক্ষণ করান যুবায়ের আদমদও। অমুসলিমদের প্রামনিত করে দেখান আপনাদের ঈমান সত্য!!! তবে আমি আপানাকে বলছি দয়া করে এসব প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেন না কারন মুহাম্মদের সাহাবিরা সফল হয়নি মাত্র একটি উদাহরন দিচ্ছিঃ

সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৪৯৪

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

সা’দ ইবনু মুআয (রাঃ)-এর তীরের আঘাতের স্থানে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গরম লোহার স্যাক দিয়ে চিকিৎসা করেছেন।[54]

কিন্তু যখন তার সাহাবিরা এটা চেষ্টা করলেন তখন কি হলো জানেন?

সুনানে ইবনে মাজাহ৩৪৯০

ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রাঃ), থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ দিতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন , আমি উত্তপ্ত লোহার দাগ লাগালে ব্যর্থতা ও বিফলতা ছাড়া আর কিছুই পাইনি।[55]

---

51 http://ihadis.com/books/abi-dawud/hadis/3858
52 http://ihadis.com/books/abi-dawud/hadis/3859
53 http://ihadis.com/books/abi-dawud/hadis/3861
54 http://ihadis.com/books/ibn-majah/hadis/3494
55 http://ihadis.com/books/ibn-majah/hadis/3490

আর যখন মুহাম্মদের সাহাবিরা সুস্থ হয় নি তারপরের মুহাম্মদ তার অনুসারিদের উক্ত পদ্ধিতে চিকিৎসা করতে নিষেধ করে দেন। যদিও তিনি নিজেই উত্তপ্ত লোহা দ্বারা চিকিৎসা করতেনঃ

সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৪৯১

ইবনু আব্বাস (রাঃ), থেকে বর্ণিতঃ

তিন জিনিসে রোগমুক্তি নিহিতঃ মধুপানে, রক্তমোক্ষণে এবং তপ্ত লোহার দাগ গ্রহণে। তবে আমার উম্মাতকে আমি তপ্ত লোহার দাগ গ্রহণ করতে বারণ করেছি। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হাদীসটি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন।[56]

মুহাম্মদ যখন দেখলেন তার কথা ভুল প্রমানিত হয়ে গেছে তার জন্য তিনি তার কথা কুরআনের আয়াত রহিত করার মতন বাতিল করে দিলেন এবং তার অনুসারিদের লোহার দাগ গ্রহণে নিষেধ করে দিলেন যেহেতু তারা ব্যর্থ হচ্ছিল।

৭।মুহাম্মদ বলেছেন কারো পাছায় ব্যথা হলে দুম্বার পাছা গলিয়ে নিয়ে তা তিন ভাগ করতে হবে , অতঃপর প্রতিদিন এক ভাগ পান করতে হবেঃ **সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৪৬৩**

আনাস বিন মালিক (রাঃ), থেকে বর্ণিতঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ পাছার বাতরোগের চিকিৎসায় দুম্বার নিতম্ব গলিয়ে নিয়ে তা তিন ভাগ করতে হবে, অতঃপর প্রতিদিন এক ভাগ পান করতে হবে।[57]

তবে যাদের বাতের ব্যাথা আছে যাদের পাছার ব্যাথা আছে তারা অবস্যই এই ঈমানের পরীক্ষা টি দিতে পারেন এবং হযরত মুহাম্মদের কথাকে সত্য বলে প্রমানিত করতে পারেন। যুবায়ের আহমদের পাছায় ব্যাথা হলে তিনি নিশ্চই দুম্বার পাছা গলিয়ে নিয়ে তা তিন ভাগ করে প্রতিদিন এক ভাগ করে খান!!! অবশ্য আমি চাই না এবস অবৈজ্ঞানিক মতবাদ অনুসরন করে আপনি বিপদে পড়েন!!! কিন্তু যারা মনে করে মুহাম্মদের কথা গুলো সঠিক তবে তারা ঈমাণের পরীক্ষা দিয়ে ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত করুক।

জিজ্ঞাসা- ১০

যীশুখ্রিস্টের ধর্ম কী ছিল?

খ্রিস্ট শব্দটি একটু বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

নামকরণ ও সংজ্ঞাঃ খ্রিস্ট যীশুর একটি খেতাব যা হতে খ্রিস্টিয়ান বা খ্রিস্ট ধর্ম শব্দের উদ্ভব। আসলে খ্রিস্টধর্ম নামটি খ্রিস্টানধর্মগ্রন্থ বাইবেল অনুযায়ী স্রষ্টা প্রদত্ত শব্দ নয়, বা যীশু কিংবা তার শিষ্যগণ বা পূর্বের কোনো ভাববাদী তা উল্লেখ করেন নি। এমনকি খ্রিস্টধর্ম শব্দটি খ্রিস্টধর্ম গ্রন্থে নেই। খ্রিস্টিয়ান ব্যাখ্যা মতে খ্রিস্টধর্ম বলতে বুঝায় খ্রিস্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ধর্ম।

জবাবঃ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ইহুদি গোত্রে জন্ম গ্রহন করেন, তার নামের সাথে মসীহ[খ্রীষ্ট] কথাটি যুক্ত রয়েছে। কারন তিনিই যে সেই মসীহ[খ্রীষ্ট] সেটা তার পূর্ন নামের দ্বারা বোঝা যায়। কারন স্বর্গদূতের দ্বারাই এটা ঘোষণা করা হয়েছিল, “ কারণ অদ্য দায়ূদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্তা জন্মিয়াছেন; তিনি খ্রীষ্ট প্রভু। ”[58] তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি খ্রীষ্ট নামটি স্রষ্টা প্রদত্ত নাম। খ্রীষ্ট শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ Χριστιανός (*Christianos*) থেকে যার অর্থ হলো “খ্রীষ্টের [মসীহের অনুসারি/উম্মত]” Χριστιανός (*Christianos*) নামটি এসেছে গ্রীক শব্দ

[56] http://ihadis.com/books/ibn-majah/hadis/3491

[57] http://ihadis.com/books/ibn-majah/hadis/3463

[58] লূক২:১১;

Χριστός (*Christos*) থেকে যার অর্থ হলো খ্রীষ্ট [অভিষিক্ত ব্যক্তি]। [59] Χριστός (*Christos*) **শব্দটি এসেছে হিব্রু শব্দ মসীহ থেকে** מָשִׁיחַ (*Mašíaḥ*, messiah)[60] আরবীতে *Naṣārā* (نصارى) মাসিহি *Masīḥī* (مسيحي) বলা হয় যার অর্থ যীশু খ্রীষ্টের অনুসারিদের বোঝায় [61] তাহলে দেখা যাচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের অনুসারিদের খ্রীষ্টান বলা হয় এবং খ্রীষ্ট নামটি ঈশ্বরের প্রদত্ত নাম। পবিত্র বাইবেলে "খ্রীষ্টান" নামটিও অনেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছেঃ "আর তাঁহারা সম্পূর্ণ এক বৎসর কাল মণ্ডলীতে একত্র হইতেন, এবং অনেক লোককে উপদেশ দিলেন; আর প্রথমে আন্তিয়খিয়াতেই শিষ্যেরা 'খ্রীষ্টীয়ান' নামে আখ্যাত হইল।"[62] এখানে লক্ষনীয় বিষয়টি হলো প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যরা 'খ্রীষ্টীয়ান' নামে আখ্যাত হয়েছেন আর প্রভু যীশু আদেশ দিয়েছিলেন সমগ্র মানব জাতিকে শিষ্য [খ্রীষ্টান] করতে" [63] শিষ্যরাই যেখানে খ্রীষ্টান [যীশু খ্রীষ্টের অনুসারি] নাম পেয়েছিলেন তাই খ্রীষ্টান নামটিও ঈশ্বর প্রদত্ত। কারন হাদিসেও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিটা নবীর হাওয়ারি [শিষ্য] থাকে যাদের তারা ব্যবহার করতেন

Narrated Jabir:

The Prophet (ﷺ) said, "Every prophet used to have a Hawari (i.e. disciple), and my Hawari is Az-Zubair bin Al-`Awwam." Sahih al-Bukhari 3719[64]

হাওয়ারি শব্দের অর্থ "শিষ্য/প্রেরিত" আর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন সমগ্র মানব জাতিকে শিষ্য [হাওয়ারি]করতে [65] আর মসীহের হাওয়ারিরা যদি খ্রীষ্টান নামে আখ্যাত হন তবে এখানে বিন্দুমাত্রও সমস্যা থাকে না। মুহাম্মদের ধর্ম কি ছিল? তিনি কি মুসলিম ছিলেন? না!!! তার খাৎকে দিয়েছিল? কোন গ্রহনযোগ্য সহি দলিল নাই এই বিষয়ে। সীরাতে ইবনে ইসহাকে উল্লেখ করা হয়েছে মুহাম্মদ নাস্তিকদের আচার অনুষ্ঠান পালন করতেন[66]

---

59 https://www.etymonline.com/word/Christ

60 https://www.etymonline.com/word/messiah

61 Society for Internet Research, The Hamas Charter, note 62 (erroneously, "salidi").

62 প্রেরিত১১:২৬;

63 মথি২৮:১৯;

64 https://sunnah.com/bukhari:3719

65 মার্ক১৬:১৫;

66 **সীরাতে ইবনে ইসহাক: পৃষ্টাঃ১৯৭**

উবায়দ ইবনে উমায়র ইবনে কাতাদাকে বলতে শুনেছি, 'উবায়দ, জিবরাঈল এসে কেমন করে রসূলকে প্রথম নবুয়ত প্রদান করলেন, তা আমাদের কাছে বলুন।' উবায়দ আমার সামনে সব ঘটনা আবদুল্লাহ্র কাছে বর্ণনা করলেন। সে বর্ণনা হলো : প্রতি বছর হিরা পাহাড়ে রসূলে (সা) নাস্তিকদের আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ী এক মাসের জন্য নির্জনে তাহান্নুছ করতে যেতেন। তাহান্নুছ হলো ধর্মীয় ইবাদত। আবু তালিব বলেন :

সাউর এবং যিনি তার বুকে শক্ত করে সাবিরকে স্থাপন করেছেন, তার শপথ
এবং যারা হিরা পাহাড়ে আরোহণ করে অবরোহণ করেছেন তাদের শপথ।

তবে আমরা বলতে পারি মুহাম্মদ মুসলিম ছিলেন না তিনি নাস্তিকদের আচার অনুষ্ঠান পালন করতেন। মুহাম্মদের খাৎনা হয় নি। সীরাতে ইবনে ইসহাকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে খ্রীষ্ট ধর্ম ঈশ্বর প্রদত্ত ধর্ম, ২৪পৃঃ এখানে একজন খ্রীষ্টানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যার নাম ফাইমিউন তিনি প্রার্থনা করলে ঘর আলোকিত হত, তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনতেন নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিরবন ইবনে ইসহাক হতে উল্লেখ করা করলামঃ

নজরানে খৃস্টধর্মের সূচনা

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ নামে একজন ইয়ামনীর বরাত দিয়ে আল আখনাস গোত্রের আল-মুগিরা ইবনে আবু লাবিদ নামে একজন মুক্ত দাস আমাকে বলেছেন, নজরানে যে খৃস্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলো তার মূলে ছিলেন ফায়মিউন। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, অত্যন্ত উৎসাহী এবং তপস্বী লোক। তার প্রার্থনার নাকি জবাব পাওয়া যেতো। ফল পাওয়া যেতো।

ফায়মিউন শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াতেন। এক শহরে পরিচিত হয়ে গেলে পরে চলে যেতেন অন্য শহরে। যা উপার্জন করতেন, তা-ই

সেই সময়ে আরবীয় মুসলিমরা মূর্তিপূজক ছিল খেজুর গাছের পূজা করত এবং খ্রীষ্টান ধর্ম সঠিক ছিল তার দলিলও ইবনে ইসহাক আমাদের দিয়েছেন পৃঃ২৭-২৮

নজরানের অধিবাসীরা তখন আরবদের ধর্ম অনুসরণ করতো। বিরাট এক খেজুর গাছকে পূজা করতো তারা। প্রতি বৎসর উৎসব হতো। উৎসবের দিনে খেজুর গাছে ঝুলিয়ে দিতো সবচেয়ে সুন্দর মিহি কাপড়। ঝুলিয়ে দিত রমণীদের অলংকার। তার পর তারা ছুটে বেরিয়ে যেতো ওখান থেকে, সারাদিন মত্ত থাকতো গাছের পূজায়, নিবেদিত প্রাণ।

এক সম্ভ্রান্ত লোকের কাছে বিক্রি করা হলো ফায়মিউনকে। সালিহু বিক্রিত হলেন অন্য এক খান্দানের কাছে।

তার পর হলো কি, ফায়মিউনকে যে ঘরে রাখা হতো, সেই ঘরে বসে রাতের বেলা তিনি গভীর মনোনিবেশে প্রার্থনা করতেন। প্রার্থনা করার সময় সমস্ত বাড়ি উজ্জ্বল আলোয় ঝলোমলো হয়ে যেতো। অথচ কোথাও কোন বাতি ছিল না। তাঁর মনিব এতে ভীষণ বিস্মিত হলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি তার ধর্ম।"

২৮ সীরাতে রসূলুল্লাহ্ (সা)

ফায়মিউন তাকে তাঁর ধর্মের কথা বললেন। বললেন তারা সবাই ভুল করছেন। খেজুর গাছ না পারে রক্ষা করতে, না পারে মারতে। আর তিনি যদি আল্লাহ্র নামে গাছটাকে বদদোয়া দেন, গাছটাকে আল্লাহ্ ধ্বংস করে দেবেন। কারণ আল্লাহ্ এক, তাঁর কোন শরীক নেই।

তাঁর প্রভু বললেন, "তাই করো তবে। যদি তা করতে পারো, আমরা তোমার ধর্ম গ্রহণ করবো, আমাদের বর্তমান ধর্ম বর্জন করবো।"

নিজেকে তিনি পবিত্র করলেন। দুই বার প্রার্থনা করলেন। গাছকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ্র কাছে কাকুতি মিনতি করলেন। আল্লাহ্ এক প্রবল ঝড় পাঠিয়ে দিলেন। ঝড় গাছকে সমূলে উৎপাটিত করে ভূলুণ্ঠিত করলো। এরপর নজরানের অধিবাসিগণ তাঁর ধর্ম গ্রহণ করল এবং তিনি ঈসা ইবনে মরিয়মের ধর্মের অনুশাসন তাদের অবহিত করলেন। পরে অবশ্য তাদের উপর বিপদ আপতিত হয়েছিল, তাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। দুইটি ধর্ম পাশাপাশি অবস্থান করলে সচরাচর যা ঘটে তাই ঘটল। আরব ভূমি নজরানে এই হলো খৃস্টধর্ম প্রতিষ্ঠার মূলকথা। নজরানের লোকের কাছে শোনা এই হলো ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্র বর্ণনা।

তাই মুফতি যুবায়ের আহমদ যে এসব না জেনেই মূর্খের মতন প্রশ্ন করেছেন তা প্রামানিত। যেখানে তার ধর্মে লিখা আছে খ্রীষ্ট ধর্ম সত্য আর ওনি দাবি করেছেন যে খ্রীষ্টধর্ম মিথ্যা!! এমন কি কুরআনেও খ্রীষ্টধর্মের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহূদী হয়েছে এবং খৃষ্টান ও সাবিঈন- যারাই আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।"[67]

তাফসীরকারি আহসানুল বায়ান এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

আহসানুল বায়ান | Tafsir Ahsanul Bayaan

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে (মুমিন), যারা ইয়াহুদী (১) এবং খ্রিষ্টান (২) হয়েছে অথবা সাবেয়ী (৩) হয়েছে, এদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (8)

---

[67] সূরা২:৬২;

(১) يَهُود (ইয়াহুদ) হয় هَوَادَة (যার অর্থ, ভালবাসা) ধাতু থেকে গঠিত অথবা تَهَوّد (যার অর্থ, তাওবা করা) ধাতু থেকে গঠিত। অর্থাৎ, তাদের এই নামকরণ প্রকৃতপক্ষে তাওবা করার কারণে অথবা একে অপরকে ভালবাসার কারণে হয়েছে। এ ছাড়া মূসা (আঃ)-এর অনুসারীদেরকে 'ইয়াহুদী' বলা হয়। [যা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মগত ধর্ম ছিল]

(২) نَصَارَى (নাসারা) نَصرَان এর বহুবচন। যেমন , سَكرَان سكَارَى এর বহুবচন। এর মূল ধাতু হল ن صر (যার অর্থ সাহায্য - সহযোগিতা)। আপোসে একে অপরের সাহায্য করার কারণে তাদের এই নামকরণ হয়েছে। ওদেরকে 'আনসার'ও বলা হয়। যেমন তারা ঈসা (আঃ)-কে বলেছিল, {نَحنُ اَنصَارُ اللّٰهِ} ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদেরকে নাসারা (খ্রিষ্টান) বলা হয় এবং তাদেরকে ঈসায়ীও বলা হয়।[68]

তাই ইহুদি খ্রীষ্টান নাম আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে কারন মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে কুরআন সৃষ্টির পূর্বেই লেখা ছিল তবে এই আয়াতটাও ছিল! আর এই আয়াতে ইহুদি-খ্রীষ্টানদের নামও লেখা হয়েছে? এই নামকে দিয়েছে? মানুষ নাকি আল্লাহ? সেই সময়ে ত কোন মানুষ ছিল না আল্লাহ একাই ছিলেন। আল্লাহ নিজেই এই নাম দিয়েছেন তবে এটা আল্লাহর দেওয়া নাম হয় কিনা? প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ইহুদি বংশে জন্ম গ্রহন করেছিলেন এবং তাকে যারা অনুসরন করেছে তারাই খ্রীষ্টান।

[68] https://qurano.com/bn/2-al-baqara/ayah-62/

১১।জিজ্ঞাসাঃ আপনাদের প্রভুকে কিছু দুষ্টলোকে শূলে চড়ালো, আপমান করল৷ যিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারল না তিনি অন্যদের রক্ষা করবেন কি করে?

জবাবঃ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, " আমার রাজ্য এ জগতের নয়; যদি আমার রাজ্য এ জগতের হইত, তবে আমার অনুচরেরা প্রাণপণ করিত, যেন আমি যিহূদীদের হস্তে সমর্পিত না হই; কিন্তু আমার রাজ্য ত এখানকার নয়৷"[69]

"যীশু উত্তর করিলেন, যদি ঊর্ধ্ব হইতে তোমাকে দত্ত না হইত, তবে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন ক্ষমতা থাকিত না; এই জন্য যে ব্যক্তি তোমার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়াছে, তাহারই পাপ অধিক৷"[70]

"যেমন মনুষ্যপুত্র পরিচর্যা পাইতে আইসেন নাই , কিন্তু পরিচর্যা করিতে , এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন৷" [71]

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্পষ্ট করে বলেছেন, তিনি পিতার ইচ্ছা অনুসারে মৃত্যুবরন করতে এসেছেন, যদি পিতা ঈশ্বর পিলাতকে ক্ষমতা না দিতেন তবে সে কিছুই করতে পারত না এমনকি তাঁর গায়ে হাতও দিতে পারত না কারন স্বর্গদূতের তাদের সাথে যুদ্ধ করতেন৷ কিন্তু পিতা ঈশ্বরের যেহেতু এটাই ইচ্ছা ছিল যেন মসীহ সবার জন্য কুরবানী হন৷ এই বিষয়ে একজন সাধারন খ্রীষ্টানও ভাল ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম, জানি না কেন যুবায়ের আহমদ এই ধরনের প্রশ্ন করলেন? প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যদি নাই চাইতেন তবে এই জগতে কোন মানুষের কোন স্বর্গদূতের ক্ষমতা ছিল না তার প্রান কেড়ে নেওয়া৷ কারন তিনি বলেছেন,

"পিতা আমাকে এই জন্য প্রেম করেন, **কারণ আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি, যেন পুনরায় তাহা গ্রহণ করি৷ কেহ আমা হইতে তাহা হরণ করে না, বরং আমি আপনা হইতেই তাহা সমর্পণ করি৷ তাহা সমর্পণ করিতে আমার ক্ষমতা আছে; এবং পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতেও আমার ক্ষমতা আছে; এই আদেশ আমি আপন পিতা হইতে পাইয়াছি৷**"[72]

যুবায়ের আহমদ মূলত রক্ষা করা নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চান! মসীহ বলেছেন কেন তিনি মৃত্যু বরন করবেন কিন্তু মুহাম্মদ কে আল্লাহ কি বলেছেন?

"হে রসূল, পৌছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে৷ আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না৷ আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন৷ নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না৷"[73]

আল্লাহ বলেছেন তিনি মানুষের হাত থেকে মুহাম্মদকে রক্ষা করবেন বাস্তবে কি করেছেন না করেন নি যুদ্ধে এক শত্রুর মার খেয়ে তার দাঁত পড়ে গেছিল এবং মাথা ফেটে গেছিল!!! তবে সেই সময়ে আল্লাহ কোথায় ছিলেন? আল্লাহ কেন রক্ষা করেন নি মুহাম্মদ কে?

সহি বুখারি৫৭২২

সাহ্‌ল ইবনু সা'দ সা'ঈদী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, যখন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **-এর মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ চূর্ণ করে দেয়া হল, আর তাঁর মুখমন্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল এবং তাঁর রুবাঈ দাঁত ভেঙ্গে গেল ,** তখন 'আলী (রাঃ) ঢাল ভর্তি করে পানি দিতে থাকলেন এবং ফাতিমা (রাঃ) এসে তাঁর

---

69 যোহন১৮:৩৬;

70 যোহন১৯:১১;

71 মথি২০:২৮;

72 যোহন১০:১৭-১৮;

73 সূরা৫:৬৭;

চেহারা থেকে রক্ত ধুয়ে দিতে লাগলেন। ফাতিমা (রাঃ) যখন দেখলেন যে, পানি ঢালার পরও অনেক রক্ত ঝরে চলছে , তখন তিনি একটি চাটাই নিয়ে এসে তা পুড়ালেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর যখমের উপর ছাই লাগিয়ে দিলেন। ফলে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।(আধুনিক প্রকাশনী- ৫৩০২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫১৯৮)[74]

তারা দাবি করে মুহাম্মদ সমস্ত মানুষের হয়ে শেষ বিচারে কথা বলবে সবার সুপারিশ করবে অথচ সে নিজেই বলেছে সে কাউকে বাঁচাতে পারবেনাঃ সহি বুখারি ২৭৫৩

২৭৫৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তা‘আলা কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল করলেন, ‘‘আপনি আপনার নিকটাত্মীদেরকে সতর্ক করে দিন’’ (শু‘আরা ২১৪) তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়ালেন এবং বললেন, **‘হে কুরায়শ সম্প্রদায়! কিংবা অনুরূপ শব্দ বললেন, তোমরা আত্মরক্ষা কর। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে বানূ আব্দ মানাফ! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে ‘আববাস ইবনু ‘আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে সাফিয়্যাহ! আল্লাহর রাসূলের ফুফু, আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে ফাতিমাহ বিন্তে মুহাম্মদ! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না।** আসবাগ (রহ.) ইবনু ওয়াহব (রহ.) .... আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনায় আবুল ইয়ামান (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (৩৫২৭, ৪৭৭১) (মুসলিম ১/৮৯ হাঃ ২০৩, আহমাদ ১০৭৩০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৫৫১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৫৬৩)[75]

তবে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ মুহাম্মদকে রক্ষা করতে পারে নাই আবার মুহাম্মদের উপরে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের মুহাম্মদ নাম ধরে ধরে বলেছেন আমি তোমাদের কাউকে রক্ষ করতে পারব না। তাই যুবায়ের আহমদের ভাবা প্রয়োজন শেষ বিচারে তাকে কে বাঁচাবে আল্লাহর শাস্তি থেকে?

[74] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/5722
[75] https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=26891

১২জিজ্ঞাসাঃ যীশু কি বলছেন, "তিনি তিনের মধ্যে একজন"? বাইবেলে থেকে এর প্রমান দিতে পারবেন? পক্ষন্তরে কুরআন বলে, "তোমরা তাকে তিনের এক বলো না" তিনি নবী।

জাবাবঃ সূরা মায়েদাহ এর ৭২ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

"নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়েছে যারা বলে- মসীহ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ..." (কুরআন ৫:১৭, অনুবাদ: মুজিবুর রহমান)

এই আয়াত দিয়ে খ্রিস্টের ঈশ্বরত্ব সম্পূর্ণভাবে বাতিল হচ্ছে না ! আরবিটা খেয়াল করুন إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ (ইন্নাল্লহা হুওয়াল মাসীহ) "নিশ্চয়ই আল্লাহই হচ্ছেন মসীহ্"; এখানে "ইলাহ" বা "উপাস্য" ব্যবহৃত হয়নি, সরাসরি ٱللَّهُ (আল্লাহ) ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্থাৎ যারা বিশ্বাস করে, খ্রীষ্টই আল্লাহ, তারা কাফির। কিন্তু ট্রিনিটির ধারণায়, খ্রিস্ট আল্লাহ নন। বরং "আল্লাহ" বলতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা ধরা হলে, খ্রীষ্ট হলেন ট্রিনিটির দ্বিতীয় ব্যক্তি (second person in Trinity); তাই পিতা ঈশ্বরকেই "পুত্র খ্রীষ্ট" বলা হলে সেটা খ্রীষ্টবাদে একটা heresy যাকে কুরআনের ভাষায় "কুফরী"-ও বলা হয়েছে!

এখন, সূরা মায়েদাহ এর ৭৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّآ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا۟ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলেঃ 'আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা'বূদের) এক', অথচ ইবাদাত পাবার যোগ্য এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই নেই; আর যদি তারা স্বীয় উক্তিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয় তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে অটল থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।"
(কুরআন ৫:৭৩, অনুবাদ: মুজিবুর রহমান)

এখানে মূল আপত্তি এই অংশটুকু নিয়ে:

//নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলেঃ 'আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা'বূদের) এক'//

অর্থাৎ উক্ত অনুবাদ অনুযায়ী, যারা বলে, আল্লাহ তিন উপাস্যের মধ্যে এক উপাস্য, তারা কাফির বা অবিশ্বাসী!

কিন্তু এই অনুবাদে চতুরতার সাথে অর্থ বিকৃত করা হয়েছে।

মূল আরবি লক্ষ্য করুন لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ (লাকদ কাফা-রল্লা-য্বীনা ক্বলূ ইন্নাল্লহা সা-লিসু সালাসাহ্)

এখানে لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ (লাকদ কাফা-রল্লা-য্বীনা) - "নিশ্চয়ই তারা অবিশ্বাস করেছে "; قَالُوٓا۟ (ক্বলূ) - "যারা বলে"; إِنَّ ٱللَّهَ (ইন্নাল্লহা) - "নিশ্চয়ই আল্লাহ"; ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ (সা-লিসু সালাসাহ্) - **"তিনজনের মধ্যে তৃতীয়"।**

শেষের অংশটুকু গুরুত্বপূর্ণ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ (সা-লিসু সালাসাহ্) - **"তিনজনের মধ্যে তৃতীয়"।** এখানে ثَالِثُ (সা-লিসু) রয়েছে যার অর্থ "তৃতীয়"।

অর্থাৎ যারা বলবে যে, আল্লাহ তিনজনের মধ্যে "তৃতীয় জন", তারা অবিশ্বাসী!

তাহলে যদি আল্লাহ বলতে পিতা ঈশ্বরকে ধরা হয় , তবে পিতা ঈশ্বর ট্রিনিটির তৃতীয় ব্যক্তি নন ; বরং পিতা ঈশ্বর ট্রিনিটির প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ First Person in the Trinity.

তাই যদি কেউ বলে যে, পিতা ঈশ্বর ট্রিনিটির তৃতীয় ব্যক্তি (Third Person), এটা তখন একটা heresy যাকে কুরআন "কুফর" বা "অবিশ্বাস" বলে ঘোষণা করেছে!

এখানে ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ (সা-লিসু সালাসাহ্) এর অর্থ যে "তিনজনের মধ্যে তৃতীয়", তার আরও একটি প্রমাণ হল এই যে , মুসলিমদেরই বিভিন্ন অনুবাদে তারা "তিনজনের মধ্যে তৃতীয়" বা, "Third of the three" অনুবাদ করেছে। তার মধ্যে কয়েকটি অনুবাদ নিম্নে তুলে ধরা হল:

"অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলে, **‘নিশ্চয় আল্লাহ তিন জনের তৃতীয়জন’**..."
(কুরআন ৫:৭৩, অনুবাদ: বায়ান ফাউন্ডেশন)

"যারা বলে, **“আল্লাহ হলেন তিনজনের তৃতীয়জন”** তারা নিশ্চয়ই কাফের হয়ে গিয়েছে.."
(কুরআন ৫:৭৩, অনুবাদ: ফজলুর রহমান)

"তারা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস পোষণ করে যারা বলে- "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ হচ্ছেন **তিনজনের তৃতীয় জন"**..."
(কুরআন ৫:৭৩, অনুবাদ: জহুরুল হক)

এছাড়াও কিছু বিখ্যাত ইংরেজী অনুবাদ দিয়ে বিষয়টিকে আরো শক্ত করছি যাতে করে কোন তারা কোন সুযোগই না পায়।

"Indeed they have already disbelieved, the ones who have said, "Surely Allah is the third of three."..."
(Quran 5:73, tr. Mufti Taqi Usmani)

"Surely, disbelievers are those who said: "Allah is the third of the three (in a Trinity)."..."
(Quran 5:73, tr. Hilali & Khan)

"They have certainly disbelieved who say, "Allah is the third of three."
(Quran 5:73, tr. Sahih International)

"Those people who say that God is the third of three are defying [the truth]..."
(Quran 5:73, tr. Abdul Haleem)

"Assuredly they disbelieve who say: God is the third of the three.."
(Quran 5:73, tr. Abdul Majid Daryabadi)

"Disbelievers are they surely who say: "God is the third of the trinity;"..."
(Quran 5:73, tr. Ahmed Ali)

"They are certainly disbelievers who say, “Indeed Allah is the third of the three Gods”..."
(Quran 5:73, tr. Ahmed Raza Khan)

"They are certainly faithless who say, ‘Allah is the third [person] of a trinity,’..."
(Quran 5:73, tr. Ali Quli Qarai)

"Assuredly they also have disbelieved who say: God is the third of the Three..."
(Quran 5:73, tr. Ali Ünal)

"Most certainly, they have disbelieved who say, `Allâh is the third of the three.´..."
(Quran 5:73, tr. Amatul Rahman Omar)

"They are certainly disbelievers who say, “Indeed Allah is the third of the three Gods”..."
(Quran 5:73, tr. Faridul Haque)

"Certainly they disbelieve who say: Surely Allah is the third (person) of the three..."
(Quran 5:73, tr. Mohammad Habib Shakir)

"They surely disbelieve who say: Lo! Allah is the third of three..."
(Quran 5:73, tr. Mohammed Marmaduke William Pickthall)

"Those who say that God is the third of the Three, have, in fact, turned to disbelief...."
(Quran 5:73, tr. Muhammad Sarwar)

"Indeed those who say: 'Allah is the third of the Trinity' became unbelievers..."
(Quran 5:73, tr. Qaribullah & Darwish)

"Surely, they have disbelieved who say: "Allah is the third of three."..."
(Quran 5:73, tr. Safi-ur-Rahman al-Mubarakpuri)

"They disbelieve those who say, “God is the third of three.”..."
(Quran 5:73, tr. Talal Itani)

"They surely disbelieve who say: Lo! Allah is the third of three..."
(Quran 5:73, tr. Dr. Ghali)

"They have certainly disbelieved who say, "Allah is the third of three."..."
(Quran 5:73, tr. Alauddin Mansour)[76]

সুতরাং, যখন কোনো খ্রীষ্ট বিশ্বাসীই পিতা ঈশ্বরকে ট্রিনিটির তৃতীয় ব্যক্তি বা Third Person হিসেবে দাবি করে না, তখন কুরআনের উক্ত আয়াত কেবল সাবধানতাকেই ইঙ্গিত করে বলছে যে, তোমরা ট্রিনিটির প্রথম ব্যক্তি বা First Person-কে তৃতীয় ব্যক্তি বানালে তোমরা হয়ে যাবে অবিশ্বাসী!

আর এই তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈ শ্বর এর ধারণা যে বহু ঈশ্বরকে বোঝায় না , বরং এক ঈশ্বরকেই বোঝায়, সেটা এরপর পরই ওই আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে:

وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّآ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ
(ওয়ামা মিন ইলাহিন ইল্লা ইলাহুওঁওয়াহিদ)
"আর এক উপাস্য ছাড়া কোনো উপাস্য নেই"
(কুরআন ৫:৭৩)
এখানে "আল্লাহ" বলা হয়নি; বরং إِلَٰهٍ (ইলাহিন) এবং إِلَٰهٌ (ইলাহুন) শব্দ এসেছে যা মূলত "ইলাহ" বা, "উপাস্য"-কে বোঝায়।
আর তাই ট্রিনিটির ধারণা হল মূলত সত্ত্বাগতভাবে এক ইলাহ বা এক উপাস্যের ধারণা।

আর এই ধারণার মধ্যে "আল্লাহ"-কে (তর্কের খাতিরে পিতা ঈশ্বর ধরলে, পিতা ঈশ্বরকে) যারা ট্রিনিটির তৃতীয় ব্যক্তি বা Third Person বলবে, তারাই মূলত কাফির বা অবিশ্বাসী ! এখানে দেখা যাচ্ছে “তিনের মধ্যে এক” এটা নিয়ে কুরআনেই বিভ্রান্তিকর শিক্ষা আছে আবার তারাই আমাদের প্রশ্ন করে ট্রিনিটি নিয়ে! কারন কোন খ্রীষ্টান এমন শিক্ষা দেয় না যে পিতা ঈশ্বর ত্রিত্ববাদের[ট্রিনিটির] মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন। এটা কুরআনের লেখকের ভূল ধারনা ছিল।

এবার আমরা দেখব যীশু খ্রীষ্ট কোথায় নিজেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে দেখিয়েছে!!!

আর এক্ষণে, হে পিতঃ, জগৎ হইবার পূর্ব্বে তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল, তুমি সেই মহিমায় তোমার নিজের কাছে আমাকে মহিমান্বিত কর।[77]

---

[76] https://qurano.com/en/5-al-ma-ida/verse-73/
[77] যোহন১৭:৫;

যীশু তাঁহাকে বলিলেন, ফিলিপ, এত দিন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, তথাপি তুমি আমাকে কি জান না? যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে; তুমি কেমন করিয়া বলিতেছ, পিতাকে আমাদের দেখাউন?[78]

যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের কার্য্য এই, যেন তাঁহাতে তোমরা বিশ্বাস কর, যাঁহাকে তিনি প্রেরণ করিয়াছেন।[79]

সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমি যে কোন ব্যক্তিকে পাঠাই, তাহাকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, এবং আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁহাকে গ্রহণ করে, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।[80]

যে তোমাদিগকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকেই গ্রহণ করে।[81]

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট প্রতিটা ভার্সে[পদে] পিতার পরেই তার নিজের অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন এছাড়াও তিনি বলেছেন তিনি ট্রিনিটির মধ্যে ২য় অবস্থানে রয়েছেনঃ "অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর;"[82]
এখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজের মুখে বলেছেন বলেছেন তিনি ট্রিনিটির মধ্যে ২য় অবস্থানে রয়েছেন কারন

প্রথমে তিনি পিতার নাম বলেছেন

দ্বিতীয়তে তিনি পুত্রে [নিজের] কথা বলেছেন

এবং তৃতীয়তে পবিত্র আত্মার কথা বলেছেন।

এখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সুস্পষ্টভাবে বলেছেন তিনি ট্রিনিটির মধ্যে ২য় অবস্থানে রয়েছেন। তিনি এটাও বলেছেন "তাঁকে ছাড়া কেউ পিতার কাছে যেতে পারবেন না"[83] তিনি ট্রিনিটির মধ্যে ২য় অবস্থানে রয়েছেন সেই জন্যই এমন দাবি করেছেন যা বিশ্বে আর কেউ করার সাহস পায় নাই এবং পাবেও না।

[78] যোহন১৪:৯;

[79] যোহন৬:২৯;

[80] যোহন১৮:২০;

[81] মথি১০:৪০;

[82] মথি২৮:১৯;

[83] যোহন১৪:৬;

১৩জিজ্ঞাসাঃ যীশু কি বলছেন, তোমরা বাইবেল অনুসরন কর? বাইবেল থেকে এর প্রমান দিতে পারবেন কি?

জবাবঃ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, "তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে।"[84]

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কথা গুলো পালন করার জন্য তিনি বারবার তার অনুসারিদের বলেছেন, কারন পবিত্র বাইবেলে [পুরাতন নিয়মে] প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে সেই জন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন,
"তোমরা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া থাক, কারণ তোমরা মনে করিয়া থাক যে, তাহাতেই তোমাদের অনন্ত জীবন রহিয়াছে; আর তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়; আর তোমরা জীবন পাইবার নিমিত্ত আমার নিকটে আসিতে ইচ্ছা কর না"।[85]
অনন্তজীবন আমাদের তিনি দিতে পারেন শাস্ত্র নয়, শাস্ত্র আমাদের মসীহের বিষয়ে অবগত করে কিন্তু অনন্ত জীবন আমারা মসীহের উপরে বিশ্বাস করে এবং তার দেওয়া শিক্ষা অনুসরন করে লাভ করি। আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরন করি, কারন তিনি আমাদের বলেছেন তাকে অনুসরন করতে। নূতন নিয়মে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বানী লেখা আছে, তাই যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরন করতে হলে আমাদের নূতন নিয়ম পড়তে হবে। নূতন নিয়ম পড়ার মাধ্যমে আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বানী অনুসরন করি কথাটা ঘুরিয়ে দিলে হবে আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে জানতে পারি নূতন নিয়ম পড়া দ্বারা। অন্যান্য নবীরা ঈশ্বরের দেওয়া কিতাব লিখেছেন কিন্তু মসীহ নিজেই ছিলেন ঈশ্বরের বাক্য [86] তাই আমরা ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্যকে [বাইবেলকে] অনুসরন করি যিনি মানুষ হয়ে এসেছিলেন এবং তিনি বলেছেন "আমাকে অনুসরন কর"[87]

এমন কি কুরআনেও লেখা আছে ঈসা বলেছেন তাকে অনুসরন কর কারন তার বাণীই ছিল ইনজিল[সুসমাচার]
আর এটি পূর্ববর্তী কিতাব সমুহকে সত্যায়ন করে, যেমন তওরাত। আর তা এজন্য যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোন কোন বস্তু যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। কাজেই আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।[88]

কুরআনেও দেখানো হয়েছে মসীহ কোন ইনজিল কিতাব প্রচার করেন নাই বরং তিনি জন্মগতভাবেই কিতাব প্রাপ্ত ছিলেন, "সন্তান বললঃ আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন।"[89] মসীহ কিতাব সহকারে জন্ম গ্রহন করেন নি তবুও তিনি জন্মের পরে বলছেন তিনি কিতাব পেয়েছেন!!! কিছু লোকে ব্যাখ্যা দেন এটা ভবিষ্যতের কথা কিন্তু এটা ভবিষ্যতের কথা নয় বরং কুরআনের মসীহ তার কথায় অতীত কাল ব্যবহার করেছেন[তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন]এর মানে তিনি জন্মের আগেই কিতাব পেয়েছেন।

হয় কুরআনের মসীহ মিথ্যা কথা বলেছেন আর না হয় তিনি আল্লাহর জীবন্ত কালাম ছিলেন। কারন মরিয়মের পেট থেকে মসীহ কিতাব নিয়ে জন্ম গ্রহন করেন নি। আর জন্মের পরই তিনি বলেছেন তিনি কিতাব প্রাপ্ত!!!

---

84 যোহন১৪:১৫;

85 যোহন৫:৩৯-৪০;

86 যোহন১:১;১৪; সূরা৩:৪৫;

87 যোহন১২:২৬; লূক৯:৫৯; মথি১০:৩৮;

88 সূরা৩:৫০;

89 সূরা১৯:৩০;

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন যেন আমরা তার বানী অনুসরন করে চলি, " ধন্য তাহারাই, যাহারা ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া পালন করে।"[90] তাঁর বাণী যে চিরকাল থাকবে সেটাও তিনি বলেছেন, "আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না।" [91] এখানে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের বাইবেল অনুসরন করতে বলছেন।

বাইবেল হলো ঈশ্বরের লিখিত বাক্য এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হলেন জীবন্ত ঈশ্বরের বাক্য। একটি উদাহরন দিয়ে বিষটি আরো পরিস্কার করিঃ

ঈশ্বরের লিখিত বাক্য [বাইবেল] চিরকাল থাকবেঃ ঘাস শুকিয়ে যায় আর ফুলও ঝরে পড়ে, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য অনন্তকালস্থায়ী।"[92]

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাক্য চিরকাল থাকবেঃ"আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না।"[93]

ঈশ্বরের লিখিত বাক্য [বাইবেল] আমাদের পথ চালার আলোঃ "তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ,আমার পথের আলোক।" [94]

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের পথ চলার আলোঃ আমি জগতের জ্যোতি; যে আমার পশ্চাৎ আইসে, সে কোন মতে অন্ধকারে চলিবে না।"[95]

যুবায়ের আহমদের প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো আমরা ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্যকে ঈশ্বরের লিখিত বাক্য বাইবেলের দ্বারা অনুসরন করি,কারন ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য মানুষ রূপে এসে তাকে অনুসরন করতে বলে গেছেন।[96]

---

[90] লূক১১:২৮;

[91] মথি২৪:৩৫

[92] যিশাইয়৪০:৮;

[93] মথি২৪:৩৫

[94] গীতসংহিতা ১১৯:১০৫;

[95] যোহন৮:১২;

[96] যোহন১২:২৬; লূক৯:৫৯; মথি১০:৩৮; সূরা৩:৫০;

১৪জিজ্ঞাসাঃ আপনাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যীশু কয় দিন কবরে ছিলেন?

কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন।[97]

এবং কোড়া প্রহার করিয়া তাঁহাকে বধ করিবে; পরে তৃতীয় দিবসে তিনি পুনরায় উঠিবেন।[98]

পবিত্র বাইবেল অনুসারে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট রবিবারে মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন।

“বিশ্রামদিন অবসান হইলে, সপ্তাহের প্রথম দিনের উষারম্ভে, মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর দেখিতে আসিলেন।”[99]

তবে যীশু খ্রীষ্ট কেন যোনা নবীর চিহ্নের বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন ? এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকেরা চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ব্যতিরেকে আর কোন চিহ্ন তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে না।[100]

এর জবাব প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজেই দিয়েছেন সেই অধ্যায়েই,

সেই সময় অবধি যীশু আপন শিষ্যদিগকে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে যিরূশালেমে যাইতে হইবে, এবং প্রাচীনবর্গের, প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকদের হইতে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, ও হত হইতে হইবে, আর তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবে।[101]

এখন কি সৈনরাও তার কথাটি মনে রেখেছিল,

মহাশয়, আমাদের মনে পড়িতেছে, সেই প্রবঞ্চক জীবিত থাকিতে বলিয়াছিল, তিন দিনের পরে আমি উঠিব। অতএব তৃতীয় দিবস পর্যন্ত তাহার কবর চৌকি দিতে আজ্ঞা করুন; পাছে তাহার শিষ্যেরা আসিয়া তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়, আর লোকদিগকে বলে, তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে জীবিত হইয়া উঠিয়াছেন; তাহা হইলে প্রথম ভ্রান্তি অপেক্ষা শেষ ভ্রান্তি আরও মন্দ হইবে।[102]

তিনি দিন বলতে কি বোঝায়?

তখন ইষ্টের মর্দখয়কে এই উত্তর দিতে আজ্ঞা করিলেন, তুমি যাও, শূশনে উপস্থিত সমস্ত যিহূদীকে একত্র কর, এবং সকলে আমার নিমিত্ত উপবাস কর, তিন দিবস, দিনে কি রাত্রিতে কিছু আহার করিও না, কিছু পানও করিও না, আর আমি ও আমার দাসীরাও তদ্রূপ উপবাস করিব; এইরূপে আমি রাজার নিকটে যাইব, তাহা ব্যবস্থাবিরুদ্ধ হইলেও যাইব, আর যদি বিনষ্ট হইতে হয়, হইব।

আর তৃতীয় দিনে ইষ্টের রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজার গৃহের ভিতরে প্রাঙ্গণে রাজার গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইলেন; তৎকালে রাজা রাজবাটীতে গৃহদ্বারের সম্মুখে রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। আর রাজা যখন দেখিলেন যে ইষ্টের রাণী প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন, তখন রাজার দৃষ্টিতে ইষ্টের অনুগ্রহ পাইলেন, রাজা ইষ্টেরের প্রতি আপন হস্তস্থিত স্বর্ণময় রাজদণ্ড বিস্তার করিলেন; তাহাতে ইষ্টের নিকটে আসিয়া

---

[97] মথি১২:৪০; ১৬:৪;

[98] লূক১৮:৩৩;

[99] মথি২৮:১;

[100] মথি ১৬:৪;

[101] মথি১৬:২১;

[102] মথি২৭:৬৩-৬৪;

রাজদণ্ডের অগ্রভাগ স্পর্শ করিলেন। পরে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইষ্টের রাণী, তুমি কি চাও? তোমার অনুরোধ কি? রাজ্যের অর্ধেক পর্যন্ত হইলেও তাহা তোমাকে দেওয়া যাইবে। ইষ্টের উত্তর করিলেন, যদি মহারাজের ভাল বোধ হয়, তবে আমি আপনার জন্য যে ভোজ প্রস্তুত করিয়াছি, মহারাজ ও হামন সেই ভোজে অদ্য আগমন করুন।[103]এখানে দেখা যাচ্ছে রানী ইষ্টের লোকেদের আদেশ দিয়েছিলেন যে তারা "তিন দিবস[দিন]" উপবাস [রোজা] করে কিন্তু তারপরের অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে বোঝান হয়েছে যে ইহুদিরা "তিন দিন" বলতে আসলে কি বুঝত! রণী ৩য় দিনে উপবাস ভেঙ্গে রাজকিয় পোষাক পরিধান করেন এবং সকলে ভোজের আয়োজন করেন।

"আর তাহারা সাত দিন পর্যন্ত সম্মুখাসম্মুখি হইয়া শিবিরে রহিল, পরে সপ্তম দিবসে যুদ্ধ বাধিয়া গেল; তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানগণ এক দিনে অরামের এক লক্ষ পদাতিক সৈন্যকে সংহার করিল।"[104]

এখানে দেখা যাচ্ছে যে সাত দিন শত্রুর সামনাসামনি শিবির স্থানপ করেছিলেন কিন্তু সাত দিনের দিনে তারা যুদ্ধ করল।

আর তাহারা ডুমুরচাকের এক খণ্ড ও দুই থলুয়া শুষ্ক দ্রাক্ষাফল তাহাকে দিল; তাহা খাইলে পর তাহার প্রাণ সতেজ হইল, কেননা তিন দিবারাত্র সে রুটি ভোজন কি জল পান করে নাই। পরে দায়ূদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহার লোক? কোথা হইতে আসিলে? সে কহিল, আমি একজন মিসরীয় যুবক, একজন অমালেকীয়ের দাস; অদ্য তিন দিন হইল, আমি পীড়িত হইয়াছিলাম বলিয়া আমার কর্তা আমাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।[105]

এখানে দেখা যাচ্ছে একজন মিশরীয় যুবক তিনি ৩দিন এবং ৩রাত কিছু খাওয়া দাওয়া করেন নাই, কিন্তু তিনি তৃতীয় দিনে তিনি বলেছেন আজ ৩দিন হয়ে গেছে। তাই আমারা যখন বাইবেল পড়ব এবং সেটা বোঝার চেষ্টা করব তখন সেটা বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা নিতে হবে।

---

103 ইষ্টের৪:১৫-১৬; ৫:১-৪

104 ১রাজাবলী২০:২৯;

105 ১শমূয়েল৩০:১২-১৩;

১৫জিজ্ঞাসাঃ যীশুর জীবনি কি আল্লাহর কালাম হতে পারে?

জাবাবঃ কুরানের মসীহের জীবনি কেন উল্লেখ করেছে? কুরআন যদি আল্লাহর কালাম হবে তবে সেখানে মসীহের জীবনি কেন লেখা আছে? মানুষের জীবনি যদি আল্লাহর কালাম না হয় তবে কুরআনের বর্নিত শতশত আয়াত আল্লাহর কালাম নয়। উদাহরনস্বরূপঃ কুরআনে আদমের জীবনি, আমদের দুই ছেলের জীবনি, ইব্রাহিমের জীবনি, তার দুই ছেলের জীবনি, লূতের জীবনি, দাউদের জীবনি, সলোমনের জীবনি, ইউসুফের জীবনি, জাকারিয়ার জীবনি, মরিয়মের জীবনি এমন কি মুহাম্মদের জীবনিও সংক্ষিপ্ত ভাবেও বিভিন্ন আয়াতে লেখা আছে তবে এই আয়াত গুলো সব গল্প কিচ্ছা তাই এগুলো আল্লাহর কালাম হতে পারে না যোবায়ের আহমদের যুক্তি অনুসারে।

কুরাআনে উল্লেখিত রয়ছে "আল্লাহ এবং মুহাম্মদের আনুগত্য করো"[106]

কিন্তু মুহাম্মদের দেওয়া কোন শিক্ষা কুরআনে পাওয়া যায় না সবই হাদিস থেকে পাওয়া যায়। যারা হাদিস লিখেছেন তারা কেউ মুহাম্মদের যুগের ছিলেন না এমন কি তাদের চোদ্দো গোষ্টি পর্যন্ত মুহাম্মদকে চোখে দেখেনি তবে তাদের লেখা গ্রন্থে মুসলিমদের কেন এত বিশ্বাস জন্মা নিল? মুসলিমদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য একজন হাদিস বর্ননাকারির সত্যতা ফাঁস করছিঃ

ইমাম বুখারী (১৯ জুলাই ৮১০ – ১ সেপ্টেম্বর ৮৭০), আরব রীতি অনুযায়ী বংশধারাসহ পুরো নাম হলো **মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ বিন বারদিযবাহ** (আরবি/ফার্সি ভাষায়: محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبه بخاری), একজন বিখ্যাত হাদীসবেত্তা ছিলেন। তিনি "বুখারী শরীফ" নামে একটি হাদীসের সংকলন রচনা করেন, যা মুসলমানদের নিকট হাদীসের সর্বোর্ত্তম গ্রন্থ বিবেচিত হয়।[107] বুখারি ১৩ই শাওয়াল শুক্রবার, ১৯৪ হিজরীতে (৮১০ খ্রিষ্টাব্দ) খোরাসানের বুখারাতে (বর্তমানে উজবেকিস্তানের অংশ) জন্মগ্রহণ করেন তিনি ২৫৬ হিজরীর, ১লা শাওয়াল মোতাবেক ৩১শে আগস্ট, ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের শুক্রবার দিবাগত রাতে মৃত্যুবরণ করেন।

মুহাম্মদ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহন করে এবং ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মারা যায়। [108] এবং বুখারি জন্ম গ্রহন করে ৮১০ এবং ৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মারা যায়। তাদের মধ্যে ২৩৮ বছরের ব্যবধান তবে বুখারি ২৩৮বছর পরে মুহাম্মদের দেওয়া শিক্ষা গুলো তার জীবনি কিভাবে সঠিক ভাবে লিখলেন? তাকে ত কোন ফেরেস্তা সাহায্য করে নি তবে তিনি কিভাবে পারলেন?

কেউ হয়ত বলতে পারে তারা মুখস্ত রাখত তবে এই যুক্তিও চলবে না কারন মুহাম্মদ নিজেই আয়াত ভূলে যেতেনঃ

সহি বুখারি৫০৩৭

'আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

[106] সূরা৪:৫৯;

107 দুহাল ইসলাম (ইসলামের দ্বিপ্রহর) ২য় খন্ড, ডা: আহমাদ আমীন রচিত, আবু তাহের মেসবাহ অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডশন থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-১১৩

[108] Elizabeth Goldman (1995), p. 63, gives 8 June 632 CE, the dominant Islamic tradition. Many earlier (primarily non-Islamic) traditions refer to him as still alive at the time of the invasion of Palestine. See Stephen J. Shoemaker,The Death of a Prophet: The End of Muhammad's Life and the Beginnings of Islam,page 248, University of Pennsylvania Press, 2011.

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে মাসজিদে না ববীতে কুরআন পড়তে শুনলেন। তিনি বললেন , তার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমাত বর্ষিত হোক , সে আমাকে অমুক সূরার অমুক আয়াত মনে করিয়ে দিয়েছে। (আ.প্র. ৪৬৬৩, ই.ফা. ৪৬৬৭)

হিশাম (রহঃ) হতে বর্ণিত পূর্বের হাদীসের অতিরিক্ত রয়েছে, "যা ভুলে গেছি অমুক অমুক সূরা থেকে।" 'আলী এবং 'আবদাহ হিশাম থেকে তার সমর্থন ব্যক্ত করেন। (আ.প্র. ৪৬৬৪, ই.ফা. ৪৬৬৮)[109]

সহি বুখারি৫০৩৯

'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন লোক এ কথা কেন বলে যে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি; বরং (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।(আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৬৬৬, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৪৬৭০)[110]

নিজে আয়াত ভূলে যেতেন আবার আল্লাহকে সেই দোষ দিতেন, সেই যাই হোক তিনি তার জীবন দশায় কুরআনের আয়াত ভুলে যেতেন তার মৃত্যুর ২৩৮ বছর পরে কেউ এসে তার বিষয়ে শিক্ষা দিলে কি সেটা বিশ্বাস করা যায়? যারা মুহাম্মদের বানী লিখেছে তারা ইসলামি পন্ডিতদের মত অনুসারে তারা অনেক পরস্পরবিরোধী মিথ্যা কথাও লিখেছে। তার জন্য তারা সেই সব হাদিসকে দূর্বল, জাল বলে উল্লেখ করে। হাস্যকর বিষয় হলো হাদিসের গ্রন্থের উপরে তারা লেখে সহি-বুখারি সহি-মুসলিম অথচ সেই সহি হাদিস গ্রন্থের ভিতরে জাল হাদিস এবং কিছু বানোয়াট হাদিস রয়েছে বলে তারা স্বীকার করে। তার মানে তারা সবাইকে ধোকা দিচ্ছে সহি নামকরন করে [যার ভিতরে জাল হাদিস পাওয়া যায়]!

যুবায়ের আহমদ কেন হাদিসের কথা গুলোর উপরে "আমল করেন"? মুসলিমরা যে শুধু হাদিসের উপরে আমল করে তা নয়! তারা তাফসিরকারিদেও কথাও মেনে চলে যারা কেউ নবী নন বরং সাধারন ব্যক্তি কিন্তু তাদের লেখার দ্বারা মুসলিমরা কুরআনের আয়াত বোঝার চেষ্টা করে যদিও কুরআনের দাবি "আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহন করে"[111]কিন্তু তারা কুরাআন বুঝতে পারি নেই তারা হাদিসের কাছে গিয়েছে, হাদিস বুঝতে পারে নি, তাফসিরকারিদের কাছে গিয়েছে, তাদের কাছেও না বুঝলে জাকির নায়েক, ইয়াসির কাদির মত লোকদের ব্যাখ্যা গ্রহন করছে আর কার কাছে ব্যাখ্যা না পাইলে তখন তারা বলে, "এর অর্থ আল্লাহর ছাড়া আর কেউ জানে না" যাদের নিজেদের বিশ্বাস মানুষের লেখার এবং ব্যাখ্যার উপরে প্রতিষ্টিত তারা কিভাবে এই প্রশ্ন করে তা বুঝি না? যুবায়ের আহমদ বলেছেন যীশুর জীবনি কিভাবে আল্লাহর কালাম হয় তিনি হয় ত জানেন না কুরআনে ২৮ নং সূরা কাসাস এর অর্থ কি? জানলে এই প্রশ্ন করার আগে ১০ বার চিন্তা করতেন। কাসাস শব্দের অর্থঃ "কাহীনি"[112] তবে এই সূরাটা পড়া বাদ দিন যেখানে মূসা নবীর জীবনি বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[109] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/5037

[110] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/5039

[111] সূরা৪৪:৫৮;

[112] https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%BE_%E0%A6%86%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B8

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য [কালাম][113] তাঁর বিষয়ে ঐশীশ্বাসিত ভাবে ৪ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন [মথি, মার্ক, লূক ,যোহন] আমরা তাদের লেখার দ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সমস্ত প্রচারতি কথা গুলো জানতে পারি যা কুরআন , হাদিস এবং তাফসির থেকে জানতে পারা সম্ভব নয়। ইসলামিক ঈসার বিষয়ে যারা লিখেছেন তারা জীবনেও প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে চোখে দেখনি এমনকি তাদের ১৪ গোষ্টিও দেখে নি, মুহাম্মদের জীবনি কিভাবে আল্লাহর বানী হয়ে গেল? কিন্তু মথি, মার্ক, লূক, যোহন নিজের চোখে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে দেখেছেন এবং তাঁর সাথে জীবনে অনেক সময় কাটিয়ে ছিলেন। আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য বলে বিশ্বাস করি গসপেল [নূতন নিয়ম] হলো তাঁর জীবনি ও শিক্ষার লিখিত দলিল যা তার প্রতিটি অনুসারিদের জন্য প্রয়োজনীয়।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টক হলেন ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য।

এবং

গসপেল হলো ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্যের লিখিত দলীল।

[113] যোহন১:১;১:১৪; সূরা৩:৪৫;

১৬জিজ্ঞাসাঃ পৌলের লেখা চিঠি কিভাবে ঈশ্বরের বাক্য হতে পারে?

জাবাবঃ “পৌল, “যীশু খ্রীষ্টের দাস, আহূত প্রেরিত, ঈশ্বরের সুসমাচারের জন্য পৃথক্‌কৃত”[114] “পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে যীশু খ্রীষ্টের আহূত প্রেরিত”[115] “পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত”[116] “পৌল প্রেরিত- মনুষ্যদের হইতে নয়, মনুষ্যের দ্বারাও নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা, এবং যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠাইয়াছেন, সেই পিতা ঈশ্বরের দ্বারা নিযুক্ত।”[117]

তাহলে আমরা জানতে পারছি পৌল যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত [এপোস্টল/হাওয়ারি] তাকে সুসমাচার প্রচারের জন্য পৃথক করা হয়েছিল আর এটা কোন মানুষের দ্বারা নয় বরং সদাপ্রভু ঈশ্বর [ইয়াওয়ে এলোহীম] এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা নিযুক্ত হয়েছেন৷ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তার কাছে প্রকাশিত হয়েছিলেন[118] তার জন্য তিনি তাঁর আদেশ অনুসারে চলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনও দিয়েছেন মসীহের জন্য সুসমাচারের জন্য৷[119] তিনি যা কিছু লিখেছেন তার চিঠিতে তার সবই ঈশ্বরের আদেশে লিখেছিলেন৷[120] প্রেরিত পৌল বলেছেন, “কিন্তু আমরা তোমাদের নিকটে যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেহ প্রচার করে- আমরাই করি, কিম্বা স্বর্গ হইতে আগত কোন দূতই করুক- তবে সে শাপগ্রস্ত হউক৷”[121] প্রেরিত পৌল তার চিঠিতে যা কিছু লিখেছেন তার জন্য তার চিঠিও ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে বিবেচিত হয় কারন, “ফলতঃ তোমরা খ্রীষ্টের পত্র, আমাদের পরিচর্যায় সাধিত পত্র বলিয়া প্রকাশ পাইতেছ; <u>তাহা কালি দিয়া নয়, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের আত্মা দিয়া, প্রস্তর-ফলকে নয়, কিন্তু মাংসময় হৃদয়-ফলকে লিখিত হইয়াছে৷</u>”[122]

এমনকি ইসলাম ধর্মে প্রেরিত পৌলকে নবী বলা হয়েছে।

সূরা৩৬:১৩ নং আয়াতে ৩ জন নবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ইবনে কাসীর সূরা৩৬:১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন তারা মূলত ছিলেন ঈসা মসীহের ৩ জন হাওয়ারি তাদের মধ্যে একজন হলেন প্রেরিত পৌলেরঃ

"The names of the first two Messengers were Sham`un and Yuhanna, and the name of the third was <u>Bulus,</u> and the city was Antioch (Antakiyah).[123]

---

[114] রোমীয়১:১;

[115] ১করিন্থীয়১:১;

[116] ২করিন্থীয়১:১;

[117] গালাতীয়১:১;

[118] প্রেরিত৯:১-৬;

119 Pope Clement I, First Epistle to the Corinthians, 5:7

[120] ১করিন্থীয়১৪:৩৭;

[121] গালাতীয়১:৮;

[122] ২করিন্থীয়৩:৩;

[123] https://quranx.com/Tafsirs/36.13

পৌলকে আরবী ভাষায় বুলুস বলা হয়, পৌল যে শুধু প্রেরিত/হাওয়ারি ছিলেন তা নয় তিনি নবীও ছিলেন ইবনে কাসীরের মতে৷ ইবনে কাসীর ইসলামের একজন শ্রেষ্ট তাফসীর কারি৷ এছাড়াও প্রাচীন তাফসীরকারী আল-তাবারি তার তাফসীরে ৪খন্ড পৃঃ১২৬ এখানে প্রেরিত পৌলের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছেন

Abū Ja'far says: They assert that after Tiberius, Palestine and other parts of Syria were ruled by Gaius, son of Tiberius, for four years. He was succeeded by another son, Claudius, for fourteen years, following which Nero ruled for fourteen years. He slew Peter and crucified Paul head down. For four months Boṭlāius [Vittelius] ruled thereafter. Then Vespasian, father of Titus whom he sent to Jerusalem, ruled for ten years. Three years after his rise to power, forty years after the ascension of
[742] Jesus, Vespasian sent Titus to Jerusalem. Titus destroyed it and slew numerous Israelites in his wrath over the fate of Christ. The following Roman kings then ruled:

বর্তমানের মুসলিম দাঙ্গীরা [প্রচারকরা]প্রেরিত পৌলের নামে অনেক মিথ্যাচার করেন অথচ তাদের ধর্মেই প্রেরিত পৌলকে নবী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে৷ আর নবীর লেখা চিঠি ত আল্লাহর কালাম হবে যে চিঠি তিনি ঈশ্বরের [আল্লাহর] আদেশে লিখেছেন !!!

জিজ্ঞাসা- ১৭

আপনারা বলেন, যীশু নিষ্পাপ তাই তিনি শূলিতে চড়ে সকলের পাপ মাফ করে দিয়েছেন। এক পাপী অন্য পাপীকে মুক্তি দিতে পারবে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি বাইবেল অনুযায়ী যীশু পাপী। তাহলে তিনি পাপ থেকে পরিত্রাণ দিবেন কীভাবে?

দেখুন বাইবেল কী বলে-

১. "যীশু মানুষদেরকে গালিগালাজ করতেন" মথি (১৬:২৩) মানুষকে গালি দেয়া কি পাপ নয়?

২. যীশুর অহেতুক গাছকে অভিশাপ দিয়ে মেরে ফেলা। মথি (২১:১৮-২১)-

মার্ক (১১:১৩-১৪)- অহেতুক গাছকে অভিশাপ দিয়ে মেরে ফেলা কি পাপ নয়?

৩. যীশু অহেতুক কিছু অবুঝ প্রাণীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারেন। মার্ক (৫:১০-১৩)- অবুঝ প্রাণীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারা কি পাপ নয়?

৪. উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করা" যিশাইয় (২০:২-৪)- উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করা কি পাপ নয়?

৫. মানুষের মল ও গোবিষ্ঠা ভক্ষণ করা" যিহিষ্কেল (৪:৪-১৫)- মানুষের মল ও গোবিষ্ঠা ভক্ষণ করা কি পাপ নয়?

৬. "অকারণে হত্যা করা ও অভিশাপ দেওয়া": মথি (২১:১৮-২১)- "অকারণে হত্যা করা ও অভিশাপ দেওয়া কি পাপ নয়?

৭. "যীশুর নিরপরাধ প্রাণীকে হত্যা করা" মথি (৮:২৮-৩২)- "যীশু নিরপরাধ প্রাণীকে হত্যা করা কি পাপ নয়?

জাবাবঃ এখানে যোবায়ের আহমদ প্রকাশ্য ২টি ভুল তথ্য দিয়েছেন: ১মঃযিশাইয় ২০:২-৪; এবং ২য়ঃ যিহিস্কেল ৪:৪-১৫;

হাস্যকর বিষয়টি হলো তিনি জানেন না যে , যিশাইয় ২০:২-৪; এবং যিহিস্কেল ৪:৪-১৫; এখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে কিছু বলা হয় নি পুরতন নিয়মে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জীবনি লেখা নেই বরং তাঁর বিষয়ে ভবিষ্যৎবানী রয়েছে, নূতন নিয়মে তার জীবনি লেখা আছে তবে তিনি কিভাবে যিশাইয় ২০:২-৪; এবং যিহিস্কেল ৪:৪-১৫; প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে তথ্য পেলেন? তিনি যে জীবনে পবিত্র বাইবেল পড়েন নি এটা তার জ্বলন্ত প্রমান৷

আমি তার সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করছি হাল্লিলূয়া৷

১।জাবাবঃ

যীশু গালিগালাজ করতেনঃ

কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া পিতরকে কহিলেন, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শয়তান, তুমি আমার বিঘ্নস্বরূপ; কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের, তাহাই তুমি ভাবিতেছ।[124]

শয়তান শব্দের অর্থঃ "বিপক্ষ"[125] প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলছেন, দূর হও "বিপক্ষ"[শয়তান]!!! কারন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তার মৃত্যুর কথা বলছিলেন যা ছিল ঈশ্বরের মহা পরিকল্পনা কিন্তু পিতর সেটা না বুঝে উল্ট কথা বলেছিলেনঃ

"সেই সময় অবধি যীশু আপন শিষ্যদিগকে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে যিরূশালেমে যাইতে হইবে, এবং প্রাচীনবর্গের, প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকদের হইতে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, ও হত হইতে হইবে, আর তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবে। ইহাতে পিতর তাঁহাকে কাছে লইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, প্রভু, ইহা আপনা হইতে দূরে থাকুক, ইহা আপনার প্রতি কখনও ঘটিবে না।"[126]

তাই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পিতরকে বলেছিলেন, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শয়তান [বিপক্ষ], তুমি আমার বিঘ্নস্বরূপ; কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের, তাহাই তুমি ভাবিতেছ।[127] তাই এখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কোন পাপ প্রমানিত হয় না, কাউকে নিজের বিপক্ষ বলা কি পাপ?

অন্যদিকে হযরত মুহাম্মদ তার স্ত্রী সাফিয়্যাকে গালি দিয়ে বলেছেন "বন্ধা নেড়ী" নিজের স্ত্রীকে গালিগালাজ করা কি পাপ নয়?

সহি মুসলিম৩০৯৮। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, ইবনু বাশশার ও উবায়দুল্লাহ ইবনু মু'আয (রহঃ) ... হাকাম ইবরাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে এবং তিনি আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রওনা হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন সাফিয়্যাকে তাঁর তাঁবুর দরজায় চিন্তিতা ও অবসাদগ্রস্তা দেখতে পেলেন। তিনি বললেনঃ বন্ধ্যা, নেড়ি! তুমি আমাদের (এখানে) আটকে রাখবে? তিনি পুনরায় তাকে বললেনঃ তুমি কি কুরবানীর দিন (বায়তুল্লাহ) যিয়ারত করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাহলে রওনা হও।[128]

২।জাবাবঃ

গাছকে অভিশাপ দিয়েছেনঃ

এই ঘটনাটি মথি লিখিত সুসমাচার ছাড়াও [129] মার্ক লিখিত সুসমাচারে [130] এবং লূক লিখিত সুসমাচারে [131] উল্লেখ করা রয়েছে। পবিত্র শাস্ত্র অনুসারে ডুমুর বৃক্ষ বলতে অনেক সময়ে ইস্রায়েল জাতীকে বোঝায় যেমনঃ

---

124 মথি১৬:২৩;

125 সখরিয়৩:১; প্রকাশিত বাক্য২০:২;

126 মথি১৬:২১-২২;

127 মথি১৬:২৩;

128 https://hadithbd.com/hadith/link/?id=12709

129 মথি ২১-:১৮-২২;

130 মার্ক১১:১২-২৫;

131 লূক ১৩:৬-৯;

"আমি প্রান্তরে দ্রাক্ষাফলের ন্যায় ইস্রায়েলকে পাইয়াছিলাম; আমি ডুমুরবৃক্ষের অগ্রিম আশুপক্ক ফলের ন্যায় তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা বাল-পিয়োরের কাছে গিয়া সেই লজ্জাস্পদের উদ্দেশে আপনাদিগকে পৃথক করিল, এবং আপনাদের সেই জারের ন্যায় জঘন্য হইয়া পড়িল।"[132]

অর্থাৎ ইস্রায়েলের লোকেরা ফল দিচ্ছিল না, তারা ঈশ্বরের পথ থেকে দূরে সরে গেছিল যার জন্য প্রভু যীশু উপমা দ্বারা এই বিষয়টি তার শিষ্যদের বলছেনঃ

"আর তিনি এই দৃষ্টান্তটি কহিলেন; কোন ব্যক্তির দ্রাক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার একটা ডুমুর গাছ রোপিত ছিল; আর তিনি আসিয়া সেই গাছে ফল অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। তাহাতে তিনি দ্রাক্ষা-পালককে কহিলেন, দেখ, আজ তিন বৎসর আসিয়া এই ডুমুর গাছে ফল অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু কিছুই পাইতেছি না; ইহা কাটিয়া ফেল; এটা কেন ভূমিও নষ্ট করে। সে উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, প্রভু, এই বৎসরও ওটা থাকিতে দিউন, আমি উহার মূলের চারিদিকে খুঁড়িয়া সার দিব, তাহার পরে উহাতে ফল ধরে ত ভালই, নয় ত ওটা কাটিয়া ফেলিবেন।"[133]

পবিত্র শাস্ত্র আমাদের কাছে এটাও বলে এই ডুমুর বৃক্ষকে [ইস্রায়েল জাতিকে] শুকিয়ে ফেলা হবেঃ

আমি তাহাদিগকে নিঃশেষে সংহার করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন; দ্রাক্ষালতায় দ্রাক্ষাফল, কিম্বা ডুমুরগাছে ডুমুরফল থাকিবে না, পত্রও জীর্ণ হইবে; হাঁ, আমি তাহাদের জন্য আক্রমণকারী লোকদিগকে নিরূপণ করিয়াছি।[134]

৭০ সালে এই ভবিষ্যৎবনীটি পূর্ন হয় ইহুদিরা রোমানের দ্বারা ধ্ববংস প্রাপ্ত হয়। ইহুদিরা মূলত প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে নিজেদের রাজা হিসাবে মানতে চাই নি, তারা তাঁকে মসীহ বলে বিশ্বাস করেনি, তার ফল প্রদান করে নি, তাই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্যের ক্ষমতা কেড়ে নিলেন এবং তার অনুসারিদের [খ্রীষ্টানদের] তা দিলেনঃ

"এই জন্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, **তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া যাইবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হইবে, যে জাতি তাহার ফল দিবে।** "[135]

"কিন্তু **তোমরা "মনোনীত বংশ,** রাজকীয় যাজকবর্গ, **পবিত্র জাতি** [ঈশ্বরের] নিজেস্ব প্রজাবৃন্দ যেন তাঁহারই গুণকীর্তন কর।" যিনি তোমাদিগেকে অন্ধকার হইতে আপনার আশ্চর্য জ্যোতির মধ্যে আহব্বান করিয়াছেন। **পূর্বে তোমরা প্রজা ছিলে না, কিন্তু এখন ঈশ্বরের প্রজা হইয়াছ; দয়াপ্রাপ্ত ছিলে না কিন্তু এখন দয়া পাইয়াছ।"**[136]

---

[132] হোশেয় ৯:১০; যিরমিয় ২৪ অধ্যায়

[133] লূক ১৩:৬-৯;

[134] যিরমিয় ৮:১৩;

[135] মথি২১:৪৩;

[136] ১পিতর২:৯-১০;

পবিত্র বাইবেলে মসীহের সম্পর্কে একটি ভবিষ্যৎবানী ছিল যে মসীহের সময়ে সবাই নির্ভয়ে ডুমুরবৃক্ষের [ইস্রায়েলীয়দের অন্তরভূক্ত হবে] কাছে আসবে বসবে অর্থাৎ মসীহের ধর্মে পৃথিবীর সকলে আসবে এবং তারা নির্ভয়ে তার জামাতে [মণ্ডলীতে] বসবেঃ "কিন্তু প্রত্যেকে আপন আপন দ্রাক্ষালতার ও আপন আপন ডুমুরবৃক্ষের তলে বসিবে; কেহ তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে না; কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর মুখ ইহা বলিয়াছে।" [137]

প্রভু যীশু বলেছেন শেষ সময়ে ডুমুর বৃক্ষকে পুররায় জীবিত করা করা হবেঃ

"আর তিনি মহা তূরীধ্বনি সহকারে আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন ; তাঁহারা আকাশের এক সীমা অবধি অন্য সী মা পর্যন্ত চারি বায়ু হইতে তাঁহার মনোনীতদিগকে একত্র করিবেন। ডুমুর গাছ হইতে দৃষ্টান্ত শিখ ; যখন তাহার শাখা কোমল হইয়া পত্র বাহির করে , তখন তোমরা জানিতে পার, গ্রীষমকাল সন্নিকট; সেইরূপ তোমরা ঐ সকল ঘটনা দেখিলেই জানিবে, তিনি সন্নিকট, এমন কি, দ্বারে উপস্থিত।"[138]

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি ডুমুর বৃক্ষ মূলত ইস্রায়েল জাতিকে বোঝানো হয়ছে, তিন তাদের কাছ থকে রাজ্যের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন এবং খ্রীষ্টানদের দিয়েছেন। তিনি শেষে ইস্রায়েলীয়দের পূর্ন জীবত করবেন। এটা ছিল একটি দৃষ্টান্ত যা মসীহ তার অনুসারিদের দেখিয়েছিলেন।

যুবায়ের আহমদ দাবি করেছেন অভিশাপ দেওয়া নাকি পাপ? তবে দেখুন মুহাম্মদ কত মানুষকে অভিশাপ দিয়েছেনঃ

তার নামে দরূদ না পড়লে তিনি মানুষের অভিশাপ দিতেন এবং তার অমঙ্গল চাইতেনঃ

রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালেহীন) ১৪/ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর দরূদ ও সালাম প্রসঙ্গে ৪/১৪০৮।

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অভিশাপ দিলেন যে, "সেই ব্যক্তির নাক ধূলা-ধূসরিত হোক, যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হল, অথচ সে (আমার নাম শুনেও) আমার প্রতি দরূদ পড়ল না।" (অর্থাৎ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম' বলল না।)[139]

মৃত্যুর সময়ে তিনি ইহুদি খ্রীষ্টানদের অভিশাপ দিয়েছেনঃ

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) পরিচ্ছেদঃ ৭. প্রথম অনুচ্ছেদ - মাসজিদ ও সালাতের স্থান, হাদিসঃ৭১২

৭১২-[২৪] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুশয্যায় বলেছেনঃ আল্লাহর অভিশাপ ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের প্রতি। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।[140]

অন্যদিকে যে ইহুদিরা চক্রান্ত করে রোমান সেনাদের দ্বারা যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে মেরেফেলেছিল তাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্ষমা করে দিয়েছিলেনঃ

"পিতঃ ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না।"[141]

---

[137] মিখা৪:৪;

[138] মথি২৪:৩১-৩৩;

[139] https://hadithbd.com/hadith/link/?id=27097

[140] https://www.hadithbd.com/hadith/email/?id=55269

৩নং ৬নং ৭নং জাবাবঃ

যীশু কিছু অবুঝ প্রাণীদের হত্যা করেছিলেনঃ

"পরে তাঁহারা সমুদ্রের ওপারে গেরাসেনীদের দেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি নৌকা হইতে বাহির হইলে তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি কবর-স্থান হইতে তাঁহার সম্মুখে আসিল, তাহাকে অশুচি আত্মায় পাইয়াছিল। সে কবরের মধ্যে বাস করিত, এবং কেহ তাহাকে শিকল দিয়াও আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিত না। কেননা লোকে বার বার তাহাকে বেড়ী ও শিকল দিয়া বাঁধিত, কিন্তু সে শিকল ছিঁড়িয়া ফেলিত, এবং বেড়ী ভাঙ্গিয়া খণ্ডবিখণ্ড করিত; কেহ তাহাকে বশ করিতে পারিত না। আর সে রাত দিন সর্বদা কবরে ও পর্বতে থাকিয়া চিৎকার করিত, এবং পাথর দিয়া আপনি আপনাকে কাটিত। সে দূর হইতে যীশুকে দেখিয়া দৌড়াইয়া আসিল, তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং উচ্চরবে চেঁচাইয়া কহিল, হে যীশু, পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র, আপনার সহিত আমার সমপর্ক কি? আমি আপনাকে ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি, আমাকে যাতনা দিবেন না। কেননা তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, হে অশুচি আত্মা, এই ব্যক্তি হইতে বাহির হও। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তর করিল, আমার নাম বাহিনী, কারণ আমরা অনেকগুলি আছি। পরে সে অনেক বিনতি করিল, যেন তিনি তাহাদিগকে সেই অঞ্চল হইতে পাঠাইয়া না দেন। সেই স্থানে পর্বতের পার্শ্বে এক বৃহৎ শূকরপাল চরিতেছিল। আর তাহারা বিনতি করিয়া কহিল, ঐ শূকরগুলির মধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগকে পাঠাইয়া দিউন। তিনি তাহাদিগকে অনুমতি দিলেন। তখন সেই অশুচি আত্মারা বাহির হইয়া শূকরদের মধ্যে প্রবেশ করিল; তাহাতে সেই শূকর-পাল, কমবেশ দুই সহস্র শূকর, মহাবেগে দৌড়াইয়া ঢালু পাড় দিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িল, এবং সমুদ্রে ডুবিয়া মরিল।"[142]

এই ঘটনাটি পড়লে দেখা যায় যে একজন ব্যক্তিকে কিছু মন্দ আত্নায় পেয়েছিল সে কবরে থাকত যখন তার সামনা-সামনি প্রভু যীশুর সাথে হয় তখন সে জানতে পারে "যীশু ঈশ্বরের পুত্র" তখন সে প্রভু যীশু কাছে বিনতি করতে থাকল যেন তিঁনি তাদের কষ্ট না দেন। মন্দ আত্নারা বিনতি করল তাদের যেন শূকরদের পালের মধ্যে যাওয়া অনুমতি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাদের দেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাদের বিনতি শুনেছেন এবং তাদের অনুমতি দিয়েছেন তার ফলে তারা সেই ব্যক্তিকে ছেড়ে শূকরদের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ভয় তারা সেখান থেকে পালাতে থাকে এবং শেষে তারা সমুদ্রে দিয়ে ডুবে মরে। এখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কোথায় শূকদের হত্যা করলেন? মন্দআত্মারা শূকর মধ্যে প্রবেশ করে ভয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে ছিল এটা তাদের নিজের দোষ এখানে কোন যুক্তিতেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দোষ প্রামানিত হয় না।

অন্যদিকে মুসলিমদের ঈসা মসীহ কিয়ামতের সময়ে শূকর হত্যা করবেনঃ

সহিবুখারি২৪৭৬. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইবনু মারইয়াম [ঈসা (আ.)] তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচারক হয়ে অবতরণ না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তিনি এসে ক্রুশ ভেঙ্গে

[141] লূক২৩:৩৪;

[142] মার্ক ৫:১-১৩;

ফেলবেন, **শূকর হত্যা করবেন** এবং জিযয়া কর তুলে দিবেন। তখন ধন-সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, তা গ্রহণ করার মতো কেউ থাকবে না। (২২২২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২২৯৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৩১৪)[143]

এখন প্রশ্ন হলো ঈসা কেন শূকর হত্যা করবেন?

কেন তিনি অবুঝ প্রাণীদের কেন হত্যা করবেন?

শূকর হত্যা করা কি পাপ নয়?

পবিত্র বাইবেলে ত লেখা নাই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট শূকর হত্যা করেছেন কিন্তু ইসলামের ঈসা মসীহ সে প্রকাশ্য শূকর হত্যাকারি রূপে তার বর্ননা দেওয়া হয়েছে।

যুবায়ের আহমদ যে দাড়িপাল্লা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন সেই একই দাড়িপাল্লা দিয়ে ইসলামের ঈসা মসীহ মাপলে তিনি মহাপাপি প্রমানিত হয়ে যান।

৪।জবাবঃ

যীশু উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করতেনঃ

লেখার শুরুতে আমরা দেখেছি এখানে যুবায়ের আহমেদ মিথ্যাচার করেছেন যিশাইয় ২০:২-৪; যা একেবারে মিথ্যাচার। তবে এখানে যিশাইয় নবীর বিষয়ে বলা হয়েছে কিন্তু এখানে কি সত্যি যিশাইয় নবী উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করতেন? উত্তরটা না!!! কারন প্রথমত ইহুদিরা এটাকে বলছে এটার অর্থ উলঙ্গ নয় **naked:** (עָרוֹם). Jonathan renders: פְּחֵיחַ, with torn and worn out clothing, but not actually naked.[144]

এবং পবিত্র বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদে [New English Translation (NET)] এখানেও বলা হয়েছে এটা উলঙ্গ নয়ঃ

Isaiah 20:2
New English Translation

At that time the LORD announced through[a] Isaiah son of Amoz: “Go, remove the sackcloth from your waist and take your sandals off your feet.” He did as instructed and walked around in undergarments[b] and barefoot.

[143] https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=26538
[144] https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/15951/showrashi/true/jewish/Chapter-20.htm

Footnotes

Isaiah 20:2 **tn** The word used here (עָרוֹם, ʿ*arom*) sometimes means "naked," but here it appears to mean simply "lightly dressed," i.e., stripped to one's undergarments. See *HALOT* 883 s.v. עָרוֹם. The term also occurs in vv. 3, 4.[145]

কিন্তু কাবা ঘর নির্মানের সময়ে মুহাম্মদ উলঙ্গ হয়েছিলেন সেখান কার সব মানুষ তাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখেছিলঃ

সহি বুখারি পরিচ্ছেদঃ ৬৩ /২৫ . কা 'বা নির্মাণ।

৩৮২৯. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কা'বা গৃহ পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও 'আব্বাস (রাঃ) পাথর বয়ে আনছিলেন। 'আব্বাস (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, তোমার লুঙ্গিটি কাঁধের উপর রাখ, পাথরের ঘর্ষণ হতে তোমাকে রক্ষা করবে। (লুঙ্গি খুলতেই) তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর চোখ দু'টি আকাশের দিকে নিবিষ্ট ছিল। তাঁর চেতনা ফিরে এল , তখন তিনি বলতে লাগলেন , আমার লুঙ্গি, আমার লুঙ্গি। তৎক্ষণাৎ তাঁর লুঙ্গি পরিয়ে দেয়া হল। (৩৬৪) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৫৪৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩৫৪৯[146]

মূসা নবী উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করেছিলেনঃ

সহি বুখারি২৭৮

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বানী ইসরাঈলের লোকেরা নগ্ন হয়ে একে অপরকে দেখা অবস্থায় গোসল করতো। কিন্তু মূসা ('আঃ) একাকী গোসল করতেন। এতে বানী ইসরাঈলের লোকেরা বলাবলি করছিল, আল্লাহর কসম, মূসা ('আঃ) 'কোষবৃদ্ধি' রোগের কারণেই আমাদের সাথে গোসল করেন না। একবার মূসা ('আঃ) একটা পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করছিলেন। পাথরটা তাঁর কাপড় নিয়ে পালাতে লাগল। তখন মূসা ('আঃ) "পাথর! আমার কাপড় দাও," "পাথর! আমার কাপড় দাও", বলে পেছনে পেছনে ছুটলেন। এদিকে বাণী ইসরাঈল মূসার দিকে তাকাল। তখন তারা বলল, আল্লাহর কসম মূসার কোন রোগ নেই। মূসা ('আঃ) পাথর থেকে কাপড় নিয়ে পরলেন এবং পাথরটাকে পিটাতে লাগলেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, পাথরটিতে ছয় কিংবা সাতটা পিটুনীর দাগ পড়ে গেল।[147]

এছাড়াও আইয়ূব নবী উলঙ্গ হয়ে গোসল করতেনঃ

সহি বুখারি৩৩৯১

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, একদা আইয়ুব ('আঃ) নগ্ন শরীরে গোসল করছিলেন। এমন সময় তাঁর উপর স্বর্ণের এক ঝাঁক পঙ্গপাল পতিত হল। তিনি সেগুলো দু 'হাতে ধরে কা পড়ে রাখতে লাগলেন। তখন তাঁর রব তাঁকে ডেকে বললেন , হে আইয়ুব! তুমি যা

[145] https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2020%3A2&version=NET
[146] https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=28269
[147] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/278

দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে কি আমি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দেইনি ? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ, হে রব! কিন্তু আমি আপনার বরকত থেকে মুখাপেক্ষীহীন নই৷[148]

তবে দেখা যাচ্ছে ইসলামের কিছু নবীরাই উলঙ্গ হয়ে অজ্ঞান হয়েছে কেউ উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করেছে আবার কেউ উলঙ্গ হয়ে গোসল করেছে৷ তবে যুবায়ের আহমদ এই বিষয়ে কি বলবেন? যেহেতু তিনি বলেছেন উলঙ্গ হওয়া পাপের মধ্যে পড়ে তবে তাদের নবীরাই ত গুনাহগার[পাপী] প্রমানিত হয়ে যায়!

৫৷জবাবঃ

মানুষের মল-বিষ্ঠা খাওয়াঃ যিহিষ্কেল ৪:৪-১৫;

এখানে মূলত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে কিছু বলা হয় নি, যা যুবায়ের আহমদের প্রকাশ্য ভুল৷ যিহিষ্কেল ৪ :১২-১৩ ভার্সে বলা হয়েছেঃ আর ঐ খাদ্যদ্রব্য যবের পিষ্টকের ন্যায় করিয়া ভোজন করিবে, এবং তাহাদের দৃষ্টিতে মনুষ্যের বিষ্ঠা দিয়া তাহা পাক করিবে৷ আর সদাপ্রভু কহিলেন, আমি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে যে জাতিগণের মধ্যে দূর করিয়া দিব, তাহাদের মধ্যে তাহারা সেই প্রকারে আপন আপন অশুচি রুটি খাইবে৷”

এখানে পড়লে দেখা যাচ্ছে সেই সময়ের অবাধ্য ইস্রায়েলের লোকেদের খাওয়ানার জন্য ঈশ্বর এই আদেশ দিয়েছেন কিন্তু এখানে নবী কি তা খেয়েছিলেন? না তিনি খান নি! বরং গোবর পুড়িয়ে রান্না করেছিলেন

“তিনি বললেন, “খুব ভালো, আমি তোমাকে মানুষের বিষ্ঠার পরিবর্তে গোবরের ঘুঁটে পুড়িয়ে তোমার রুটি সেঁকবার অনুমতি দিলাম৷”[149]

বাংলাদেশে ভারতে এবং অনেক জায়াগায় গরুর গোবর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয় তবে কি যারা গোবর জ্বালানি ব্যবহার করে তারা কি মল-বিষ্ঠা খায়? যদিও তার যুক্তি ভুল কারন তিনি মানুষের মল-বিষ্ঠা খাওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন যা কেউ খায় নি এবং কাউকে খাওয়া নি৷

কিন্তু মুহাম্মদ তার থুথু তার অনুসারিদের খাওয়াতেনঃ সহিবুখারি ৩৬২৯৷ কুতায়বা (রহঃ) ... আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মদিনায় হিজরতের পর) মুসলিম পরিবারে সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়েরই জন্মগ্রহণ করেন৷ তাঁরা তাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলেন৷ তিনি একটি খেজুর নিয়ে তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন৷ সুতরাং সর্বপ্রথম যে বস্তুটি তার পেটে প্রবেশ করল তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর **থুথু৷**

এখান প্রশ্ন আসে মানুষকে থুথু খাওয়ানো কি পাপ নয়?

হাদিসে এটাও এসেছে যে মুহাম্মদ তার অনুসারিদের নিজের কুলিকরা পানি খাওয়াতেনঃ

সহি মুসলিম৬২৯৯/৬২পরিচ্ছেদঃ ৩৮. আবূ মূসা আশ'আরী ও আবূ আমির আশ'আরী (রাযিঃ) এর ফযীলত

হাদিস একাডেমি নাম্বারঃ ৬২৯৯, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২৪৯৭

৬২৯৯-(১৬৪/২৪৯৭)

[148] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/3391
[149] যিহিষ্কেল ৪:১৫;

আবূ আমির আশ'আরী ও আবূ কুরায়ব (রহঃ) ..... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেবায় ছিলাম। সে সময় তিনি মক্কাহ ও মদীনার মাঝামাঝি জিরানাহ নামধারী জায়গায় অবস্থান করছিলেন। তার সাথে বিলালও (রাযিঃ) ছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এক আরব বেদুঈন এলো। সে বলল, হে মুহাম্মাদ। আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছেন তা কি পূরণ করবেন না? তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি সুখবর গ্রহণ করো। তারপর সে তাকে (রসূলুল্লাহকে) বলল, আপনি তো অনেকবারই বলেছেনঃ "সুখবর গ্রহণ করো। " তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে আবূ মূসা ও বিলালের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, দেখো এ লোকটি সুখবর প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব তোমরা উভয়ে এগিয়ে এসো।

তখন তারা উভয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আমরা এগিয়ে এসেছি, আপনার সুখবর গ্রহণ করেছি। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পানি ভর্তি পাত্র আনালেন। তিনি তার দু ' হাত ও মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং তাতে কুলি করলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা দু’জনে এ থেকে পানি পান করো এবং তোমাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে জড়িয়ে দাও। আর তোমরা দু ’জনে সুখবর কবুল করো। তারা উভয়ে পেয়ালাটি গ্রহণ করলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ মুতাবিক কাজ করলেন। তখন উম্মুল মু 'মিনীন উম্মু সালামাহ (রাযিঃ) পর্দার অন্তরাল হতে তাদের উভয়কে ডেকে বললেন , তোমাদের মায়ের জন্য তোমাদের পেয়ালায় কিছু পানি রেখে দাও। তারপর তারা অবশিষ্ট পানি হতে তাকে অল্প পরিমাণ দিলেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬১৮০, ইসলামিক সেন্টার ৬২২৪)[150]

মুহাম্মদ নিজের অনুসারিদের নিজের কুলি করা পানি খাইয়েছেন এবং তারপরে তাদের মায়েদেরও সেটা খাওয়ানো হয়েছে। নিজের কুলি করা পানি অন্যকে দিয়ে খাওয়ানো কি পাপ নয়?

[150] https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=53398

১৮। জিজ্ঞাসাঃ যীশু খ্রীষ্ট কি পৃথিবীতে অশান্তি দিতে এসেছেন?

জাবাবঃ

“খড়গ[তরবারি] দিতে এসেছি”

পবিত্র বাইবেলে খড়গ[তরবারি] অনেক সময়ে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন লূক ২:৩৫; যেখানে শিমিয়োন নামক একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন যিনি পবিত্র আত্মার আবেশে ভবিষ্যৎবানী করেন, ‘খ্রীষ্টের মৃত্যুর সময়ে মরিয়মের অন্তর খড়গ বিদ্ধ হবে’, “আর তোমার নিজের প্রাণও খড়গে বিদ্ধ হইবে-যেন অনেক হৃদয়ের চিন্তা প্রকাশিত হয়। ”[লূক ২:৩৫;] এখানে তরবারি কথাটি দুঃখ-কষ্টকে চিহ্নিত করে এমন কি পবিত্র বাইবেল সুস্পষ্টভাবে ঘোষনা করে পরিত্রানের প্রচারের জন্য যে অস্ত্র-সস্ত্রের কথা বলা হয় তা কোন টাই জাগতিক অস্ত্র-সস্ত্র নয় বরং তা সবই আধ্যাত্বিক [২করিন্থীয় ১০:৪-৫; ইব্রীয় ৪:১২;]।

পবিত্র শাস্ত্রে এমন অনেক উদাহরন আমরা দেখতে পাই যেখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে খ্রীষ্টকে গ্রহন করলে জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসবে।

“জগতে তোমরা ক্লেশ পাইতেছ; কিন্তু সাহস কর, আমি জগতকে জয় করেছি” [যোহন ১৬:৩৩;]

“সেই সময়ে ক্লেশ দিবার জন্য তোমাদি গকে সমর্পন করিবে ও তামাদিগকে বধ করিবে , আর আমার নাম প্রযুক্ত সমুদয় জাতি তোমাদের দ্বেষ করিবে”[মথি ২৪:৯;]

“আমি [প্রভু যীশু খ্রীষ্ট] তাহাকে [পৌলকে] দেখাইয়া দিব, আমার নামের জন্য তাহাকে কত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে।[প্রেরিত ৯:১৬;]।

“অগ্নি নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছি”

ইয়াওয়ে এলোহীমের [সদাপ্রভু ঈশ্বরের] বাক্যকে পবিত্র বাইবেলে আগুনের সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে [যিরমিয় ২৩:২৯;] এছাড়াও ইয়াওয়ে এলোহীম [সদাপ্রভু ঈশ্বর] নবী যিরমিয়কে বলেছেন, “এই কারনে বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন , তোমার এই কথা বলিতেছি, এই জন্য দেখ , আমি তোমার মুখ স্থিত আমার বাক্যকে অগ্নিস্বরূপ ও এই জাতিকে কাষ্ঠস্বরূপ করিব , উহা ইহাদিগকে গ্রাস করিবে।[যিরমিয় ৫:১৪;]

এখানে ইয়াওয়ে এলোহীম [সদাপ্রভু ঈশ্বর] তার বাক্যকে অগুনের সাথে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন তার বাক্য হবে পাপীদের জন্য কাঠের স্বরূপ যা তাদের পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে।তার মানে এই নয় যে, ইয়াওয়ে এলোহীম [সদাপ্রভু ঈশ্বর] স্বর্গ হতে আগুন পাঠিয়ে পাপীদের ধ্বংস করবেন।তার পবিত্র বাক্য হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী যা প্রকাশিত হলে মিথ্যার বিলুপ্তি ঘটে। এমন কি নবী যিরমিয় বলেছেন, যখন তিনি ইয়াওয়ে এলোহীমের [সদাপ্রভু ঈশ্বরের] বাক্য প্রচার করেন না তখন তার সারা শরিরে সেই অগ্নি ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি তা সহ্য করতে পারেন না [যিরমিয় ২০:৯;] প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মৃত হতে জীবিত হবার পরে তার দুজন শিষ্যকে পূর্ন শাস্ত্র বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তারাও তাদের অন্তরে সেই আগুনে উত্তাত অনুভব করে ছিলেন [লুক ২৪:৩২;]। পবিত্র শাস্ত্রের অনুসারে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যখন বলেছেন , “অগ্নি নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছি” তার অর্থ হচ্ছে ‘তিনি পাপের রাজ্যত্বকে এই জগত হতে বিলুপ্ত করতে এসেছেন ’ মানব পাপে পতীত হবার সময়ে ভবিষ্যৎবানী করা হয়েছিল [আদিপুস্তক ৩:১৫;] কারন তিনি সয়ং ঈশ্বরের বা ক্য [যোহন ১:১;১৪ প্রকাশিত বাক্য ১৯:১৩;] আর ঈশ্বরের বাক্যকে আগুনের সাথে অনেক বার তুলনা করা হয়েছে [যিরমিয় ৫:১৪; যিরমিয় ২০:৯; যিরমিয় ২৩:২৯; লুক ২৪:৩২;] আর যখন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন , “অগ্নি নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছি ” তার অর্থই তিনি ঈশ্বরের বাক্যকে এই মন্দ জগতে প্রতিষ্টিত করতে এসেছেন। পবিত্র বাইবেল আমাদেরকে বলে, “সমস্ত জগত সেই পাপ আত্মার [শয়তানের] মধ্যে শুয়ে আছে ” এবং শয়তান হলো এই জগতের খনস্থায়ী ‘অধিপতি’ [যোহন ১২:৩১; ১৪:৩০; ১৬:১১;] শয়তান এটা জানে যে তার ‘রাজ্যত্ব কাল সংক্ষিপ্ত’[প্রকাশিত বাক্য ১২:১২;]। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যেখানে তার ১২ শিষ্যদের বলেছিলেন “অগ্নি নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছি” কথা গুলো সমাপ্ত করে তিনি জনগেনর কাছে বললেন ,“কপটীরা তোমরা পৃথিবীর ও আকাশের ভাব বুঝিতে পার, কিন্তু এ সময় বুঝিতে পার না, এ কেমন?” [লূক১২:৫৬;] সেই জন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তার বানী প্রচারের আরাম্ভে বলেছিলেন “কাল [সময়] সম্পূর্ন হইল , ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল ; তোমরা মন ফিরাও , ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর”[মার্ক১:১৪-১৫;]

দিক্ষা গুরু যোহন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন , "আমি তোমাদিগকে জলে বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান; আমি তাঁহার পাদুকা বহিবার যোগ্য নহি; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মায় ও অগ্নিতে বাপ্তাইজ করিবেন। তাঁহার কুলা তাঁহার হস্তে আছে, আর তিনি আপন খামার সুপরিস্কার করিবেন, এবং আপন গোম গোলায় সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু তুষ [পাপ] অনির্বান অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবেন।[মথি ৩:১২;]। অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই জগতের পাপি লোকেদের পাপ সকল ধ্বংস করবেন এবং তার অনুসারিদের অনন্ত জীবন দান করবেন[যোহন ৩:১৬-১৭; যোহন১০:৯;]।

"পরিবার পরিজন হতে বিচ্ছেদ ঘটাইতে আসিয়াছি'

এই কথাটি উল্লেখিত রয়েছে মিখা ৭:৬; "কেননা পুত্র পিতাকে লঘুজ্ঞান করে , কন্যা আপন মাতার,ও পুত্রবধূ আপন শাশুড়ীর বিরুদ্ধে উঠে , আপন আপন পরিবার পরিজনই মনুষ্যদের শত্রু। এটি আমাদের পাপময় জগতের সত্যতা তুলে ধরেছে। সমগ্র পৃথিবীতেই এই ধরনের সমস্যা বিরাজমান রয়েছে যা অস্বীকার কারার কোন পথ নেই। অন্যদিকে প্রভু যীশু খ্রী ষ্ট যে বিভেদের [বিচ্ছেদের] কথা বলেছেন তা তিনি শুধুমাত্র তার ১২ জন শিষ্যকে বলেছিলেন সকলকে নয় [মথি ১১:১;]। তাই এই দাবিটি সকলকের জন্য প্রযোজ্য নয়। আর যুক্তির খাতিরে আমরা যদি মেনেও নেই যে এটা সবার জন্য তাও এতে কোন সমস্যা নেই। তার কারন পৃথিবীতে যত ধর্ম শিক্ষক রয়েছে তাদের থেকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা এই সম্পূর্ন আলাদা, তাই তার শিক্ষা যদি কোন পরজাতির লোক গ্রহন কবরে তখন তার পরিবার তার অত্নীয়স্বজন তার শত্রুতে রুপান্তর হয়ে উঠবে। পরজাতিদের মধ্য হতে যারা খ্রীষ্টকে গ্রহন করেছেন তাদের পরিবার তার অত্নীয়স্বজন তার শত্রুতে রুপান্তর হয়েছে। নবী যিরমিয় বলেছেন, যখন তিনি ইয়াওয়ে এলোহীমকে [সদাপ্রভু ঈশ্বরকে] পূর্ন রূপে বিশ্বাস করেন তখন সবাই তাকে উপহাস করা আরাম্ভ করে, তাকে ঠাট্টা করে এমন কি তিনি বলেছেন ইয়াওয়ে এলোহীমের [সদাপ্রভু ঈশ্বরের] বাক্যের জন্য তাকে সব সময়ে টিটকারি ও বিদ্রু প করা হয় [যিরমিয়২০:৭-৮;]।

প্রভু যীশূ খ্রীষ্টের শিষ্য স্থিফান যিনি ইহুদি ছিলেন তিনি প্রভুর সুমাচার প্রচার করার জন্য তার নিজের জাতের লোকেরাই তাকে পাথর মে রে হত্যা করেছিল [প্রেরিত ৭:৫৬-৬০;]

যারা এই বাক্যের সমালোচনা করেন তাদের মধ্যে একজনও যদি খ্রীষ্টকে গ্রহ ক রে তবে তার পবিরাব শত্রুতে রুপান্তরিত হবে এবং তাকে হত্যা করবে।

মুহাম্মদ বলেছেন,

সুনানে আন-নাসায়ী **৪০৫৯**

ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে দ্বীন (ইসলাম) পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।[151]

সুনানে আন-নাসায়ী **৪০৬১**

ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তাঁর দ্বীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর।[152]

জামে ' আত-তিরমিজি **১৬০৬**

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

[151] http://ihadis.com/books/nasayi/hadis/4059

[152] http://ihadis.com/books/nasayi/hadis/4061

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ইনশাআল্লাহ আমি জীবিত থাকলে ইয়াহূদী -নাসারাদের অবশ্যই আরব উপদ্বীপ হতে বের করে দিব।[153]

তবে আমরা যুবায়ের আহমদের যুক্তি ব্যবহার করে বলতে পারি ‘‘মুহাম্মদ অশান্তি জন্মতে এসেছিলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম নয়’’

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, ‘‘শান্তি আমি তোমাদের কাছে রাখিয়া যাইতেছি, আমারই শান্তি তোমাদিগকে দান করিতেছি; জগত যেরূপ দান করে আমি সেই রূপ করি না [যোহন ১৪:২৭;] প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন তাঁর দেওয়া শান্তি এবং জাগতিক শান্তি এক নয় দুটি আলাদা। আমার যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শান্তি গ্রহন করি তবে আমরা জাগতিক শান্তি হারাব কিন্তু আমরা যদি জাগতিক শান্তি গ্রহন করি তবে আমরা আধ্যাত্মিক শান্তি হারাব। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যখন তার শিষ্যদের বলেছিলেন তিনি এই পৃথিবীতে তিনি শান্তি দিতে আসেন নি খড়গ দিতে এসেছেন [মথি ১০:৩৪-৩৬; এবং লূক ১২:৪৯-৫৩;], এটা ছিল জাগতিক শান্তির কথা আধ্যাতিক শান্তির নয়। আধ্যাত্মিক শান্তি একমাত্র তিনি দিতে পারেন [যোহন১৪:২৭;] আমেন।

[153] http://ihadis.com/books/tirmidi/hadis/1606

১৯। জিজ্ঞাসাঃ যীশুর আসল নাম কি যীশু নাকি ঈসা?

জাবাবঃ মসীহের আসল নাম ঈসা নয় তাঁর নাম “ইয়েশূয়া”[יְשׁוּעָה (yeshuah)] যা পবিত্র বাইবেলে ৭৭বার উল্লেখ করা হয়েছে।[154] আরবীয় খ্রীষ্টানরাও মসীহকে ঈসা বলে ডাকেন না বরং তারা يسوع yasūʿ বলে ডাকেন, তবে ঈসা নামটি যে সত্য নয় এটা আরবের খ্রীষ্টানরাও জানে কিন্তু আরবের মুসলিমরা ঈসা বলে যেহেতু কুরআনে ঈসা লেখা আছে[155]। মুহাম্মদ মূলত একটা ভূল করেছেন মসীহের নাম নিয়ে কারন হিব্রুতে ‘ê·śāw[:עֵשָׂו] নামটি ছিল নবী যাকোবের ভাইয়ের নাম এই ঈ-সো আর এই নামটির সাথে আববী ঈসা নামটি মিলে যায় কিন্তু সমস্যা একটাই থেকে যায় তাদের মধ্যে শতশত বছরের ব্যবধান ছিল কিন্তু মুহাম্মদ তা জানতেন না। যুবায়ের আহমদ যুক্তি দিয়েছেন নাম কখনই পরিবর্তন হয় না! তবে মুহাম্মদের নাম “আহমদ” [156] হলো কি করে? ইমান বুখারি তার হাদিসে উল্লেখ করেছেন মুহাম্মদের নাম “মুতাওয়াক্কিল”[157] ইবনে হীশাম মুহাম্মদের জীবনিতে মুহাম্মদের দুটি নামের উল্লেখ করেছেনঃ ৫২ পৃঃ

এ সমস্ত কথা এ জন্য বললাম, যাতে তোমরা অভিযোগ না করতে পার।[১৯] সুরিয়ানী ভাষায় ‘মুনহামান্না’ অর্থ মুহাম্মাদ। আর রোমান ভাষায় এর প্রতিশব্দ হলো ‘বারাকলিটাস।’

“মুনহামান্না” নাম কি করে হলো? অথবা “বারাকলিটাস” অথবা মুতাওয়াক্কিল হলো কি করে যদি নামের কোন পরিবর্তন না হয়? ইয়েশূয়া নামকে সংক্ষিপ্ত আকারে বলা হয় ইয়েশূ যা বাংলায়া যীশু হয়, কারন হিব্রু ভাষাতে জ/য বর্ন নাই। যেমন হিন্দি ভাষায় ইয়াবরাজ বাংলা ভাষায় যুবরাজ। কিন্তু মুহাম্মদের নাম কি করে মুনহামান্না অথবা বারাকলিটাস হলো? আশা করি যুবায়ের আহমদ এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

[154] https://biblehub.com/hebrew/strongs_3444.htm

[155] Encyclopaedia of the Qur’ān Volume 3 General Editor: Jane Dammen McAuliffe (Georgetown University, Washington DC). Brill Academic, 2003, pp. 8-10

[156] সূরা৬১:৬;

[157] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/2125

২০। জিজ্ঞাসাঃ পবিত্র বাইবেলে কি সমগ্র মানব জাতির জন্য?

জবাবঃ

"নাযিল করেছেন তাওরত ও ইঞ্জিল, এ কিতাবের পূর্বে, মানুষের হেদায়েতের জন্যে এবং অবতীর্ণ করেছেন মীমাংসা। নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশীল, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।"[158]

"তিনি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন যথাযথভাবে, এর পূর্বে যা এসেছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে এবং নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইনজীল। ইতোপূর্বে মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য; আর তিনি সেই মানদন্ড নাযিল করেছেন যা হাক্ক ও বাতিলের পার্থক্য দেখিয়ে দেয়; নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফুরী করে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, দন্ডদাতা।রাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছেন।" -তাইসিরুল[159]

কুরআন নিজেই বলছে তাওরাত ইঞ্জিল মানবজাতির জন্য নাযিল করা হয়েছিল শুধু ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য নয়। সেই যায়গায় যুবায়ের আহমদ কিভাবে বলতে পারেন যে বাইবেল সমগ্র মানবজাতির জন্য নয়?

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর।"[160] এখানে সুসমাচারের জন্য যে গ্রীক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো εὐαγγέλιον (euaggelion) যা পবিত্র বাইবেলে মোট ৭৬ বার উল্লেখ করা হয়েছে।[161] যাকে আরবী ভাষায় ইনজীল [إنجيل,]বলা হয়। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলে গেছেন বাইবেল সমস্ত মানুষের জন্য কারন সুসমাচার পবিত্র বাইবেলের ২য় অংশ।

মানুষের জন্য এই কুরআন। আল্লাহ পাক বলেছেন, "রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়াত।"

-সূরা বাকারা-১৭৫

যুবায়ের আহমদ এখানে ভুল রেফারেন্সও দিয়েছেন তিনি লিখেছেন ২ বাকারা যার অর্থঃ গাভী[162] সেই সূরার ১৭৫ নং আয়াতে নাকি এটা লেখা আছে আপনি পৃথিবীর যে কোন কুরআন মিলিয়ে দেখতে পারেন। বরং সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৮৫; এই কথা লেখা আছেঃ

রমজান মাস! যে মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে মানবের দিশারিরূপে ও হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে'।

আলিফ-লাম-রা; এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। ইহা আমি অবতীর্ন করিয়াছি আরবী ভাষায় কুরআন, যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।"[163] আল্লাহ কিতাব নাযিল করেছেন আরবী ভাষায় এবং তার জন্য তিনি আলিফ-লাম-রা শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন যাতে তোমরা বুঝতে পার। আলিফ-লাম-রা শব্দের অর্থ কোন মুসলিম জানে না, অথচ আল্লাহ বলেছেন যাতে তোমরা বুঝতে পার। আল্লাহ বলেছেন তিনি,

---

[158] সুরা ৩:৪;

[159] https://i-onlinemedia.net/6489

[160] মার্ক১৬:১৫;

[161] https://biblehub.com/greek/strongs_2098.htm

[162] https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%BE_%E0%A6%86%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE

[163] সূরা১২:১-২;

আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন যাতে তোমরা বুঝিতে পার। এখন প্রশ্ন হলো এখানে "তোমরা" বলতে কাদের বলা হয়েছে? নিশ্চই যাদের মাতৃভাষা আরবী! "আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহন করে।[164]

এখন কেউ যদি চাইনিজ ভাষায় একটি বই লিখে একটি ইংরেজকে বলে আমি চাইনিজ ভাষায় বইটি লিখেছি যাতে তুমি বুঝতে পার!!তবে কি সে কিছু বুঝতে পারবে? নিশ্চয়ই সে কিছু বুঝতে পারবেনা। এটা থেকে বোঝা যায় আরবী ভাষায় কুরআন নাযিলের মানে এটা শুধু মাত্র আরবদের জন্য, অন্য কোন জাতির জন্য নয়। "এইভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ন করিয়াছি **আরবী ভাষায়,** যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার **মক্কা ও উহার চতুর্দিকের জনগনকে"**[165] এখানে হযরত মুহাম্মদকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তিনি আরবী ভাষাভাষী লোকেদের সতর্ক করেন মক্কার আশেপাশের কিছু এলাকার ভাষা আরবী ছিল সবার নয়, আর যেহেতু সবার মাতৃভাষা আরবী নয় তাই এই আয়াত সবার জন্য প্রযোজ্য নয়, এটা শুধুমাত্র মক্কার আশেপাশের লোকেদের জন্য প্রযোজ্য। কুরআন এটাও বলে মক্কা এবং তার আশেপাশের লোক বলতে কি বোঝয়াঃ **মদীনাবাসী ও পাশ্ববর্তী পল্লীবাসীদের** উচিত নয় রসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়-তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয়ে নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না।[166] মক্কা এবং তার আশেপাশের লোক বোঝাতে মক্কার আশে পাশের গ্রামকে বোঝান হয়েছে পৃথিবীকে নয়।তাই কুরআনও সমগ্র মানব জাতির জন্য নয়।

জিজ্ঞাসা-২১

খ্রিস্টানভাইদের জিজ্ঞাসা করবো, বলুনতো আপনাদের বাইবেল/তাওরাত ইঞ্জিল কোন ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে?

ঈসা নবী কোন ভাষায় কথা বলতেন? যদি বলেন অরমীয়। তাহলে বাইবেল লেখা হয়েছে কোন ভাষায়? আপনি বলবেন হিব্রু ভাষায়। যেই ভাষায় ঈসা নবী কথা বলতেন ইঞ্জিল প্রচার করতেন, সেই ভাষায় ইঞ্জিল লেখা হলো না, লেখা হলো অন্য ভাষায়; এমটি কেন?

জবাবঃ এখানে তিনি তিনটি প্রশ্ন করেছেন ১। তাওরাত কোন ভাষায় লেখা হয়েছিল? উত্তরঃ হিব্রু ভাষায়। ২।ইঞ্জীল কোন ভাষায় লেখা হয়েছিল? উত্তরঃ গ্রীক ভাষায়। ৩। যীশু কোন ভাষায় কথা বলতেন? উত্তরঃ হিব্রু, অরামীয় এবং গ্রীক।

[তিনি অবতীর্ন কথাটি ব্যবহার করেছেন, ইহুদি- খ্রীষ্টানরা কেউ বিশ্বাস করে না, ঈশ্বর স্বর্গ হতে বই লিখে পাঠিয়েছেন, বরং পবিত্র আত্মার শক্তিতে নবীরা তাঁর গ্রন্থ এই পৃথিবীতে লিখেছেন]

হিব্রুঃ তিনি ইহুদিদের শিক্ষা দিতেন তাই তিনি হিব্রু ভাষায় ইহুদিদের কাছে প্রচার করেছেন নিজের মত প্রকাশ করেছেন।[67]

অরামীয়ঃ অনেক স্কলাররা মনে করেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাতৃভাষা অরামীয় ছিল, তাই তিনি আমরা ধরে নিতে পারি তিনি অরামীয় ভাষাও কথা বলতেন। কারন তিনি শমরীয় নারীর সাথে কথা বলেছিলনে[68] আর শমরীয়রা অরামীয় ভাষায় কথা বলত।

---

[164] সূরা৪৪:৫৮;

[165] সূরা ৬:৯২; সূরা৪২:৭;

[166] সূরা৯:১২০;

[167] লূক ৪:১৪-৩০;

গ্রীকঃ গসপেলে উল্লেখ করা হয়েছে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট গ্রীকদের কাছেও প্রচার করতেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে তিনি গ্রীক ভাষাও পারতেন।[169] কারন ইহুদিরাও জানত প্রভু যীশু খ্রীষ্ট গ্রীকদের কাছেও প্রচার করতেন।[170]

গসপেল লেখা হয়েছে গ্রীক ভাষায়, তার কারন সেই সময়ে গ্রীক ছিল আন্তর্জাতিক ভাষা সেই জন্য গসপেল কে গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছে, আর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট অনেক ভাষায় পারতেন প্রচারও করতেন, তিনি গ্রীক ভাষায়ও অনেকের কাছে প্রচার করেছেন তাই গ্রীক ভাষায় যদি গসপেল লেখা হয় এখানে কোন সমস্যা থাকার কথা নয়।

---

[168] যোহন৪:১-৪২;

[169] যোহন ১২:২০-৩২;

[170] যোহন৭:৩৫;

২২।জিজ্ঞাসাঃ ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন ইঞ্জিল খ্রীষ্টানদের কাছে আছে?

জবাবঃ

মথি লিখিত সুসমাচার লিখিত হয়েছে ৭০ খ্রীঃ-৮০ খ্রীঃ এর মধ্যে[171]

মার্ক লিখিত সুসমাচার লিখিত হয়েছে ৬৬খ্রীঃ-৭৪খ্রীঃ এর মধ্যে[172]

লূক লিখিত সুসমাচার লিখিত হয়েছে ৮০খ্রীঃ-১১০খ্রীঃ এর মধ্যে[173]

যোহন লিখিত সুসমাচার লিখিত হয়েছে ৯০খ্রীঃ-১১০খ্রীঃ এর মধ্যে[174] কিন্তু অনেক স্কালার মনে করেন যোহন লিখিত সুসমাচার৭০ সাল থেকে লেখা শুরু হয়[175] তাই আমাদের কাছে ১১০ খ্রীষ্টাব্দের মথি, মার্ক, লূক এবং যোহনের লেখা সুসমাচার রয়েছে।

Papyrus P98: Y 98 mathfrak {P}} দ্বারা মনোনীত পাপিরাস 98, গ্রীক ভাষায় নিউ টেস্টামেন্টের প্রাথমিক কপি। এটি প্রকাশিত বইয়ের একটি পেপাইরাস পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপিটি প্যালিওগ্রাফিকভাবে বছরগুলি 150-250 অবধি নির্ধারণ করা হয়েছিল।[176]

Papyrus P52: দ্য রাইল্যান্ডস লাইব্রেরি প্যাপিরাস পি 52, যা সেন্ট জন'স ফ্র্যাগমেন্ট নামেও পরিচিত এবং প্যাপিরাস রাইল্যান্ডস গ্রিক 457 এর একটি অ্যাক্সেসন রেফারেন্স সহ, এটি একটি প্যাপিরাস কোডেক্সের একটি টুকরা, যার পরিমাপ মাত্র 3.5 থেকে 2.5 ইঞ্চি, এবং এটি রাইল্যান্ডস প্যাপিরির সাথে সংরক্ষিত জন রাইল্যান্ডস বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে। এটা লেখার হয়েছিল ১০০-১৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।[177]

এছাড়াও **Codex Vaticanus** যা আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত লেখা পান্ডুলীপি যা ৩০০/৩২৫ সালের মধ্যে লেখা হয়েছে। [178] তাই আমাদের কাছে ৩০০ সালের আগের আগের গসপেলের পান্ডুলিপি রয়েছেএবং তার পরেরও গুলোও রয়েছে। অন্যদিকে মুহাম্মদের আমলের কোন পান্ডূলীপি নাই।

---

171 Duling 2010, pp. 298–99. France 2007, p. 19.

172 Leander 2013, p. 167.

173 Perkins 2009, pp. 250–53.

174 Lincoln 2005, p. 18

175 Hendricks 2007, p. 147.

176 https://en.wikipedia.org/wiki/Papyrus_98

177 Roberts(1935), p. 16.

178 https://en.wikipedia.org/wiki/Codex_Vaticanus

২৩।জিজ্ঞাসাঃ বাইবেলের অনুবাদের পাশে কেন আসল হিব্রু গ্রীক ব্যবহার করা হয় নি?

জাবাবঃ পবিত্র বাইবেলের সব অনুবাদে যে হিব্রু গ্রীক ব্যবহার করা হয় নি কথাটি সত্য নয়। এমন অনেক অনুবাদ আছে যেখানে হিব্রু-গ্রীক ভাষা অনুবাদের পাশে ব্যবহার করা হয়েছেঃ

১।The Interlinear Bible: Hebrew-Greek-English (English, Hebrew and Greek Edition),

২।Greek-English Interlinear ESV New Testament

৩।The New Greek-English Interlinear New Testament By Douglas, J D

৪।NIV interlinear Bible

৫।Greek-english New Testament, Nestle-aland With Revised Standard Version English Text (Ancient Greek Edition)

এছাড়াও অনেক অনুবাদ আছে যেখানে শাস্ত্রের মূল ভাষা ব্যবহার ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনের কিছু অনুবাদ আছে যেখানে আবরী শব্দ ব্যবহার করা হয় নিঃ

আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর কুরআন যেটা ইংরেজী কুরআন অনুবাদের মধ্যে বেশি জনপ্রিয়[179]

মুহাম্মদ আসাদের এর ইংরেজী অনুবাদ।[180]

তাই যুবায়ের আহমদ মূলত এসব বিষয়ে কোন ধরনা রাখেন না তা পরিস্কার ভাবে বোঝা যায়।

[179] https://www.holybooks.com/wp-content/uploads/2010/05/english-quran-with-commentariesyusuf-ali.pdf

[180] http://www.muhammad-asad.com/Message-of-Quran.pdf

জিজ্ঞাসা- ২৪

খ্রিস্টানভাইদের জিজ্ঞাসা করবো, বাইবেল, কিতাবুল মুকাদ্দাস, বর্তমান প্রচলিত তাওরাত, ইঞ্জিল এগুলো আল্লাহর কালাম একথা কি প্রমাণ করতে পারবেন? এগুলো আসমানি গ্রন্থ একথা কুরআন ও বাইবেলে কোথাও আছে কি?

জাবাবঃ কুরআন বলে , মুহাম্মদের সময়ে তাওরাত ইঞ্জিল সঠিক ছিল তা বিকৃত হয় নিঃ

“কাফেররা বলে, আমরা কখনও এ কোরআনে বিশ্বাস করব না এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবেও নয়। আপনি যদি পাপিষ্ঠদেরকে দেখতেন, যখন তাদেরকে তাদের পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে, , তখন তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।”[181]

আমি আপনার প্রতি যে কিতাব প্রত্যাদেশ করেছি, তা সত্য-পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন কারী নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সব জানেন, দেখেন।[182]

কিসের সত্যায়ন কারি যদি তা আল্লাহর কালাম না হয়?

“এ কুরআন তো এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ তা রচনা করতে পারবে; বরং এটি যা তার সামনে রয়েছে, তার সত্যায়ন এবং কিতাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, যাতে কোন সন্দেহ নেই, যা সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে।”[183]

তাওরাত ইঞ্জিল সেই সময়ে তাদের সামনে ছিল তবে সেটা আল্লাহর বাণী কেন হবে না?

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার প্রতি ঈমান আন’। তারা বলে, ‘আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি’। আর এর বাইরে যা আছে তারা তা অস্বীকার করে। অথচ তা সত্য, তাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়নকারী। বল, ‘তবে কেন তোমরা আল্লাহর নবীদেরকে পূর্বে হত্যা করতে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক’?[184]

এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর তাওরাত এবং ইঞ্জিল নাযিল করেছেন এবং সেটা আল্লাহর বানী।

সুতরাং আমি তোমার নিকট যা নাযিল করেছি, তা নিয়ে তুমি যদি সন্দেহে থাক, তাহলে যারা তোমার পূর্ব থেকেই কিতাব পাঠ করছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর। অবশ্যই তোমার নিকট তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য এসেছে। সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না সূরা ১০:৯৪;

---

181 সূরা ৩৪:৩১

182 সূরা৩৫:৩১;

183 সূরা১০:৩৭;

184 সূরা২:৯১;

মুহাম্মদকে আল্লাহ বলেছেন তিনি যদি কিতাব সম্পর্কে কিছু নাম বোঝেন তবে ইহুদি খ্রীষ্টানদের কাছে যেতে যদি তা আল্লাহর বানী না হয় তবে মুহাম্মদকে আল্লাহ কেন এই কথা বলবেন? সীরাতে ইবনে হীশামে [185] উল্লেখ করা হয়েছে মুহাম্মদের সময়ে খ্রীষ্টানদের কাছে সঠিক কিতাব ছিল যা বিকৃত হয় নিঃ

আবু তালিব তাঁকে সাথে নিয়ে সফরে বেরুলেন। কাফিলা বুসরা এলাকায় পৌছলে যাত্রাবিরতি করলো। সেখানে ছিলেন বাহীরা নামে এক খৃস্টান পাদ্রী। এক গীর্জায় তিনি

সীরাতে ইবনে হিশাম ৪৩

থাকতেন। ঈসায়ী ধর্ম সম্পর্কে তিনি ছিলেন খুবই পারদর্শী। দীর্ঘকাল ব্যাপী ঐ গীর্জায় একখানা আসমানী কিতাব রক্ষিত ছিলো। পুরুষানুক্রমে ঐ জ্ঞানের উত্তরাধিকার চলে আসছিলো। বাহীরার কাছ দিয়ে ইতিপূর্বে তারা প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন। কিন্তু তিনি কারো সামনে বেরুতেন না বা কারো সাথে কথাবার্তা বলতেন না। কিন্তু এই বছর যখন কুরাইশদের কাফিলা আবু তালিব ও বালক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ ঐ স্থানে বাহীরার গীর্জার পাশে যাত্রাবিরতি করলো তখন বাহীরা তাদের জন্য প্রচুর খাদ্যের ব্যবস্থা করলেন।

আর পবিত্র বাইবেলে ত সুস্পষ্ট ভাবে লেখাই আছে তার প্রত্যেকটি বাক্যই ঈশ্বরের দ্বারা এসেছে

ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জিভূত হয়।- ২তীমথিয়৩:১৬-১৭;

[185] সীরাতে ইবনে হীশামে ৪৩-৪৪

২৫।জিজ্ঞাসাঃ আল্লাহর কালাম কি পরিবর্তিত হতে পারে? যেটা পরিবর্তিত হয় সেটা আল্লাহর কালাম হয় কি করে?

জবাবঃ আল্লাহর কালাম কি পরিবর্তিত হতে পারে কি না এটা নিয়ে কুরআনে পরস্পবিরোধী কথা লেখা আছে

“আর তোমার রবের বাণী সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে পরিপূর্ণ হয়েছে। তাঁর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই। আর তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।”[186]

“আমি যে আয়াত রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই, তার চেয়ে উত্তম কিংবা তার মত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।”[187]

এখন প্রথমে যুবায়ের আহমদকে এই পরস্পবিরোধী কথার বিষয়ে চিন্তা করতে হবে? কারন তার প্রশ্নের দ্বারা কুরআন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গিয়েছে!!! তিনি বলেছেন যেটা পরিবর্তিত হয় সেটা আল্লাহর কালাম হতে পারে না? অথচ কুরআন বলে,

“আর যখন আমি একটি আয়াতের স্থানে পরিবর্তন করে আরেকটি আয়াত দেই- আল্লাহ ভাল জানেন সে সম্পর্কে, যা তিনি নাযিল করেন- তখন তারা বলে, তুমি তো কেবল মিথ্যা রটনাকারী; রবং তাদের অধিকাংশই জানে না।”[188]

তার যুক্তি অনুসারে কুরআন আল্লাহর বাণী নয়। অন্যদিকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, “কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সেই পর্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।”[189]

“আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না।”[190]

কুরআন অনুসারে আল্লাহ নিজেই এক জায়গায় বলেছেন তার বানী চেঞ্জ হবে না আবার আরেক জায়গায় তিনি নিজেই বলছেন তিনি তার বানী চেঞ্জ করেন অন্যদিকে প্রভু যীশু বলেছেন তার বানীর কোন পরিবর্তন হবে না।

যুবায়ের আহমদ এই প্রশ্নে দুটি প্রামান দিয়েছেন সেই দুটি আমি খন্ডণ করছিঃ

১। প্রমানঃ কেরী বাইবেল অনেকবার সংশোধিত হয়েছে! আল্লাহর কালামের কি সংশোধনের প্রয়োজন হয়?

জাবাবঃ কেরী বাইবেল কোন পাণ্ডুলীপি নয় এটা পবিত্র বাইবেলের বাংলা অনুবাদ, মানুষের ভাষা নদীর শ্রোতের মতন যা পাল্টাতে থাকে তাই অনুবাদকরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের অনুবাদ করেন, কিন্তু তারা কেউ মূল অর্থ পরিবর্তন করেন না শুধু মাত্র ভাষার কিছু পরিবর্তন করেন মানুষের বোঝার জন্য যুবায়ের আহমদের যুক্তি অনুসারে কুরআনও আল্লাহর বানী নয় কারন কুরআনও অনেক বার সংশোধিত হয়েছে!

---

[186] সূরা ৬:১১৫

[187] সূরা২:১০৬;

[188] সূরা১৬:১০১;

[189] মথি৫:১৮;

[190] মথি২৪:৩৫;

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

আল-কুরআনুল করীম

ইফাবা প্রকাশনা : ২/৩৫
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৫
ISBN : 984-06-0345-x

প্রথম প্রকাশ
শাওয়াল ১৩৮৭
মাঘ ১৩৭৪
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

ছত্রিশতম মুদ্রণ
যিলকদ ১৪২৮
অগ্রহায়ণ ১৪১৪
ডিসেম্বর ২০০৭

তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদকমণ্ডলী

ডক্টর সিরাজুল হক
ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ
জনাব আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী
ডক্টর এ.কে.এম. আইউব আলী
ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
ডক্টর এম. শমশের আলী
জনাব দাউদ-উজ-জামান চৌধুরী
জনাব আহমদ হুসাইন
জনাব মাওলানা আতাউর রহমান খান
জনাব মাওলানা ওবায়দুল হক
জনাব আ.ত.ম. মুছলেহ্ উদ্দীন
জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান
জনাব মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
জনাব মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ
জনাব এ.এফ.এম. আবদুর রহমান
অধ্যাপক শাহেদ আলী
মুফতী মুহাম্মদ নূরুদ্দীন
অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন

এখন আমিও বলি কুরআন আল্লাহর বানী নয় কারন এটি অনেক বার সংশোধিত হয়েছে! যুবায়ের আহমদ এই ধরনের যুক্তি কেন যে ব্যবহার করেন জানি না!!! যে যুক্তিতে তিনি নিজেই ধরা পড়ে যান৷

২। প্রমান পিতার থেকে পুত্র ২ বছরের বড়! ২বংশাবলী২১:২০; এবং ২বংশাবলী২২:২;

জাবাবঃ

২বংশাবলী২১:২০;

তিনি বত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে আট বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তিনি চলিয়া গেলেন, কেহ শোক করিল না। আর লোকেরা দায়ূদ-নগরে তাঁহাকে কবর দিল, কিন্তু রাজাদের কবরস্থানে দিল না।

২বংশাবলী২২:২;

অহসিয় বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন; এবং যিরূশালেমে এক বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম অথলিয়া, ইনি অম্রির পৌত্রী।

যিহোরাম ৩২ বছর রাজত্ব করেন এবং ৮ বছর যিরূশালেমে রাজত্ব করেন তাহলে তার মোট বয়স হচ্ছেঃ৪০।

কিন্তু আমরা যখন ২বংশাবলী২২:২; ভার্স দেখি সেখানে আমরা দেখি যিহোরাম এর ছেলে অহসিয় ৪২ বছর বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন। সাধারন দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অনেক বড় ভূল মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এটা ভূল নয় কারন২রাজাবলি ৮:২৬; লেখা আছে,

অহসিয় বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে এক বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মাতার নাম অথলিয়া, তিনি ইস্রায়েল-রাজ অম্রির পৌত্রী।

অর্থাৎ অহসিয় ২২ বছরে রাজত্ব করেন কিন্তু যখন ২বংশাবলী২২:২; ভার্স লেখা আছে তিনি ৪২ বছরে রাজত্ব করেন। কোনটা ঠিক? পবিত্র বাইবেলে এই বিষয়ে একটি গ্রহনযোগ্য ব্যাখ্যা রয়েছে, ইস্রায়েলীয়দের ইতিহাসে একজন রাজাকে দুই বার অভিষেক করার পদ্ধতি চালু ছিল ১বংশাবলি২৯:২২; লেখা আছে,

এবং সেই দিন মহানন্দে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ভোজন পান করিল। আর তাহারা দায়ূদের পুত্র শলোমনকে দ্বিতীয় বার রাজা করিল, এবং তাঁহাকে নায়ক ও সাদোককে যাজক করিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে অভিষেক করিল।

অর্থাৎ দায়ূদের পুত্র শলোমনকে দ্বিতীয় বার রাজা করা হয়েছিল। তাই আমরা সহজেই বলতে পারি অহসিয় ২২ বছরে প্রথমবার রাজা হয়েছিলেন এবং ৪২ বছর বয়সে দ্বিতীয় বার রাজা হয়েছিলনে।তাই এখানে কোন বৈপরীত্ব নাই।

২৬।জিজ্ঞাসাঃ প্রচলিত তাওরাত ইঞ্জিল কি আল্লাহর কালাম? প্রচলিত তাওরাত ইঞ্জিল মানুষের লেখা বিকৃত গ্রন্থ। ১প্রমানঃ এক সূরা২:৭৮;। ২প্রমানঃসূরা৫:৪১;

জাবাবঃ তাওরাত ইঞ্জিল যে আল্লাহর কালাম তা কুরআনেই লেখা আছে,

"নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করেছি, তাতে ছিল হিদায়াত ও আলো, এর মাধ্যমে ইয়াহূদীদের জন্য ফয়সালা প্রদান করত অনুগত নবীগণ এবং রববানী ও ধর্মবিদগণ। কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর উপর সাক্ষী। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে সামান্য মূল্য ক্রয় করো না। আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।"[191]

আর আমি তাদের পেছনে মারইয়াম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্মুখে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারীরূপে এবং তাকে দিয়েছিলাম ইনজীল, এতে রয়েছে হিদায়াত ও আলো এবং (তা ছিল) তার সম্মুখে অবশিষ্ট তাওরাতের সত্যায়নকারী, হিদায়াত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ। আল-বায়ান [192]

আল-বয়ান এই আয়াতের সঠিক অনুবাদ করেছেন যদিও অনেকে সেখানে অতীত কাল ব্যবহার করেন [ছিল] কিন্তু মূল আরবী অনুসারে সেখানে "ছিল" কথাটি নাই তার জন্য অনেকে ব্রেকেট ব্যবহার করে। যদি দেখেন অনুবাদকরা ব্রেকেট ব্যবহার করেছেন তখন বুঝে নেবেন সেটা মূল ভাষায় নাই সেটা অনুবাদকের নিজের মন্তব্য। আসুন এবারে যুবায়ের আহমদের দুটি প্রমান খন্ডণ করি। কুরআন বলে, "আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।"[193] এখন কোন মুসলিম যদি দাবি করে তাওরাত ইঞ্জিল বিকৃত হয়েছে সেটা মূলত তাদের নিজেদের কিতাবের সমস্যা। কারন এক জায়গায় বলে আল্লাহর কালাম কেউ চেঞ্জ করতে পারবেনা আবার মুসলিম দাঈরা বলছে আল্লাহর কালাম চেঞ্জ হয়েছে যা পরস্পর বিরোধী শিক্ষা। আল্লাহ যদি বলেন, কালাম কেউ চেঞ্জ করতে পারবেনা আর ইহুদি-খ্রীষ্টানরা যদি কালাম কেউ চেঞ্জ করে দেয় তবে আল্লাহ তাদের শক্তির কাছে পরাজিত।

কারন কুরআনের কিছু আয়াত কুরাআন হতে অদৃশ্য হয়ে গেছে আল্লাহ রক্ষা করতে পারন নাই। **সুনানে ইবনে মাজাহ১৯৪৪;** আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রজম সম্পর্কিত আয়াত এবং বয়স্ক লোকেরও দশ ঢোক দুধপান সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়েছিল, যা একটি সহীফায় (লিখিত) আমার খাটের নিচে সংরক্ষিত ছিল। যখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তিকাল করেন এবং আমরা তাঁর ইন্তিকালে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম, তখন একটি ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলে।[194]

যুবায়ের আহমদ কুরআন থেকে "রজম সম্পর্কিত আয়াত এবং বয়স্ক লোকেদের দশ ঢোক দুধপান সম্পর্কিত আয়াত" বের করে দেখান তবে আমি বিশ্বাস করব কুরআন আল্লাহর কালাম আর যদি না পারেন তবে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে কুরআন আল্লাহর কালাম নয়।

কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবের বিকৃত বোঝতে কি বুঝিয়েছে?

আব্দুলা ইবনে আব্বাস বলেছেন,

---

[191] সূরা ৫:৪৪;

[192] সূরা ৫:৪৬; https://hadithbd.com/quran/link/?id=715

[193] সূরা ৬:১১৪;

[194] http://ihadis.com/books/ibn-majah/hadis/1944

বিকৃত বলতে মূলত অর্থের পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তির ক্ষমতা নাই আল্লাহর কিতাব পরিবর্তন করা, ইহুদি-খ্রীষ্টানেরা শুধু আল্লাহর লিখিত কালামের ভুল ব্যাখ্যা দিত কিন্তু আল্লাহর কালাম কেউ পরিবর্তিত করতে পারবে নাঃ

"They corrupt the word" means "they alter or change its meaning", yet no one is able to change even a single word from any Book of God. The meaning is that they interpret the word wrongly.195

The word "Tahrif" [corruption] signifies to change a thing from its original nature; and there is no man who could corrupt a single word of what proceeds from God, so that the Jews and Christians could corrupt only by misrepresenting the meanings of the word of God.[196]

ইমাম আল রাজি বলেছেন, আল্লাহর কালাম কেউ পরিবর্তিত করতে পারবে নাঃ

How could there be any alteration in the Book whose words' sharpness has reached a great level of circulation in the East and in the West? … For no change can occur in a book that is well circulated among men. Every wise man can see that the alteration of the Bible was impossible for it was well circulated among men of different faith and backgrounds.[197]

আল তাবারি বলেছেন তাওরাত যা পৃথিবীতে আল্লাহর কিতাব রুপে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল যা ইহুদি এবং খ্রীষ্টানদের হাতে রয়েছে এবং ইঞ্জিল খ্রীষ্টানদের হাতে রয়েছে যা যীশু খ্রীষ্টের জন্মের এবং তার জীবনের বৃহত্তম অংশঃ

the first one which came into existence, is the Torah, which is in the hands of the People of the Book...As to the Gospel which is in the hands of the Christians, the greater part of it is the history of the Christ, His birth and His life.[198]

সৈয়দ আহমেদ খান বলেছে,

বাইবেলের এটি পরিবর্তন করা হয়নি। একটি বিচ্ছিন্ন পাঠ্যকে প্রামাণিক হিসেবে উপস্থাপন করার কোনো চেষ্টা করা হয়নি

As far as the text of the Bible is concerned, it has not been altered. No attempt was made to present a diverging text as the authentic one[199]

ইবনে মুনিয়া বলেছেন, তাওরাত এবং ইঞ্জিলের কোনপরিবর্তন করা হয়নি এট বেহেস্ত হতে যেভাবে পাঠানো হয়েছিল ঠিক তেমনি রয়েছেঃ

Ibn Mazar and Ibn Hatim state, in the commentary known as the Tafsir Durr-I-Mansur, that they have it on the authority of Ibn Muniyah, that the Taurat (i.e. the books of Moses), and the Injil (i.e. the Gospels), are in the same state of purity in which they were sent down from heaven, and that no alterations had been made in them, but that

---

195 Kitaab (the book of) Al-Tawheed, Baab(chapter) Qawlu Allah Ta'ala, Bal Huwa Qur'aanun Majeed, fi lawhin Mahfooth

196 Imam Muhammad Isma'il al-Bukhari in Dictionary of Islam, T. P. Hughes, Kazi Publications, Inc, 3023-27 West Belmont

197 .327 of his Third Volume

198 Tabari, The Book of Religion and Empire, p.51

199 M. H. Ananikian, "The Reforms and Religious Ideas of Sir Sayyid Ahmad Khan", The Moslem World 14 (1934) p.61

the Jews were wont to deceive the people by unsound arguments, and by wresting the sense of Scripture ··· Shah Waliyu 'Illah (in his commentary, the Fauzul âl-Kabir), and also Ibn 'Abbas, support the same view.[200]

এছাড়াও অনেক প্রাচীন তাফসীরকারি রয়ছেন যারা বলেছেন,তাওরাত এবং ইঞ্জিলের কোন পরিবর্তন করা হয়নি এটি পূর্বের মতন রয়েছে। এখন আপনি কার কথায় বিশ্বাস করবেন বর্তমান মুসলিম দাঈদের নাকি প্রচীন তাফসিরকারীদের?

২৬ নং প্রশ্নে যুবায়ের আহমদ পবিত্র বাইবেলে থেকে কিছু বৈপরীত্য দেখানোর চেষ্টা করেছেন, যদিও এই প্রশ্নটি একই প্রশ্নটি তিনি আগেও করেছেন ২৫ নং জিগাসার ২ নং প্রমান এর করেছেন যা আমি পূর্বেই দিয়ে দিছি। তাই একই প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয়বার দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করছি না।

200 T. P. Hughes, Dictionary of Islam, Kazi Publications, Inc, 3023-27 West Belmont Avenue, Chicago Il. 60618, 1994, p.62

২৭।জিগাসাঃ ১।তাওরাত ইঞ্জিল মানুষের পাঠ্য গ্রন্থ ছিল না?

এটা ভূল কথা কারন যুবায়ের আহমদ কাথলিদের পোপদের সময়ের কথা বলেছেন! তাওরাত কি কাথলিক পোপদের সময়ে লেখ হয়েছিল? মোশি [মূসা] নবী কি কাথলিক পোপদের আমলে জন্মগ্রহন করেছিলেন? নিশ্চই না!!! মোশি [মূসা] নবীর কিতাব অনুসারে কোন জাতি চলছে? ইহুদিরা কি খ্রীষ্ট ধর্মের পরে এসেছে? না!!! ইহুদিদের কি সাধারন মানুষ তোরাহ [তাওরাত] পড়তে পার না? ভুল!!! তারা সবাই এটা পড়ত এবং এখনো পড়ে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার [ইঞ্জীল]তার অনুসারিরা সারা বিশ্বে প্রচার করেছিলেন যার কারনে সারা পৃথিবীতে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুসারিদের জন্ম হয়। কাথলিক পোপরা অনেক পরে এই কাজ করেছিল, কিন্তু বেশিদিন পারে নাই, ১৫২২ স্যার মার্টিন লুথার জার্মান ভাষায় পবিত্র বাইবেলে অনুবাদ করেন এবং বিশের লোকেদের কাছে তা পুনরায় ছড়িয়ে দেন। কুরআন সমস্ত মানুষের পাঠ্য বই হিসাবে এখনো নাই, কারন যুবায়ের আহমদের মতন পন্ডিতরা বলেন আরবী না জানলে অনুবাদ কুরআন পড়ে লাভ নাই, তার জন্য সধারন মানুষ যারা আরবি ভাষা পারেনা তাদের কাছে কুরআন এই যুগেও অচেনা,তারা মুখস্ত বললেও তারা অর্থ জানে না।

২। তাওরাত ইহুদিরা বিকৃত করেছিল যিরমিয়৮:৮;

জাবাবঃ "তোমরা কেমন করিয়া বলিতে পার, আমরা জ্ঞানী, এবং আমাদের কাছে সদাপ্রভুর ব্যবস্থা আছে? দেখ, অধ্যাপকদের মিথ্যা-লেখনী তাহা মিথ্যা করিয়া ফেলিয়াছে। "[201]

এখানে লেখা হয়নি যে নবী মোশীর তোরাহ [তাওরাত] ইহুদিরা বিকৃত করেছিল বরং এখানে লেখা আছে ইহুদি অধ্যপকেরা তাদের মিথ্যা লেখনি ব্যবহার করেছিল এবং তাদের মিথ্যা লেখনির দ্বারা তারা ঈশ্বরের বাক্যেকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দিয়েছিল একই কথা প্রভু যীশু খ্রীষ্টও ইহুদিদের বলেছিলেন, "তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা ত্যাগ করিয়া মনুষ্যদের পরম্পরাগত বিধি ধরিয়া রহিয়াছ। তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, তোমাদের পরম্পরাগত বিধি পালনের নিমিত্ত তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা বিলক্ষণ অমান্য করিতেছ। "[202] এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন তারা ঈশ্বরের বাক্য বিকৃত করে নি বরং তারা নিজেস্ব ব্যাখ্যা এবং নিজেস্ব লেখনির দ্বারা এই কাজ করেছিল , কেননা মোশি বলিয়াছেন, ''তুমি আপন পিতাকে ও আপন মাতাকে সমাদর কর," আর ''যে কেহ পিতার কি মাতার নিন্দা করে, তাহার প্রাণদণ্ড হউক।" কিন্তু তোমরা বলিয়া থাক, মনুষ্য যদি পিতাকে কিম্বা মাতাকে বলে, 'আমা হইতে যাহা দিয়া তোমার উপকার হইতে পারিত, তাহা কর্বান্, অর্থাৎ ঈশ্বরকে দত্ত হইয়াছে,' তোমরা তাহাকে পিতার কি মাতার জন্য আর কিছুই করিতে দেও না। এইরূপে তোমাদের সমর্পিত পরম্পরাগত বিধি দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের বাক্য নিষ্ফল করিতেছ; আর এই প্রকার অনেক ক্রিয়া করিয়া থাক।[203]

ইহুদিরা ঈশ্বরের গ্রন্থের পাশাপাশি নিজেরাও কিছু গ্রন্থ লিখেছিল যেমনঃ তালমূদ। তারা নিজেদের লেখা অনুসারে চলতে পছন্দ করত তাই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিরমিয় নবীর মতন একই কথা বলেছেন। নবী যিরমিয় সেই কথায় বুঝিয়েছেন ঈশ্বর তাকে বলেছেন, 'তুমি তাহাদিগকে বলিবে, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা যদি আমার কথা না শুন; আমি তোমাদের সম্মুখে যে ব্যবস্থা দিয়াছি, সেই পথে না চল; আমিই তোমাদের

[201] যিরমিয়৮:৮;

[202] মার্ক৭:৮-৯;

[203] মার্ক৭:১০-১৩;

কাছে যাহাদিগকে পাঠাইয়া আসিতেছি, কিন্তু প্রত্যুষে উঠিয়া পাঠাইলেও যাহাদের কথা তোমরা শুন নাই, আমার দাস সেই ভাববাদীদের বাক্য না শুন;"[204]

যদি সেই সময়ে তোরাহ্[তাওরাত] বিকৃত হতো তবে ঈশ্বর কেন নবী যিরমিয়ের দ্বারা মানুষদের বলেছেন তোমরা আমার ব্যবস্থা [তোরাহ্] অনুসারে চল? এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যিরমিয় ৮:৮; ভার্সে তোরাহ বিকৃত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয় নি এবং ইহুদি অধ্যাপকদের নিজেদের হাতে রচিত সেই সব লেখার কথা বলা হয়েছে।

নবী দানিয়েল নবী যিরমিয়ের এই কথাটি উল্লেখ করেছেন,

"তাঁহার প্রথম বৎসরে, তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসরে, আমি দানিয়েল গ্রন্থাবলি দ্বারা বৎসরের সংখ্যা বুঝিলাম, অর্থাৎ যিরূশালেমের উৎসন্ন-দশা সমাপনে সত্তর বৎসর লাগিবে, সদাপ্রভুর এই যে বাক্য যিরমিয় ভাববাদীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিলাম।"[205] নবী দানিয়েলের কাছে মূল তোরাহ ছিল এবং তিনি জানতে পেরেছিলেন নবী যিরমিয় কথা এবং নবী যিরমিয় কি লিখেছেন তাও তিনি বুঝেছিলেন। নবী দানিয়েল সেই সময়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঈশ্বর তার শাস্ত্র রক্ষা করেছেন, এবং তার বিধান অনুসারে ধর্মিকরা চলছে কিন্তু কিছু লোক তার পথ থেকে দূরে সরে গেছে," আর আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিলাম, ও পাপ স্বীকার করিয়া কহিলাম হে প্রভু, তুমিই সেই মহান ও ভক্তিপূর্ণ ভয় জাগান ঈশ্বর, যিনি তাহাদের সহিত নিয়ম ও দয়া রক্ষা করেন, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করে। আমরা পাপ ও অপরাধ করিয়াছি, দুষ্টামি করিয়াছি ও বিদ্রোহী হইয়াছি, তোমার বিধি ও শাসনপথ ত্যাগ করিয়াছি';[206]

এছাড়াও তিনি বলেছেন কিভাবে ইস্রয়েলীয়রা তার ব্যবস্থা অমান্য করেছিল,

"হাঁ, সমস্ত ইস্রায়েল তোমার ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়াছে, তোমার বাক্যে অবধান করিবার অনিচ্ছায় বিপথগামী হইয়াছে, সেই জন্য ঈশ্বরের দাস মোশির ব্যবস্থায় লিখিত অভিশাপ ও শপথ আমাদের উপরে বর্ষিত হইয়াছে, কারণ আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি।"[207]

কিন্তু তিনি বলেন নাই তোরাহ পরিবর্তন হয়েছে, "মোশির ব্যবস্থায় যেরূপ লিখিত আছে, তদনুসারে এই সমস্ত অমঙ্গল আমাদের উপরে আসিয়াছে, তথাপি আমরা আপন আপন অপরাধ হইতে ফিরিবার জন্য, ও তোমার সত্য সম্বন্ধে বুদ্ধি লাভ করিবার জন্য, আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করি নাই।"[208]

---

204 যিরমিয়২৬:৪-৫;

205 দানিয়েল ৯:২;

206 দানিয়েল ৯:৪-৫

207 দানিয়েল ৯:১১;

208 দানিয়েল ৯:১৩;

নবী দানিয়েল বলেছেন, “তোরাহতে[মোশীর ব্যবস্থায়] যেরূপ লেখা আছে” তাই সেটা বিকৃত হলে তার রেফারেন্স তিনি দিতেন না, কারন তার কাছেও তোরাহ ছিল যার থেকে তিনি উদৃতি করেছেন। এছাড়াও নবী ইষ্রা তোরাহ পাঠ করছেন এবং তার অর্থ অন্যদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন,

“তাহাতে সপ্তম মাসের প্রথম দিনে ইষ্রা যাজক সমাজের সম্মুখে, স্ত্রী-পুরুষ এবং যাহারা শুনিয়া বুঝিতে পারে, তাহাদের সম্মুখে সেই ব্যবস্থা-পুস্তক আনিলেন।[209] পরে ইষ্রা মহান ঈশ্বর সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিলেন। আর সমস্ত লোক হাত তুলিয়া উত্তর করিল, আমেন, আমেন, এবং মস্তক নমনপূর্বক ভূমিতে মুখ দিয়া সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিল। আর যেশূয়, বানি, শেরেবিয়, যামীন, অক্কূব, শব্বথয়, হোদিয়, মাসেয়, কলীট, অসরীয়, যোষাবদ, হানন, পলায় ও লেবীয়েরা লোকদিগকে ব্যবস্থা-পুস্তকের অর্থ বুঝাইয়া দিল; আর লোকেরা স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। এইরূপে তাহারা স্পষ্ট উচ্চারণপূর্বক সেই পুস্তক, ঈশ্বরের ব্যবস্থা, পাঠ করিল, এবং তাহার অর্থ করিয়া লোকদিগকে পাঠ বুঝাইয়া দিল।[210]

আমরা জানি যে তোরাহ বিকৃত হয়নি বিকৃত হয়েছিল মূলত সেই সময়ের ইহুদি অধ্যাপকদের লেখা গুলো সেই জন্য ঈশ্বর নবী যিরমিয়ের কাছে তার বাক্য দিলেন এবং যিরমিয় সেই সব কিছু শুনে সঠিক ভাবে লিখলেন এবং সেটা ঈশ্বরের গৃহে পুনরায় প্রবেশ করালেনঃ

“পরে যিরমিয় নেরিয়ের পুত্র বারূককে ডাকিলেন; এবং বারূক যিরমিয়ের প্রতি কথিত সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য তাঁহার মুখে শুনিয়া এক জড়ান পুস্তকে লিখিলেন। পরে যিরমিয় বারূককে আজ্ঞা করিলেন, বলিলেন, আমি রুদ্ধ আছি, সদাপ্রভুর গৃহে যাইতে পারি না। অতএব তুমি যাও, এবং আমার মুখে শুনিয়া যাহা যাহা এই পুস্তকে লিখিয়াছ, সদাপ্রভুর সেই সকল বাক্য উপবাস-দিনে সদাপ্রভুর গৃহে লোকদের কর্ণগোচরে পাঠ কর, আর তুমি আপন আপন নগর হইতে আগত সমস্ত যিহূদার সাক্ষাতেও পাঠ করিবে। হয় ত, সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহারা বিনতি উপস্থিত করিবে এবং প্রত্যেক জন আপন আপন কুপথ হইতে ফিরিবে, কেননা সদাপ্রভু এই জাতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্রোধের ও রোষের কথা বলিয়াছেন। পরে নেরিয়ের পুত্র বারূক যিরমিয় ভাববাদীর আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য করিলেন, ঐ পুস্তকে লিখিত সদাপ্রভুর বাক্য সদাপ্রভুর গৃহে পাঠ করিলেন। ”[211]

এমন কি কুরআনেও বলা হয়েছে কুরআনকে খণ্ড খণ্ড করে কিছু মানুষে বিকৃত করেছেঃ

যেমন আমি নাযিল করেছি যারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত তাদের উপর। যারা কোরআনকে খন্ড খন্ড করেছে। অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব।[212]

এই আয়তের ব্যাখ্যায় তারা বলে এখানে ইহুদি খ্রীষ্টানদের কথা বলা হয়েছে [যদিও মূল আরবীতে তা লেখা নাই] কারন এখানে বিভক্তের জন্য যে আরবি শব্দের ব্যবহার হয়েছে তার দ্বারাই বোঝা যায় এটা ইহুদি খ্রীষ্টানদের কথা বলে নি

[209] নহিমিয় ৮:২;

[210] নহিমিয় ৮:৬-৮;

[211] যিরমিয়৩৪:৪-৮;

[212] সূরা১৫:৯০-৯২;

১) عضين শব্দের অর্থ করা হয়েছে যার অর্থঃ জাদু, গল্প। [বাগভী] এ অর্থের সমর্থনে সীরাত গ্রন্থে এসেছে যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ কুরাইশের এক সমাবেশে হাজির হয়ে বললঃ হজ্জের মওসুম শুরু হয়ে গেছে। চতুর্দিক থেকে মানুষ এখন তোমাদের কাছে আসবে। এদিকে তোমাদের সাথী (মুহাম্মদ) সম্পর্কে তারা জেনে গেছে। তাই তোমরা তার ব্যাপারে একজোট হয়ে একটি মত পোষণ কর। তারা বললঃ তুমিই বল। সে বললঃ তোমরাই বল। তখন তারা বললঃ আমরা বলব সে গণক। তখন সে বললঃ সে গণক নয়।- *তাফসীরে জাকারিয়া*[213] আরবী عضين শব্দের অর্থ যদি "জাদু" হয়!! তবে কুরআনের আয়াত নিয়ে কারা জাদু করে? ইহুদি- খ্রীষ্টানরা? নাকি মুসলিমরা!!!

তারা ৯১ নং আয়াতকে সেই ভাবে ব্যাখ্যা করবেন না যেভাবে তা লেখা আছে [যারা কোরআনকে খন্ড খন্ড করেছে] তখন তারা বলবেন এর অর্থ এটা নয়। তখন তারা অন্য আয়াতের সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করবেন।

213 https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=1893

৩। যীশুর শিষ্যরা বিশ্বাস করত তাদের সময়ে কিয়ামত হবে।–প্রকাশিত বাক্য ২০:১০-১১;

জাবাবঃ পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, “আর তিনি আমাকে কহিলেন, <u>তুমি এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল মুদ্রাঙ্কিত করিও না;</u> কেননা সময় সন্নিকট। যে অধর্মচারী, সে ইহার পরেও অধর্মাচরণ করুক; এবং যে কলুষিত, সে ইহার পরেও কলুষিত হউক; এবং যে ধার্মিক, সে ইহার পরেও ধর্মাচরণ করুক; এবং যে পবিত্র, সে ইহার পরেও পবিত্রীকৃত হউক।”[214]

আর বিশিষ্ট বাইবেল পন্ডিত যুবায়ের আহমদের লিখেছেন,

> বলেছিলেন যে, তারা জীবিত থাকতেই কেয়ামত হবে। যীশুর শিষ্যগণ এ কথায় বিশ্বাস করতেন ও ভবিষ্যদ্বাণী করতেন যে, তারা জীবিত থাকতেই কেয়ামত এসে যাবে। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইঞ্জিলে আল্লাহ্‌র কালাম লিখতে নিষেধ করা হয়েছে: “আর তিনি আমাকে কহিলেন , তুমি এ গ্রন্থের ভাব বাণীর বচন সকল মুদ্রাঙ্কিত করিয় না (লিখিয় না); কেননা সময় সন্নিকট। যে অধর্মচারী, সে ইহার পরও অধর্মাচরণ করুক এবং যে কলুষিত সে উহার পরেও কলুষিত হউক; এবং যে ধার্মিক, সে ইহার ধর্মাচারণ করুক ; এবং যে পবিত্র সে ইহার পরেও পবিত্রকৃত হউক।”[০]

“মুদ্রাঙ্কিত করিও না;” মানে কি লিখ না? তিনি যে বাংলা ভাষাটাও ভাল করে জানেন না তা বোঝা যায়। আচ্ছা বাংলা না বুঝলে ইংরেজী নিশ্চই বুঝবেন?

“ And he saith unto me, <u>Seal not the sayings of the prophecy of this book:</u> for the time is at hand.” KJV Translation

And he said to me, <u>"Do not keep the prophetic words of this book a secret,</u> because the time is near when all this will happen. -Good News Translation

“মুদ্রাঙ্কিত করিও না;” মানে লেখা “গোপন কর না!!! কিন্তু তিনি লিখেছেন “লিখিয় না” যা সত্যই হাস্যকর। তিনি ৪এবং৫ নং অভিযোগ করেছেন কিন্তু ৪ এবং ৫ নং অভিযোগের জাবাব আমি পূর্বেই দিয়ে দিছি ওনি হয়ত প্রশ্ন না পেয়ে একি প্রশ্ন বারবার করতে পারেন কিন্তু আমি ত একই উত্তর বারবার লিখতে পারি না।[215]

---

[214] প্রকাশিত বাক্য ২০:১০-১১;

[215] ২৩ নং জবাব

২৮।জিজ্ঞাসাঃ

১।সম্পত্তি ভাগের বিষয়ে বাইবেল কি বলে?

আর ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, কেহ যদি অপুত্রক হইয়া মরে, তবে তোমরা তাহার অধিকার তাহার কন্যাকে দিবে৷ যদি তাহার কন্যা না থাকে, তবে তাহার ভ্রাতৃগণকে তাহার অধিকার দিবে৷ যদি তাহার ভ্রাতা না থাকে, তবে তাহার পিতৃব্যদিগকে তাহার অধিকার দিবে৷ যদি তাহার পিতৃব্য না থাকে, তবে তাহার গোষ্ঠীর মধ্যে নিকটস্থ জ্ঞাতিকে তাহার অধিকার দিবে, সে তাহা অধিকার করিবে; সদাপ্রভু মোশিকে যেমন আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তদনুসারে ইহা ইস্রায়েল-সন্তানগণের পক্ষে বিচার বিধি হইবে৷"[216]

২-৩। চুরির/ডাকাতির শাস্তি কি?

"আর কেহ যদি কোন মনুষ্যকে চুরি করিয়া বিক্রয় করে, কিম্বা তাহার হস্তে যদি তাহাকে পাওয়া যায়, তবে তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে৷"[217]

"কোন মনুষ্য যদি আপন ভ্রাতৃগণের- ইস্রায়েল-সন্তানদের- মধ্যে কোন প্রাণীকে চুরি করে, এবং তাহার প্রতি দাসবৎ ব্যবহার করে, বা বিক্রয় করে, এবং ধরা পড়ে, তবে সেই চোর হত হইবে; এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে৷" [218]

৪। অন্যায়পূর্বক হত্যার শাস্তি কি?

"তখন তোমাদের আশ্রয়-নগর হইবার কতকগুলি নগর নিরূপণ করিবে; যে জন ভুলবশতঃ কাহারও প্রাণ নষ্ট করে, এমন নরহন্তা যেন তথায় পলায়ন করিতে পারে৷ ফলতঃ সেই সকল নগর প্রতিশোধদাতার হস্ত হই তে তোমাদের আশ্রয়স্থান হইবে ; যেন নরহন্তা বিচারার্থে মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইবার পূর্বে মারা না পড়ে৷ তোমরা যে সকল নগর দিবে , তাহার মধ্যে ছয়টি আশ্রয় নগর হইবে৷ তোমরা যর্দনের পূর্বপারে তিন নগর ও কনান দেশে তিন নগর দিবে; সেইগুলি আশ্রয় নগর হইব৷ ইস্রায়েল-সন্তানদের জন্য, এবং তাহাদের মধ্যে প্রবাসী ও বিদেশীদের জন্য এই ছয়টি নগর আশ্রয়স্থান হইবে ; যেন কেহ ভুলবশতঃ মনুষ্যকে বধ করিলে সেই স্থানে পলাইতে পারে৷ পরন্তু যদি কেহ লৌহাস্ত্র দ্বারা কাহাকেও এমন আঘাত করে যে , তাহাতে সে মারা যায় , তবে সেই ব্যক্তি নরহন্তা ; সেই নরহন্তার প্রা ণদণ্ড অবশ্য হইবে৷ আর যাহা দ্বারা মরিতে পারে, এমন প্রস্তর হস্তে লইয়া যদি সে কাহাকেও আঘাত করে , ও তাহাতে সে মারা যায়, তবে সে নরহন্তা; সেই নরহন্তার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে৷ কিম্বা যাহা দ্বারা মরিতে পারে , এমন কোন কাষ্ঠময় বস্তু হস্তে লইয়া যদি সে কাহাকেও আঘাত করে , আর তাহাতে সে মারা যায়, তবে সে নরহন্তা ; সেই নরহন্তার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে৷ রক্তের প্রতিশোধদাতা আপনি নরহন্তাকে বধ করিবে ; তাহার দেখা পাইলেই তাহাকে বধ করিবে৷ আর যদি দ্বেষ করিয়া কেহ কাহাকেও আঘাত করে , কিম্বা লক্ষ্য করিয়া তাহার উপরে অস্ত্র নিক্ষেপ করে ও তাহাতে সে মারা যায়; কিম্বা শত্রুতা করিয়া যদি কেহ কাহাকেও আপন হস্তে আঘাত করে ও তাহাতে সে মারা যায় ; তবে যে তাহাকে আঘাত করিয়াছে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে ; সে নরহন্তা; রক্তের প্রতিশোধ দাতা তাহার দেখা পাইলেই সেই নরহন্তাকে বধ করিবে৷ কিন্তু যদি শত্রুতা ব্যতিরেকে হঠাৎ কেহ কাহাকেও আঘাত করে, কিম্বা লক্ষ্য না করিয়া তাহার গাত্রে অস্ত্র নিক্ষেপ করে , কিম্বা যাহা দ্বারা মরিতে পারে , এমন প্রস্তর কাহারও উপরে না দেখিয়া ফেলে , আর তাহাতেই সে মারা যায় , অথচ সে তাহার শত্রু বা অনিষ্টচেষ্টাকারী ছিল না ; তবে মণ্ডলী সেই

[216] গননাপুস্তক২৭:৮-১১;

[217] যাত্রপুস্তক ২১:১৬;

[218] দ্বিতীয় বিবরন২৪:৭;

নরহন্তার এবং রক্তের প্রতি শোধদাতার বিষয়ে এই সকল বিচারমতে বিচার করিবে। আর মণ্ডলী রক্তের প্রতিশোধদাতার হস্ত হইতে সেই নরহন্তাকে উদ্ধার করিবে; এবং সে যেখানে পলাইয়াছিল, তাহার সেই আশ্রয়-নগরে মণ্ডলী তাহাকে পুনর্বার পৌঁছাইয়া দিবে। আর যে পর্যন্ত পবিত্র তৈলে অভিষিক্ত মহাযাজকের মৃত্যু না হয়, তাবৎ সে সেই নগরে থাকিবে। কিন্তু সেই নরহন্তা যে আশ্রয় -নগরে পলাইয়াছে, কোন সময়ে যদি তাহার সীমার বহির্ভূত হয়, এবং রক্তের প্রতিশোধদাতা আশ্রয় -নগরের সীমার বাহিরে তাহাকে পায়, তবে সেই রক্তের প্রতিশোধদাতা তাহাকে বধ করিলেও রক্তপাতের অপরাধী হইবে না। কেননা মহাযাজকের মৃত্যু পর্যন্ত আপন আশ্রয়-নগরে থাকা তাহার উচিত ছিল; কিন্তু মহাযাজকের মৃত্যু হইলে পর সেই নরহন্তা আপন অধিকার-ভূমিতে ফিরিয়া যাইতে পারিবে।"[219]

৫।মিথ্যা মামলার সমাধান কি?

"তোমার প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।"[220]

"কোন অন্যায়ী সাক্ষী যদি কাহারও বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহার বিষয়ে অন্যায় কার্যের সাক্ষ্য দেয়, তবে সেই বাদী প্রতিবাদী উভয়ে সদাপ্রভুর সম্মুখে, তৎকালীন যাজকদের ও বিচারকর্তাদের সম্মুখে, দাঁড়াইবে। পরে বিচারকর্তারা সযত্নে অনুসন্ধান করিবে, আর দেখ, সে সাক্ষী যদি মিথ্যাসাক্ষী হয় ও তাহার ভ্রাতার বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া থাকে; তবে সে তাহার ভ্রাতার প্রতি যেরূপ করিতে কল্পনা করিয়াছিল, তাহার প্রতি তোমরা তদ্রূপ করিবে; এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে।"[221]

৬।একই সম্পদের দুই জন দাবিদার হলে সমাধান কি?

তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না; প্রতিবাসীর স্ত্রীতে, কিম্বা তাহার দাসে কি দাসীতে, কিম্বা তাহার গরুতে কি গর্দভে, প্রতিবাসীর কোন বস্তুতেই লোভ করিও না।[222] প্রতিবাসীর কোন বস্তুতেই লোভ না করলে কেউ অন্য কারো সম্পদ নিজের বলে দাবি করবেনা।

৭। অপরহরেন শাস্তি কি?

যাত্রপুস্তক ২১:১৬; এখানে যে রয়েছে **גָּנַב (ganab)** যা "অপরহন,ডাকাতি এবং চুরি" হিসাবে অনুবাদ করা হয়। এই হিব্রু শব্দটি **পবিত্র বাইবেলে ৪০ বার ব্যবহৃত হয়েছে** [223] অপরহরেন শাস্তি কি? পবিত্র বাইবেলে সুস্পষ্টভাগে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

And whoever kidnaps a man and sells him, and he is found in his possession, shall surely be put to death.- JPS Version[224]

Death is the punishment for kidnapping. -Contemporary English Version (CEV)[225]

---

[219] গণনাপুস্তক৩৫:১১-২৮;

[220] যাত্রপুস্তক ২০:১৬;

[221] দ্বিতীয় বিবরন১৯:১৬-১৯;

[222] যাত্রপুস্তক ২০:১৭;

[223] https://biblehub.com/hebrew/strongs_1589.htm

[224] https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9882

[225] https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus%2021%3A16-18&version=CEV

যুবায়ের আহমদের ২৮ নং জিজ্ঞাসার ৭টি প্রশ্নের জবাব আমি পবিত্র বাইবেল থেকে দিয়েছি। কিন্তু তিনি ৮ থেকে ১৬ নাম্বার প্রশ্ন করেছেন সেই প্রশ্ন গুলো মূলত পবিত্র বাইবেলে থাকা লাগবে এমন নয়! কারন আপনি নিজে যদি সেই প্রশ্ন গুলো দেখেন তখন বুঝতে পারবেন।

৮. লেন-দেনের বিভিন্ন সমস্যা, বাইবেল অনুযায়ী এর সমাধান কী?

৯. ব্যাংকিং সম্পর্কিত সমস্যাসমূহের বাইবেল অনুযায়ী সমাধান কী?

১০. পৃথিবীতে কোথাও কি খ্রিস্টিয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা আছে? যারা বাইবেলের আইন মেনে চলে?

১১. বিচার ব্যবস্থার সমস্যার বাইবেল অনুযায়ী সমাধান কী?

১২. রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালার সমস্যা বাইবেল অনুযায়ী সমাধান কী?

১৪ বাংলাদেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যা বাইবেল অনুযায়ী সমাধান কী?

১৫. রাজনৈতিকভাবে হরতাল ডাকা হয় বাইবেল অনুযায়ী এর সমাধান কী?

১৬. কয়দিন পর পর শোনা যায় বাংলাদেশের আইন সংশোধনের কথা। ফলে পক্ষে বিপক্ষে অনেক আন্দোলন হয়। মিছিল হয়। তৈরি হয় বহুবিধ

তিনি ৮ থেকে ১৬ নাম্বার প্রশ্ন করেছেন সেই প্রশ্ন গুলো তিনি কুরআন হতে দেখাতে পারবেন না কিয়ামত পর্যন্ত যদি বেঁচেও থাকেন তবুও। তিনি হয়ত দাবি করতে পারেন আমাদের দলিল খালি কুরআন নয়! কারন কি জানেন!!! তাদের কুরআন আসলে অসম্পূর্ন কিতাব যা আপনি পড়লেই বুঝতে পারেবন সেটা বোঝার জন্য আপনাকে মানুষের লেখা বই পড়তে হবে। আর যদি না পড়েন আপনি তার মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝবেন না। আর যারা কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যেসব বই লিখেছে তারা কেউ মুহাম্মদকে জীবনেও চোখে দেখে নি, যার জন্য শীয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমরা এসব হাদিসকে জাল, বানোয়াট বলে বিশ্বাস করে। উনি যেভাবে এই প্রশ্ন গুলো করেছেন এর উত্তর কুরআনে নাই ১০০%। আর হাদিও সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ নাই। আল্লাহার কালামে আল্লাহ যা লিখতে পারেনি তা আবার মানুষে লিখে আল্লাহর ধর্ম সম্পূর্ন করছে যা সত্যই হাস্যকর।

কুরআন হতে কিয়ামত পর্যন্ত যুবায়ের আহমদ দলিল পেশ করতে পারবেন না, যা আমার চেলেঞ্জ!!! আর যদি মানুষের লেখা হাদিস থেকে সাহায্য নিতে চান তবে দেখানঃ মুহাম্মদ কোথায় সুস্পষ্টভাবে এই প্রশ্নের উত্তর হাদিসে উল্লেখ করেছেন। যদিও তিনি দাবি করেছেন তিনি কুরআন হতে এই সব প্রশ্নের জবাব দেবেন!!! তবে তার দাবি অনুসারে তাকে কুরআন হতে দেখাতে হবে আর যদি না দেখাতে পারেন তখন বোঝা যাবে ওনার ধর্ম গ্রন্থ মিথ্যা, তার নিজের যুক্তি অনুসারে।

সমস্যা। বাইবেল অনুযায়ী সমাধান কী?

১৭. সহশিক্ষা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক মতভেদ আছে। বাইবেল অনুযায়ী সমাধান কী?

১৮. শিক্ষা ব্যাবস্থা দূর্নীতি ছাত্র-ছাত্রীদের সেশন জট ইত্যাদি বাইবেল অনুযায়ী সমাধান কী?

১৯. তরুণ-তরুণীদের প্রেম-প্রীতিতে বাধা পড়লেই আত্মহত্যা করছে বাইবেল অনুযায়ী এর সমাধান কী?

এমন অনেক সমস্যায় মানব জাতি হাবুডুবু খাচ্ছে এসব কোনো সমস্যার সমাধান বাইবেল, বর্তমান তাওরাত ইঞ্জিল দিতে পারবে না। সব কিছুর সমাধান এ সব কিতাবে নেই। কারণ, এগুলো মানব রচিত বই, আল্লাহর কালাম না। পক্ষান্তরে কুরআনে সকল সমস্যার সমাধান আছে। কারণ এটা মানুষের স্রষ্টার কালাম। তিনি মানবের সমস্যা সম্পর্কে খুব ভালো করে জানেন। তাই তিনি মানবের সকল সমস্যার সমাধান, তার এই কালামেপাক ও তার প্রিয় হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

১৭। শিক্ষা নিয়ে মতভেদ হলে করনীয় কি?

জাবাবঃ “কিন্তু আমরা তোমাদের নিকটে যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেহ প্রচার করে- আমরাই করি, কিম্বা স্বর্গ হইতে আগত কোন দূতই করুক- তবে সে শাপগ্রস্ত হউক।”[226]

“মনুষ্যদের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে।”[227]

“ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা যে শিক্ষা পাইয়াছ, তাহার বিপরীতে যাহারা দলাদলি ও বিঘ্ন জন্মায়, তাহাদিগকে চিনিয়া রাখ ও তাহাদের হইতে দূরে থাক।”[228]

১৯। আত্ম হত্যার বিষয়ে বাইবেল কি বলে?

জবাবঃ “নরহত্যা করিও না।”[229] আমি অদ্য তোমাদের বিরুদ্ধে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে , আমি তোমার সম্মুখে জীবন ও মৃত্যু, আশীর্বাদ ও শাপ রাখিলাম। অতএব জীবন মনোনীত কর, যেন তুমি সবংশে বাঁচিতে পার;[230]

---

[226] গালাতীয় ১:৮;

[227] প্রেরিত ৫:২৯;

[228] রোমীয়১৬:১৭;

[229] যাত্রাপুস্তক ২০:১৩;

[230] দ্বিতীয় বিবরন৩০:১৯;

"অথবা তোমরা কি জান যে , তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির , যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন , যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ? আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ। অতএব তোমাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব কর।"[231]

১৮নং পয়েন্টে তিনি হাস্যকর প্রশ্ন করেছেন "সেশন জট নিয়ে"। এটা কি কিতাব সম্পর্কিত প্রশ্ন হতে পারে? সেশন জট নিয়ে নিয়ে উত্তর দেওয়া ত দূরের কথা কুরআন হতে "সেশন জট নিয়ে" কোন আয়াত পেশ করতে পারবেন না, এমন কি যার মুহাম্মদকে জীবনে চোখে দেখেনি অথচ তার নামে গ্রন্থ রচনা করেছে [হাদিস] তাদের লেখা হতেও ১৮নং পয়েন্টের প্রশ্নের জবাব তিনি দিতে পারবেন না, কিয়ামত পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ।

231 ১করিন্থিয়৬:১৯-২০;

২৯।জ্ঞিগাসাঃ যীশুর মূসা [আঃ] উপরে যে কিতাব অবতীর্ন হয়েছিল সেই কিতাব দেখাতে পারবেন কি?

জাবাবঃ মুসলিমরা দাবি করে মূসা নবী এবং ঈসা নবীকে আল্লাহ বেহেস্ত হতে প্রিন্ট করে কিতাব লিখে পাঠিয়েছিলন। কিন্তু হাস্যকর বিষয় হলো তাদের কাছে সেই কিতাব গুলো একটাও নাই। সহি হাদিসে দাউদ নবীর কিতাবকে কুরআন বলা হয়েছেঃ

সহিবুখারি৩৪১৭ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন , দাউদ (‘আঃ)-এর জন্য কুরআন (যাবুর) তেলাওয়াত সহজ করে দেয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর পশুযানে গদি বাঁধার আদেশ করতেন , তখন তার উপর গদি বাঁধা হতো। অতঃপর তাঁর পশুযানের উপর গদি বাঁধার পূর্বেই তিনি যাবুর তিলাওয়াত করে শেষ করে ফেলতেন। তিনি নিজ হাতে উপার্জন করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। মূসা ইব্‌নু 'উকবা (রহঃ) ...... আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।[232]

এখানে মুহাম্মদ বলেছেন দাউদ কুরআন পড়তেন যদিও অনুবাদক ব্রেকেট ব্যবহার করে সেটা নাম পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আরবীতে সেখানে যাবুর বলে কোন শব্দ ব্যবহার করা হয় নি। এখন প্রশ্ন হলোঃ নবী দাউদের কুরআনটা আমাদের দেখান? যদিও জানি আপনি পারবেন না! তারা দাবি করে বাইবেলের মধ্যে তাওরাত ইঞ্জীল নাই তবে তারা মূল কপিটা আমাদের দেখাক? তারা কোন দেখাতে পারবেনা। ইবনে হীশাম সীরাতে তিনি মুহাম্মদের ভবিষ্যৎবাণী উল্লেখ করতে গিয়ে যোহন [ইউহোন্না] এর ইঞ্জীলের উল্লেখ করেন এবং স্বীকার করেন যোহন আল্লাহর মূল ওহী লিখেছিলেন[233]

ইনজীলে রাসূলুল্লাহর (সা) বিবরণ

ইবনে ইসহাক বলেন,

হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ঈসা আলাইহিস্ সালামের যে বিবরণ ও প্রতিশ্রুতি ঈসার সহচর ইউহান্না কর্তৃক সংকলিত ইনজীলে বর্ণিত হয়েছে এবং যা স্বয়ং ঈসা আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত ওহী অনুসারে লিপিবদ্ধ করিয়েছেন, আমার জানা মতে তা এই ঃ

তারা দাবি করে মথি, মার্ক, লূক, যোহন এই ইঞ্জীল গুলো আসল নয় মানুষের লেখা! অথচ তাদের গ্রন্থে লেখা আছে সাধু যোহনের ইঞ্জীলের কথা যা তিনি লিখেছিলেন যা আকাশ হতে পড়ে নি। তবে আমরা ইসলামিক দলিল দিয়ে প্রমানিত করে দিলাম আমাদের কাছে যে ইঞ্জীল সেটাই কুরআনের বর্নিত খাটি ইঞ্জীল যা আমাদের কাছে যুগ যুগ ধরে সংরক্ষিত রয়েছে।

[232] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/3417

[233] সীরাতে ইবনে হীশাম পৃঃ৫২;

জিজ্ঞাসা- ৩০

বাইবেল কি নির্ভুল?

বাইবেলে অগণিত ভুল আছে, খ্রিস্টান পণ্ডিতরাই বলেছেন এতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ভুল আছে। এখানে বাইবেল থেকে কয়েকটি ভুল আপনাদের সামনে পেশ করছি। এর উত্তর কী ভাবে দিবেন? দেখুন-

(ক) সুলাইমান আ.এর বারান্দার উচ্চতা বর্ণনায় ভুল কেন?

২বংশাবলির ৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ পদে সুলাইমান আ. এর মসজিদ বা আল-মাসজিদুল আকসার (বাইবেলের ভাষায়: শলোমনের মন্দিরের) বর্ণনায় বলা হয়েছে: "আর গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দা গৃহের প্রস্থানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও এক শত বিংশতি হস্ত উচ্চ হইল।"

"১২০ হাত উচ্চ" কথাটি নিখাদ ভুল। ১রাজাবলির ৬ অধ্যায়ের ২ পদে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, শলোমনের নির্মিত মন্দিরের উচ্চতা ছিল ত্রিশ হস্ত। তাহলে বারান্দা কীভাবে ১২০ হাত উঁচু হবে?

জাবাবঃ এখানে কোন ভুল নেই কারন ২বংশাবলী৩:৪ ভার্সে উপাসনালয়ের বারান্দার মাপ দেওয়া হয়ছেঃ

"আর <u>গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দা গৃহের</u> প্রস্থানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও একশত বিংশতি হস্ত উচ্চ হইল ; আর তিনি ভিতরে তাহা নির্মল স্বর্ণে মুড়াইলেন।"

১রাজাবলী৬:২ ভার্সে উপাসনালয়ের মাপ দেওয়া হয়েছেঃ

"শলোমন রাজা <u>সদাপ্রভুর উদ্দেশে যে গৃহ নির্মাণ করিলেন,</u> তাহা দৈর্ঘ্যে ষাট হস্ত, প্রস্থে কুড়ি, ও উচ্চতায় ত্রিশ হস্ত।"

তবে বোঝা যাচ্ছে তিনি কেমন করে বাইবেল পড়েছেন আর তার দৃষ্টি কোন থেকে কেমন ধরনের পন্ডিতরা কি ধরনের ৫০ হাজার ভূলের কথা বলেছে তা ত বোঝা যাচ্ছে। কারন যারা বারান্দা এবং গৃহের মাপ গুলেয়ে ফেলেন তাদের কত জ্ঞান আছে তা আর বলার প্রয়োজন পড়ে না।

অন্যদিকে হাদিসে সুলাইমানের কয় জন স্ত্রী ছিল তার বর্ণনায় বৈপরীত্য রয়েছে

বুখারি৭৪৬৯

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, **<u>আল্লাহ্‌র নবী সুলাইমানের ষাটজন স্ত্রী ছিল।</u>** একদা সুলাইমান (আঃ) বললেন, আজ রাতে আমি অবশ্য অবশ্যই আমার সব স্ত্রীর কাছে যাব। যার ফলে স্ত্রীরা সবাই গর্ভবতী হয়ে এক একজন অশ্বারোহী প্রসব করবে যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। অতএব সুলাইমান (আঃ) তাঁর সব স্ত্রীর কাছে গেলেন, তবে তাদের একজন স্ত্রী ব্যতীত আর কেউ গর্ভবতী হলো না। সেও প্রসব করলো একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ যদি সুলাইমান (আঃ) ইনশা-আল্লাহ্ বলতেন, তাহলে অবশ্যই স্ত্রীরা সবাই গর্ভবতী হত এবং এমন সন্তান প্রসব করতো যারা অশ্বারোহী হয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করত। (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৯৫১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৯৬১)[234]

এখানে বলা হয়েছে সুলাইমানের ৬০ জন স্ত্রী ছিল। আবার জন্য হাদিসে বলা হয়েছে সুলাইমানের ১০০ জন স্ত্রী ছিল!!!

[234] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/7469

বুখারি ৫২৪২ আবূ হুরায়রার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, দাউদ (আঃ) - এর পুত্র সুলায়মান (আঃ) একদা বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আজ রাতে **আমি আমার একশ' স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হব** এবং তাদের প্রত্যেকেই একটি করে পুত্র সন্তান প্রসব করবে, যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। এ কথা শুনে একজন ফেরেশতা বলেছিলেন, আপনি 'ইন্‌শাআল্লাহ্' বলুন; কিন্তু তিনি এ কথা ভুলক্রমে বলেননি। এরপর তিনি তা র স্ত্রীগণের সঙ্গে মিলিত হলেন; কিন্তু তাদের কেউ কোন সন্তান প্রসব করল না। কেবল এক স্ত্রী একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করল। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যদি সুলায়মান (আঃ) 'ইন্‌শাআল্লাহ্' বলেতেন, তাহলে তাঁর শপথ ভঙ্গ হত না। আর তাতেই ভালোভাবে তার আশা মিটত। (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৪৮৫৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৮৬২)[235]

আবার আরেক হাদিসে বলা হয়েছে সুলেমানের ৯০ জন স্ত্রী ছিল বুখারি ৬৬৩৯আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ একবার সুলায়মান (আঃ) বললেনঃ **আমি আজ রাতে নব্বইজন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হব ,** যারা প্রত্যেকেই একটি করে অশ্বারোহী জন্ম দেবে যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। তাঁর সঙ্গী বলল , ইনশা আল্লাহ্ (বলুন)। তিনি ইনশা আল্লাহ বললেন না। অতঃপর তিনি সকল স্ত্রীর সঙ্গেই মিলিত হলেন। কিন্তু একজন স্ত্রী ছাড়া কেউ গর্ভবতী হলেন না, আর সেও এক অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করল। যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রাণ, ঐ সত্তার কসম! তিনি যদি ইনশা আল্লাহ বলতেন, তাহলে সকলেই অশ্বারোহী হয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করত। [৬১](আধুনিক প্রকাশনী- ৬১৭৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬১৮৪)[236]

সুলেমানের কত জন স্ত্রী ছিল তার ঠিক বর্ণনা ইসলামে নাই। একই গ্রন্থ থেকে ৩ ধরনের বৈপরীত্য রয়েছে। আশা করি যুবায়ের আহমদ ব্যাখ্যা করবেন সুলাইমান নবীর স্ত্রী কতজন ছিল।

৩১ নং জিজ্ঞাসায় কোন প্রশ্ন লেখেন নি বরং নিজের মনগড়া কথা বার্তা লিখেছেন তাই আমি ৩২ নং জিজ্ঞাসা থেকে তার মিথ্যা যুক্তির দাঁত ভাঙ্গা জাবাব পেশ করছি।

[235] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/5242
[236] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/6639

৩২।জিজ্ঞাসাঃ বিন্নামিনের কয়টি সন্তান ছিল?

জবাবঃ

১বংশাবলি ৭:৬; অনুসারেঃ বেলা, বেখর ও য়িদীয়েল নামে বিন্যামীনের তিন পুত্র ছিল।

১বংশাবলি ৮:১; অনুসারেঃ বিন্নামিনের ৫জন সন্তান ছিল
বিন্নামিনের প্রথম পুত্র বেলা, দ্বিতীয় পুত্র অস্ বেল, তৃতীয় পুত্র অহর্হ, চতুর্থ পুত্র নোহা আর পঞ্চম পুত্র রাফা।
আদিপুস্তক ৪৬:২১; অনুসারে বিন্নামিনের ১০ জন পুত্র ছিল
বিন্নামিনের পুত্ররা হল বেলা, বেখর, অস্ বেল, গেরা, নামন, এহী, রোশ, মুপ্পীম, হুপ্পীম ও অর্দ।

এই ৩টি বিবিরন সত্য এরা সকলেই বিন্নামিনের সন্তান ছিল। কিন্তু সমালোচকেরা হয় ত বলবেনঃ বাইবেলের বৈপরীত্য ঢাকার জন্য খ্রীষ্টান মিশনারিরা ৩টি বিবরন কেই সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে।
সত্য বলতে, সমালোচকরা একটি জিনিস লুকিয়ে রেখেছে আর তা হলোঃ আদিপুস্তক ৪৬ অধ্যায় ২২ পদের কথা, যেখানে তাদের এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছেঃ

“এরা ছিল রাহেলের মধ্য দিয়ে ইয়াকূবের বংশধর। এরা ছিল ১৪জন।”- কিতাবুল মোকাদ্দস ভারশন।

These are the sons of Rachel, which were born to Jacob: all the souls were fourteen. – Genesis 46:22 [King James Version]

এখানে এরা বলতে বিন্নামিনের ১৪ জন সন্তানের কথা বলা হয়েছে কারন তার ঠিক আগের পদে বিন্নামিনের সন্তানদের নিয়ে কথা বলা হয়েছে [২১পদ]। এই ১৪ জন ছিলেন যাকোবের বংশধর , এখানে বংশধরের জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হলোঃ নেফিস [נֶפֶשׁ] যার আক্ষরিক অর্থ হলো “আত্মা/ প্রান”। অর্থাৎ সেই ১৪ জনের প্রাণ [נֶפֶשׁ] যাকোবের এবং রাহেলের মধ্য দিয়ে এসেছে তাই এখানে “বংশধর” হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে। আর এবারে আমারা যদি মিলকরন করে দেখি কি ফলাফল আমারা দেখতে পাই ? বিন্নামিনের সন্তানরা হলোঃ

১।বেলা, ২।বেখর, ৩।অস্ বেল, ৪।য়িদীয়েল ৫।অহর্হ, ৬।নোহা, ৭।রাফা,৮।গেরা, ৯। নামন, ১০।এহী, ১১।রোশ, ১২। মুপ্পীম, ১৩। হুপ্পীম ১৪।অর্দ।

যেহেতু বেলা বেখর অস্ বেল, এই ৩জনের নাম ৩টি বিবরনে রয়েছে তাই আমার তাদের নাম বাদ দিয়ে আগে বাকিগুলোর নাম দেখব এবং তারপরে তাদের সাথে ৩ জানের নাম যোগ করব।

১বংশাবলি ৭:৬; য়িদীয়েল [১]

১বংশাবলি ৮:১; অহর্হ, নোহা, রাফা [৩]

আদিপুস্তক ৪৬:২১; গেরা, নামন, এহী, রোশ, মুপ্পীম, হুপ্পীম ও অর্দ [৭]

১+৩+৭=১১ জন + ৩ [বেলা, বেখর, অস্ বেল]

ফলাফল=১৪ জন।

তাই পবিত্র বাইবেল ঠিকিই আছে আর সমালোচকরা পবিত্র বাইবেলের বিরুদ্ধে ঘোরতরোচক্রান্ত করেছেন তা প্রমানিত।

৩৩।জিজ্ঞাসাঃ**সৈনদের সংখ্যা গণনায় ৩ লক্ষের বৈপরীত্য?**

জাবাবঃ

২শমূয়েল ২৪:৯;"পরে যোয়াব গণিত লোকেদের সংখ্যা রাজার কাছে দিলেন; ইস্রায়েলের খড়গধারী আট লক্ষ **বলবান লোক ছিল;** আর যিহূদার পাঁচ লক্ষ লোক ছিল।"

১বংশাবলী ২১:৫; "আর যোয়াব গণিত লোকেদের সংখ্যা দায়ূদের কাছে দিল।**সমস্ত** ইস্রায়েলের এগারো লক্ষ **খড়গধারী লোক,** যিহূদার চার লক্ষ সত্তর সহস্র খড়গধারী লোক ছিল।"

২শমূয়েল ২৪:৯; এখানে ইস্রায়েলের খড়গধারী আট লক্ষ "**বলবান লোক "** এর হিসাব দেওয়া হয়েছে এবং ১বংশাবলী ২১:৫; এখানে **সমস্ত** ইস্রায়েলের লোকেদের হিসাব দেওয়া হয়েছে "এগারো লক্ষ "**খড়গধারী লোক, এর** "

অর্থাৎ সমস্ত ইস্রায়েলের যোদ্ধাদের মোট সংখ্যা ছিল **এগারো লক্ষ** যার মধ্যে **বলবান [শক্তিশালী]** যোদ্ধা ছিল **"আট লক্ষ"।**

আর যিহুদার "**পাঁচ লক্ষ লোক ছিল"** [২শমূয়েল ২৪:৯;] তাদের মধ্যে "**চার লক্ষ সত্তর সহস্র খড়গধারী লোক ছিল"** [১বংশাবলী ২১:৫;]।

অর্থাৎ যিহুদার মোট সেনাদের সংখ্যা ছিল **৫ লক্ষ** যার মধ্যে **৪ লক্ষ ৭০** হাজার লোক **তরবারী** [খড়গ] ধারনকারী ছিলেন।

এখানে আমরা কোন বৈপরীত্য দেখতে পাই না, সেনাপতি যোয়ার সঠিকভাবে নবী দায়ূদের কাছে সেনাদের হিসাব দিয়েছেন।তাই এখানে পবিত্র আত্মার কারসাজি নেই বরং মূর্খ সমালোচকের কারসাজি প্রকাশিত হয়েছে।

৩৪|জিজ্ঞাসাঃঅহসিয় কত বছর বয়সে রাজা হয়েছিলেন?

জাবাবঃ

২বংশাবলী২১:২০;

তিনি বত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে আট বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তিনি চলিয়া গেলেন, কেহ শোক করিল না। আর লোকেরা দায়ূদ-নগরে তাঁহাকে কবর দিল, কিন্তু রাজাদের কবরস্থানে দিল না।

২বংশাবলী২২:২;

অহসিয় বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন; এবং যিরূশালেমে এক বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম অথলিয়া, ইনি অম্রির পৌত্রী।

যিহোরাম ৩২ বছর রাজত্ব করেন এবং ৮ বছর যিরূশালেমে রাজত্ব করেন তাহলে তার মোট বয়স হচ্ছেঃ৪০।

কিন্তু আমরা যখন ২বংশাবলী২২:২; ভার্স দেখি সেখানে আমরা দেখি যিহোরাম এর ছেলে অহসিয় ৪২ বছর বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন। সাধারন দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অনেক বড় ভূল মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এটা ভূল নয় কারন২রাজাবলি ৮:২৬; লেখা আছে,

অহসিয় বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে এক বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মাতার নাম অথলিয়া, তিনি ইস্রায়েল-রাজ অম্রির পৌত্রী।

অর্থাৎ অহসিয় ২২ বছরে রাজত্ব করেন কিন্তু যখন ২বংশাবলী২২:২; ভার্স লেখা আছে তিনি ৪২ বছরে রাজত্ব করেন। কোনটা ঠিক? পবিত্র বাইবেলে এই বিষয়ে একটি গ্রহনযোগ্য ব্যাখ্যা রয়েছে, ইস্রায়েলীয়দের ইতিহাসে একজন রাজাকে দুই বার অভিষেক করার পদ্ধতি চালু ছিল ১বংশাবলি২৯:২২; লেখা আছে,

এবং সেই দিন মহানন্দে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ভোজন পান করিল। আর তাহারা দায়ূদের পুত্র শলোমনকে দ্বিতীয় বার রাজা করিল, এবং তাঁহাকে নায়ক ও সাদোককে যাজক করিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে অভিষেক করিল। অর্থাৎ দায়ূদের পুত্র শলোমনকে দ্বিতীয় বার রাজা করা হয়েছিল।

তাই আমরা সহজেই বলতে পারি অহসিয় ২২ বছরে প্রথমবার রাজা হয়েছিলেন এবং ৪২ বছর বয়সে দ্বিতীয় বার রাজা হয়েছিলনে। তাই এখানে কোন বৈপরীত্ব না

৩৫।জিজ্ঞাসাঃ সুলাইমান আঃ এর অশ্বশালার সংখ্যায় বৈপরীত্ব কেন?

জাবাবঃ প্রথমে আমরা দুটি অনুচ্ছেদ পড়ে দেখি,

১রাজাবলী৪:২৬;

শলোমনের রথের নিমিত্ত চল্লিশ সহস্র অশ্বশালা ও বারো সহস্র অশ্বারোহী ছিল।

২বংশাবলী৯:২৫;

আর অশ্ব ও রথসমূহের জন্য শলোমনের চারি সহস্র ঘর ও দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ছিল; তিনি তাহাদিগকে রথনগরসমূহে এবং যিরূশালেমে রাজার নিকটে রাখিতেন।

এখানে মূলত কোন বৈপরীত্ব নাইঃ **১রাজাবলী৪:২৬; এখানে উল্লেখ করা হয়েছে,** শলোমনের রথের নিমিত্ত চল্লিশ সহস্র অশ্বশালা ও বারো সহস্র অশ্বারোহী ছিল।

=রথের জন্য।

এবং ২বংশাবলী৯:২৫; এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, আর অশ্ব ও রথসমূহের জন্য শলোমনের চারি সহস্র ঘর ও দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ছিল; তিনি তাহাদিগকে রথনগরসমূহে এবং যিরূশালেমে রাজার নিকটে রাখিতেন।

=অশ্ব এবং রথসমূহের জন্য।

তাই দুটি আলাদা বিষয়ের কথা বলছে দুটি এক জিনিস নয়। প্রথম বর্ণনায় বলা হয়েছে, " রথের জন্য" ৪০ হাজার অশ্বশালা এবং ১২ হাজার অশ্বারোহী ছিল এবং দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে, "অশ্ব ও রথসমূহের" জন্য ৪ হাজার ঘর এবং ১২ হাজার অশ্বারোহী ছিল দুইটা আলাদা বর্ণনা কিন্তু সমালোচকেরা তা এক করে ফেলেছে।

জিজ্ঞাসা- ৩৬

কুরআন নিজের সত্যতা সম্পর্কে যেমন চ্যালেঞ্জ করে, আপনাদের বাইবেল কি এমন চ্যালেঞ্জ করতে পারে? কুরআন যেমন নিঃসন্দেহের ঘোষণা দেয় আপনাদের বাইবেল কি এই ঘোষণা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে?

দেখুন কুরআন কী বলে-

কুরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে। এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহপাক বলেন, "এই কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।"।

এবং চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন।

"এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সাথে নাও-এক আল্লাহ্‌কে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

জাবাবঃ সুতরাং আমি তোমার নিকট যা নাযিল করেছি, তা নিয়ে তুমি যদি সন্দেহে থাক, তাহলে যারা তোমার পূর্ব থেকেই কিতাব পাঠ করছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর। অবশ্যই তোমার নিকট তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য এসেছে। সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। [237]

আল্লাহ মুহাম্মদকে বলেছেন যদি তার কুরআনের উপরে কোন বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে তাকে ইহুদি খ্রীষ্টানদের কাছে গিয়ে জানতে হবে। এমন কি মুহাম্মদ বলেছেন মুসলিমরা যেন ইহুদি-খ্রীষ্টানদের অনুসরন করে,

সহি বুখারি৩৪৫৬

আবূ সা'ঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থা পুরোপুরি অনুসরণ করবে, প্রতি বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি গজে গজে। এমনকি তারা যদি গো সাপের গর্তেও ঢুকে তবে তোমরাও তাতে ঢুকবে। আমরা বললাম , হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ইয়াহূদী ও নাসারার কথা বলছেন? নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তবে আর কার কথা?[238]

আশা করি যুবায়ের আহমদ এই হাদিস জানার পরে খ্রীষ্টানদের সাথে ইস্টার সানডে এবং বড়দিন পালন করবেন!!!

সূরা বাকারা আয়াত ২ এখানে কি কুরআনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে?

"এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।" কুরআনে ইহুদি খ্রীষ্টানদের বলা হয় "আহেলে- আল- কিতাব" [أهل الكتاب,] ইংরেজীতে People of the Book বলা হয়। যা ইহুদি এবং খ্রীষ্টানদের বোঝায়। অর্থাৎ যারা আগের কিতাব অনুসারে চলে বা যাদের

---

[237] সূরা১০:৯৪;

[238] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/3456

উপরে কিতাব নাযিল হয়েছিল৷ কিন্তু আল্লাহ যদি কুরআনকে বোঝানোর এই আয়াত নাযিল করতেন তবে নিশ্চই তিনি এখানে কুরআন কথাটি উল্লেখ করতেন, কারন তিনি অনেক জায়গায় কুরআনের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এই আয়াতে করেন নি৷ বরং আল্লাহ সেই একই সূরাতে বলেছেন সেই কিতাব তিনি কাদের দিয়েছিলেন "যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা পাঠ করে যথার্থভাবে৷ তারাই তার প্রতি ঈমান আনে৷ আর যে তা অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত৷"[239] অধিকাংশ ইসলামিক পন্ডিত একমত এখানে ইহুদি-খ্রীষ্টানদের কথা বলা হয়েছে৷ তাই সূরা বাকারা আয়াতঃ২ এখানে যে কিতাবের কথা বলা হয়েছে তা কুরআন নয় বরং এটা পবিত্র বাইবেলের কথা বলা হয়েছে৷ কারন "বাইবেল" শব্দটি এছেসে গ্রীক শব্দ **βiβλος** [বীবলোস] থেকে যা পবিত্র বাইবেলে ১০ বার ব্যবহৃত হয়েছে৷ [240] যার অর্থঃ বই,গ্রন্থ, কিতাব৷

যুবায়ের আহমদ একটি সূরা রচনা করার চেলেঞ্জ দিয়েছেন!!! যা কুরাআনে উল্লেখ করা হয়েছে৷ কিন্তু এখানে সমস্যা রয়েছে, আল্লাহর মূলত কয়টা সূরা লেখা চেলেঞ্জ দিয়েছেন তা নিয়ে বৈপরীত্য রয়েছে৷

একটি সূরা লেখা চেলেঞ্জঃ

নাকি তারা বলে, 'সে তা বানিয়েছে'? বল, 'তবে তোমরা তার মত একটি সূরা (বানিয়ে) নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।[241]

দশটি সূরা লেখা চেলেঞ্জঃ

নাকি তারা বলে, 'সে এটা রটনা করেছে'? বল, 'তাহলে তোমরা এর অনুরূপ দশটি সূরা বানিয়ে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।[242]

এখন যুবায়ের আহমদ ঠিক করুন যে কয়টা সূরা লিখতে হবে তারপরে তার চেলেঞ্জ গ্রহন যোগ্য হবে৷

---

[239] সূরা ২:১২১;

[240] https://biblehub.com/greek/strongs_976.htm

[241] সূরা১০:৩৮;

[242] সূরা১১:১৩;

জিজ্ঞাসা- ৩৭

"নবী মদপান করে উলঙ্গ হয়ে থাকতেন এধরনের ভুল তথ্য ও আশ্লীল বক্তব্য কি আল্লাহর কালাম হতে পারে?

"নবী মদপান করে উলঙ্গ হয়ে থাকা" ‣ পরে নোহ কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিলেন। আর তিনি দ্রাক্ষারস পান করিয়া মত্ত হইলেন, এবং তাম্বুর মধ্যে বিবস্ত্র হইয়া পড়িলেন।

জিজ্ঞাসা- ৩৮

নিজ কন্যাদের সাথে ব্যভিচার করা এটা কি বাইবেলের শিক্ষা নয়?

দেখুন বাইবেল কী বলে "নিজ কন্যাদের সাথে ব্যভিচার করা" ‣

জিজ্ঞাসা- ৩৯

"পিতার স্ত্রীকে ধর্ষণ করা এটা কি বাইবেলের শিক্ষা নয়? যে গ্রন্থ এধরণের শিক্ষা দেয় তাকি আল্লাহর কালাম হতে পারে?

দেখুন বাইবেল কী বলে "পিতার স্ত্রীকে ধর্ষণ করা"‣

জিজ্ঞাসা - ৪০

নিজের বোনকে ধর্ষণ করা এটা কি বাইবেলের শিক্ষা নয়?

দেখুন বাইবেল কী বলে- "নিজের বোনকে ধর্ষণ করা"‣

জিজ্ঞাসা- ৪১

নিজের পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচার করা কি বাইবেলের শিক্ষা নয়? দেখুন বাইবেল এ ব্যাপারে কী বলে-"নিজের পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচার করা" ‣

৩৭ থেকে ৪১ নং জিজ্ঞাসা তিনি নবীদের পাপের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

জাবাবঃ এখানে যুবায়ের আহমদ যে অভিযোগ করেছেন, তা সম্পূর্ন ভিত্তিহীন কারন তিনি বারবার এক কথা বলেছেন , "এই শিক্ষাবাইবেলের নয় " আমি তাকে চেলেঞ্জ করে বলতে পারি সমগ্র বাইবেল হতে একটা ভার্স দেখান যেখানে ঈশ্বর আদেশ দিয়েছেন তোমরা, মদ্যপান করে মাতাল হও, ব্যভিচার করো!!! পবিত্র বাইবেল হলো আয়নার মতন এখানে যারই চেহারা দেখানো হবে তার চেহারায় কি দাগ আছে সবই প্রকাশিত হয়ে যাবে।[243] পাপ সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে," দেখ, অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে,পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন।"[244]

কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব-বিহীন হইয়াছে।"[245]

"অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল;"[246]

---

[243] যাকোব১:২২-২৪;

[244] গীতসংহিতা ৫১:৫;

[245] রোমীয় ৩:২৩;

[246] রোমীয়৫:১২;

"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন।"[247]

অর্থাৎ "এই পৃথিবীর সকল আদম সন্তান পাপী" তবে মসীহ কারন তিনি বিনা ম নুষ্য পিতায় জন্ম গ্রহন করেছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ পর্যন্ত এই শিক্ষা তার অনুসারিদের দিতেন, **জামে' আত-তিরমিজি২৪৯৯;** আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মানুষ মাত্রই গুনাহগার (অপরাধী)। আর গুনাহগারদের মধ্যে তাওবাহকারীরাই উত্তম।[248]

সহি বুখারি৩২৮৬

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্মের সময় তার পার্শ্বদেশে শয়তান তার দুই আঙ্গুলের দ্বারা খোঁচা মারে। 'ঈসা ইবনু মরয়াম ('আঃ)-এর ব্যতিক্রম। সে তাকে খোঁচা মারতে গিয়েছিল। তখন সে পর্দার ওপর খোঁচা মারে।[249]

ইসলাম অনুসারে নবীরা কি নিষ্পাপ ছিলেন?

নবী আদমের পাপঃ

জামে' আত-তিরমিজি৩০৭৬

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করলেন তখন তিনি তার পিঠ মাসেহ করলেন। এতে তাঁর পিঠ থেকে তাঁর সমস্ত সন্তান বের হলো, যাদের তিনি ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সৃষ্টি করবেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের দুই চোখের মাঝখানে নূরের ঔজ্জল্য সৃষ্টি করলেন , অতঃপর তাদেরকে আদম (আঃ) এর সামনে পেশ করলেন। আদম (আঃ) বললেনঃ হে প্রভু! এরা কারা? আল্লাহ বললেন, এরা তোমার সন্তান। আদমের দৃষ্টি তার সন্তানদের একজনের উপর পড়লো যাঁর দুই চোখের মাঝখানের ঔজ্জল্যে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! ইনি কে? আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ শেষ যামানার উম্মাতের অন্তর্গত তোমার সন্তানদের একজন। তার নাম দাউদ ('আঃ)। আদম ('আঃ) বললেনঃ হে আমার রব ! আপনি তাঁর বয়স কত নির্ধারণ করেছেন ? আল্লাহ বললেনঃ ৬০ বছর। আদম ('আঃ) বললেনঃ পরোয়ারদিগার! আমার বয়স থেকে ৪০ বছর (কেটে) তাকে দিন। আদম ('আঃ) এর বয়স শেষ হয়ে গেলে তাঁর নিকট মালাকুত মউ ত _ আযরাইল) এসে হাযির হন। আদম ('আঃ) বললেনঃ আমার বয়সের কি আরো ৪০ বছর অবশিষ্ট নেই? তিনি বললেনঃ আপনি কি আপনার সন্তান দাউদকে দান করেননি ? রাসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আদম ('আঃ) অস্বীকার করলেন, তাই তার সন্তানরাও অস্বীকার করে থাকে। আদম ('আঃ) ভুলে গিয়েছিলেন, তাই তাঁর সন্তানদেরও ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে। [250]

এই ঘটনায় দেখা যায় নবী আদম নবী দাউদকে নিজের আয়ু থেকে ৪০ বছর দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে অনুরোধ এবং আল্লাহ তার গ্রহন করেন যার জন্য আদমের মৃত্যুর ৪০ বছর আগেই তিনি জিব্রাইলকে নবী আদমের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সেই সময়ে আদম মিথ্যা বলেন অস্বীকার করেন যে তিনি দাউদ নবীকে ৪০ বছর দিতে বলেছিলেন। এখানে সুস্পষ্ট ভাবে লেখাই আছে "আমদ অস্বীকার করেছিল তাই তার

[247] রোমীয়৬:২৩;

[248] http://ihadis.com/books/tirmidi/hadis/2499

[249] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/3286

[250] http://ihadis.com/books/tirmidi/hadis/3076

সন্তানরাও অস্বীকার করে [মিথ্যা বলে ওয়াদা ভঙ্গ করে] এবং আদম পাপ করেছিল বলে তার সন্তানরাও পাপী। কিন্তু বাংলা অনুবাদকরা এখানে অনুবাদে একটু হেরফের করেছে তারা এখানে "ক্রটি বিচ্যুতি" লিখে একটা সত্যকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এখানে মূলত পাপের/গুনাহের কথা বলা হয়েছে "ক্রটি বিচ্যুতি" নয়। "সুন্না ডট কম" থেকে আমি এই প্রমানটি পেশ করছি, যা পৃথিবীর মধ্যে একটি নির্ভরযোগ্য হাদিসের ওয়েব সাইট।

Jami` at-Tirmidhi 3076

Narrated Abu Hurairah:

that the Messenger of Allah (ﷺ) said: "When Allah created Adam He wiped his back and every person that He created among his offspring until the Day of Resurrection fell out of his back. He placed a ray of light between the eyes of every person. Then He showed them to Adam and he said: 'O Lord! Who are these people?' He said: 'These are your offspring.' He saw one of them whose ray between his eyes amazed him, so he said: 'O Lord! Who is this?' He said: 'This is a man from the latter nations of your offspring called Dawud.' He said: 'Lord! How long did You make his lifespan?' He said: 'Sixty years.' He said: 'O Lord! Add forty years from my life to his.' So at the end of Adam's life, the Angel of death of came to him, and he said: 'Do I not have forty years remaining?' He said: 'Did you not give them to your son Dawud?'" He said: "Adam denied, so his offspring denied, and Adam forgot and his offspring forgot, and Adam sinned, so his offspring sinned."[251]

এখানে লেখা আছে"Sin" যার অর্থঃ "পাপ/গুনাহ", ক্রটি বিচ্যুতি এটা মিথ্যা বানোয়াট অনুবাদ। এই হাদিস দ্বারা প্রমানিত হয় যে নবী আদম পাপী ছিলেন এবং তার সমস্ত বংশধরও পাপী হবে। নবীরা সকলে আদমের বংশধর ছিলেন তাই তারাও জন্মগত পাপী ছিলেন। এছাড়াও নবী মূসা নবী আদমের পাপের কথা বলেছেন যখন নবী আদম এবং নবী মূসার মধ্যে বিতর্ক হচ্ছিল [যদিও বাংলা অনুবাদকরা এখানেও জালিয়াতি করেছে]।

সুনানে ইবনে মাজাহ ৮০

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-এর সাথে (আত্মার জগতে) বিতর্ক করেন। মূসা (আঃ) তাঁকে বলেন, হে আদম! আপনি আমাদের পিতা। আপনি আমাদের হতাশ করেছেন এবং আপনার ভুলের মাশুল স্বরূপ আমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছেন। আদম (আঃ) তাঁকে বলেন, হে মূসা! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর প্রত্যক্ষ কালামের জন্য মনোনীত করেছেন এবং স্বহস্তে তোমাকে তাওরাত কিতাব লিখে দিয়েছেন। তুমি কি আমাকে এমন একটি ব্যাপারে দোষারোপ করছো , যা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর পূর্বে আমার জন্য নির্ধারিত করেন? অতএব আদম (আঃ) বিতর্কে মূসা (আঃ)-এর উপর বিজয়ী হন, আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-এর সাথে বিতর্কে বিজয়ী হন, আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-এর সাথে বিতর্কে বিজয়ী হন। কথাটি তিনি তিনবার বলেন।[252]

Sunan Ibn Majah 80

It was narrated that 'Amr bin Dinar heard Tawus say:

[251] https://sunnah.com/urn/740820
[252] http://ihadis.com/books/ibn-majah/hadis/80

"I heard Abu Hurairah narrating that the Prophet (ﷺ) said: 'Adam and Musa debated, and Musa said to him: "O Adam, you are our father but have deprived us and caused us to be expelled from Paradise because of your sin." Adam said to him: "O Musa, Allah chose you to speak with, and he wrote the Tawrah for you with His own Hand. Are you blaming me for something which Allah decreed for me forty years before He created me?" Thus Adam won the argument with Musa, thus Adam won the argument with Musa.'"[253]

ইংরেজী অনুবাদে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে " Sin" [পাপ/গুনাহ] কিন্তু বাংলা অনুবাদকরা "ভুল" লিখে অনুবাদ করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করেছে। সাফায়েত সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে যেখানেও আদম নিজের পাপের কথা কিয়ামত পর্যন্ত স্বীকার করবেন বলে বর্ণনা করা হয়েছেঃ সহি বুখারি ৮৮৭৬ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, ক্বিয়ামাতের দিন মু 'মিনগণ একত্রিত হবে এবং তারা বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে আমা দের জন্য একজন সুপারিশকারী পেতাম। এরপর তারা আদম ('আ.)-এর কাছে আসবে এবং তাঁকে বলবে, আপনি মানব জাতির পিতা। আপনাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মালায়িকাহ্ দ্বারা আপনাকে সাজদাহ্ করিয়েছেন এবং যাবতীয় বস্তুর নাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যেন আমাদের কঠিন স্থান থেকে আরাম দিতে পারেন। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের যোগ্য নই। তিনি নিজ ভুলের কথা স্মরণ করে লজ্জাবোধ করবেন। (তিনি বলবেন) তোমরা নূহ ('আ.)-এর কাছে যাও। তিনিই প্রথম রসূল ('আ.) যাকে আল্লাহ জগৎবাসীর কাছে পাঠিয়েছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, এ কাজ আমার দ্বারা হওয়ার নয়। তিনি তাঁর রবের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন এমন বিষয়ে যা তাঁর জানা ছিল না। সে কথা স্মরণ করে তিনি লজ্জাবোধ করবেন এবং বলবেন বরং তোমরা আল্লাহ্র খলীল (ইব্রাহীম) ('আ.)-এর কাছে যাও। তারা তখন তাঁর কা ছে আসবে, তখন তিনি বলবেন, এ কাজ আমার দ্বারা হওয়ার নয়। তোমরা মূসা ('আ.)-এর কাছে যাও। তিনি এমন বান্দা যে, তাঁর সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাঁকে তাওরাত গ্রন্থ দান করেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না এবং তিনি এক কিবতীকে বিনা দোষে হত্যা করার কথা স্মরণ করে তাঁর রবের নিকট লজ্জাবোধ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা ঈসা ('আ.)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও রসূল এবং আল্লাহ্র বাণী ও রূহ্। (তারা সেখানে যাবে) তিনি বলবেন, এ কাজ আমার দ্বারা হওয়ার নয়। তোমরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে যাও। তিনি এমন এক বান্দা যার পূর্ব ও পরের ভুলত্র"টি আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তারা আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে যাব এবং অনুমতি চাব, আমাকে অনুমতি প্রদান করা হবে। আর আমি যখন আমার রবকে দেখব, তখন আমি সাজদাহয় লুটিয়ে পড়ব। আল্লাহ যতক্ষণ চান এ অবস্থায় আমাকে রাখবেন। তারপর বলা হবে, আপনার মাথা উঠান এবং চান দেয়া হবে, বলুন শোনা হবে, সুপারিশ করুন কবূল করা হবে। তখন আমি আমার মাথা উঠাব এবং আমাকে যে প্রশংসাসূচক বাক্য শিক্ষা দিবেন তা দ্বারা আমি তাঁর প্রশংসা করব। তারপর সুপারিশ করব। আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। (সেই সীমিত সংখ্যায়) আমি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাব। আমি পুনরায় রবের সমীপে ফিরে আসব। যখন আমি আমার রবকে দেখব তখন আগের মত সবকিছু করব। তারপর আমি সুপারিশ করব। আর আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। তদনুসারে আমি তাদের জান্নাতে দাখিল করাব। (তারপর তৃতীয়বার) আমি আবার রবের দরবারে উপস্থিত হয়ে অনুরূপ করব। এরপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসব এবং আরয করব এখন তারাই কেবল জাহান্নামে অবশিষ্ট রয়ে গেছে যারা কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী অনেক আছে যাদের উপর জাহান্নামে চিরবাস অবধারিত হয়ে গেছে। আবূ 'আবদুল্লাহ বুখারী (রহ.) বলেন, কুরআনের যে ঘোষণায় তারা জাহান্নামে আবদ্ধ রয়েছে তা হল মহান আল্লাহ্ র বাণীঃ "তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।" [৪৪; মুসলিম ১/৮৪, হাঃ ১৯৩, আহমাদ ১২১৫৩] (আ.প্র. ৪১১৮, ই.ফা. ৪১২১)[254]

[253] https://sunnah.com/ibnmajah/introduction/80
[254] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/4476

উক্ত হাদিসেও বাংলা অনুবাদকেরা মিথ্যাচার করেছে তারা পাপের জায়গায় “ভুল” লিখেছে কিন্তু ইংরেজী অনুবাদে Sin লিখে অনুবাদ করা হয়েছেঃ

Sahih al-Bukhari 4476

Narrated Anas:

The Prophet (ﷺ) said, "On the Day of Resurrection the Believers will assemble and say, 'Let us ask somebody to intercede for us with our Lord.' So they will go to Adam and say, 'You are the father of all the people, and Allah created you with His Own Hands, and ordered the angels to prostrate to you, and taught you the names of all things; so please intercede for us with your Lord, so that He may relieve us from this place of ours.' Adam will say, 'I am not fit for this (i.e. intercession for you).' Then Adam will remember his sin and feel ashamed thereof. He will say, 'Go to Noah, for he was the first Apostle, Allah sent to the inhabitants of the earth.' They will go to him and Noah will say, 'I am not fit for this undertaking.' He will remember his appeal to his Lord to do what he had no knowledge of, then he will feel ashamed thereof and will say, 'Go to the Khalil--r-Rahman (i.e. Abraham).' They will go to him and he will say, 'I am not fit for this undertaking. Go to Moses, the slave to whom Allah spoke (directly) and gave him the Torah .' So they will go to him and he will say, 'I am not fit for this undertaking.' and he will mention (his) killing a person who was not a killer, and so he will feel ashamed thereof before his Lord, and he will say, 'Go to Jesus, Allah's Slave, His Apostle and Allah's Word and a Spirit coming from Him. Jesus will say, 'I am not fit for this undertaking, go to Muhammad the Slave of Allah whose past and future sins were forgiven by Allah.' So they will come to me and I will proceed till I will ask my Lord's Permission and I will be given permission. When I see my Lord, I will fall down in Prostration and He will let me remain in that state as long as He wishes and then I will be addressed.' (Muhammad!) Raise your head. Ask, and your request will be granted; say, and your saying will be listened to; intercede, and your intercession will be accepted.' I will raise my head and praise Allah with a saying (i.e. invocation) He will teach me, and then I will intercede. He will fix a limit for me (to intercede for) whom I will admit into Paradise. Then I will come back again to Allah, and when I see my Lord, the same thing will happen to me. And then I will intercede and Allah will fix a limit for me to intercede whom I will let into Paradise, then I will come back for the third time; and then I will come back for the fourth time, and will say, 'None remains in Hell but those whom the Qur'an has imprisoned (in Hell) and who have been destined to an eternal stay in Hell.' " (The compiler) Abu `Abdullah said: 'But those whom the Qur'an has imprisoned in Hell,' refers to the Statement of Allah: "They will dwell therein forever." (16.29)[255]

এই হাদিসে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে “আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, তার বাণী, তার রুহ” বলা হয়েছে। অনেকে বলেন যীশু খ্রীষ্ট একই সময়ে মানুষ এবং একি সময়ে ঐশ্বরিক সত্তা কিভাবে হতে পারেন!!! কিন্তু এখানেই বলা হচ্ছে একই মানুষ একই সময়ে আল্লাহর বান্দা [দাস] , তাঁর রাসূল, তাঁর কালাম [বাণী]তাঁর রূহ হতে পারেন।

নিম্ন থেকে উচ্চতের উদাহরনঃ

নিম্নস্তর ⟶ বান্দা [দাস]

তার থেকে উচ্চরত ⟶ তাঁর রাসূল,

তার থেকে উচ্চরত ⟶ তাঁর কালাম [বাণী]

তার থেকে উচ্চরত ⟶ তাঁর রূহ

255 https://sunnah.com/bukhari:4476

আল তাবারীতে[256] উল্লেখ করা হয়েছে, নবী ইয়াহিয়া গর্ভে থাকা অবস্থায় ঈসা আল মসীহকে সিজদা দিয়েছিলেন এবং নবী ইয়াহিয়ার মা সেই সময়ে বলেছেন, "নবী ইয়াহিয়া মূলত ঈশ্বরের বাক্যকে [মসীহ] চিহ্নিত করেছেন"

"Oh Mary, do you know I am with child?" Mary replied, "Do you know that I too am with child?" Zechariah's wife then said, "I felt that the child in me was bowing to the child in you," as it is written "confirming the Word of God." The wife of Zechariah gave birth to John (the Baptist). When the time ar-

এছাড়াও তাবারীতে[257] এটাও উল্লেখি করা হয়েছে যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে একই সাথে দুটি সত্তা ছিলতিনি পার্থিব এবং স্বর্গীয়ঃ

The Story of Jesus 123

He was (both) human and angelic, celestial and terrestrial. The

অনেকে মুসলিম পণ্ডিত আছেন যারা বলেন তাবারী ইস্রায়েলী রেওয়ায়েত থেকে এসব নিয়েছেন। কিন্তু এই যুক্তিটি সঠিক নয়। তার প্রথম কারন ইহুদিরা প্রভু যীশুকে খ্রীষ্ট [মসীহ] বলে বিশ্বাস করত তাই এটা তাদের রেওয়ায়েত হতেই পারেন না। তাবারী ইসলামের শীর্ষ তাফসিরকারী এবং শীর্ষ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। তাই তিনি যখন এসব লিখিছিলেন তখন কার ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস তখন এমনি করত, কিন্তু ইসলাম যুগে যুগে তাদের ধর্মের পরিবর্তন করেছে এবং এখনো করছে।

আর দ্বিতীয়ত ইসলামের অধিকাংস সহি শিক্ষা ইস্রায়েলীয় রেওয়ায়েত থেকে কপি করা

তার কিছু প্রামন পেশ করছি

১। এ কারণেই, আমি বনী ইসরাঈলের উপর এই হুকুম দিলাম যে, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল। আর অবশ্যই তাদের নিকট আমার রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও এরপর যমীনে তাদের অনেকে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী।[258] এই আয়াতটা চুরি করা হয়েছে ইহুদিদের লেখা থেকেঃ **anyone who destroys one soul from the Jewish people,** i.e., kills one Jew, **the verse ascribes him** blame **as if he destroyed an entire world**[259]

আদমের সিজদা দেওয়ার ঘটনা[260] ইহুদিদের লেখা থেকে চুরি করাঃ

The host of angels led by him did likewise, in spite of the urgent representations of Michael, who was the first to prostrate himself before Adam in order to show a good example to the other angels. Michael addressed Satan: "Give adoration to the image of God! But if thou doest it not, then the Lord God will break out in wrath against thee." Satan replied: "If He breaks out in wrath against me, I will exalt my throne above the stars of God, I will be like the Most High!

256 আল-তাবারি খন্ডঃ৪ পৃঃ১১৯;

257 আল-তাবারি খন্ডঃ৪ পৃঃ১২৩;

258 সূরা৫:৩২;

259 https://www.sefaria.org/Mishnah_Sanhedrin.4.5?ven=William_Davidson_Edition_-_English&lang=bi&with=all&lang2=en

260 সূরা৭:১১-১৮;

"At once God flung Satan and his host out of heaven, down to the earth, and from that moment dates the enmity between Satan and man.'[261]

নবী ইব্রাহিম এবং মুর্তিপূজকদের ঘটনা[262] ইহুদিদের লেখা থেকে চুরি করাঃ

[Genesis 11:28 says,] "And Haran died in the presence of his father Terach." Rabbi Hiyya said: Terach was a manufacturer of idols. He once went away somewhere and left Abraham to sell them in his place. A man came in and wished to buy one."How old are you?" Abraham asked the man. "Fifty years old," he said. "Woe to such a man, who is fifty years old and would worship a day old object!" Avraham said. On another occasion a woman came in with a plateful of flour and requested him, "Take this and offer it to them." So he took a stick and broke them, and put the stick in the hand of the largest. When his father returned he demanded, "What have you done to them?" "I cannot conceal it from you. A woman came with a plateful of fine meal and requested me to offer it to them. One claimed, 'I must eat first,' while another claimed, 'I must eat first.' Thereupon, the largest arose, took the stick and broke them." "Why do you make sport of me? Have they any knowledge?" Terach said. "Should not your ears hear what your mouth has said?" Avraham said. Thereupon Terach seized him and delivered him to Nimrod. "Let us worship fire," Nimrod said. "Let us rather worship water which quenches fire," Avraham said. "Let us worship water," Nimrod said. "Let us rather worship the clouds which bear the water," Avraham said. "Let us then worship the clouds," Nimros said. "Let us worship the wind which disperses the clouds," Avraham said. "Let us worship the wind," Nimrod said. "Let us worship human beings which can stand up to the wind," Avraham said. "You are just bandying words, and we will worship nothing but the fire. Behold, I will cast you into it, and let your God whom you adore come and save you from it!" Nimrod said. Now Haran was standing there undecided. "If Avraham is victorious, I will say that I am of Avraham's belief, while if Nimrod is victorious, I will say that I am on Nimrod's side," he thought. When Avraham descended into the fiery furnace and was saved, Nimrod asked him, "Of whose belief are you?" "Of Abraham's," he replied. Thereupon he seized him and cast him into the fire; his innards were scorched and he died in the presence of his father. Hence it is written, "And Haran died in the presence of his father Terach."[263]

চাইলে এমন ডজন-ডজন উদাহরন দিতে পারি!!! আবার আমার সেই হাদিসের দিকে ফিরে আসি

সাফায়েতের হাদিসে লেখা আছে, "মুহাম্মদ সাফায়েত করবেন" কিন্তু এই কথাটির বিপরীত মুহাম্মদ নিজেই বলে গেছেন তিনি কারো সাফায়েত করতে পারবেন নাঃ

---

[261] https://www.sefaria.org/Legends_of_the_Jews.1.2.38?ven=The_Legends_of_the_Jews_by_Louis_Ginzberg_[1909]&lang=bi&with=all&lang2=en

[262] সূরা ২১:৫১-৭০;

[263] https://www.sefaria.org/Bereishit_Rabbah.38.13?lang=bi&with=all&lang2=en

২৭৫৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল করলেন, ''আপনি আপনার নিকটাত্মীদেরকে সতর্ক করে দিন '' (শু'আরা ২১৪) তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'হে কুরায়শ সম্প্রদায়! কিংবা অনুরূপ শব্দ বললেন, তোমরা আত্মরক্ষা কর। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উ পকার করতে পারব না। হে বানূ আব্দ মানাফ! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে সাফিয়্যাহ ! আল্লাহর রাসূলের ফুফু, আল্লাহর আযাব থেকে র ক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে ফাতিমাহ বিন্তে মুহাম্মদ ! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। আসবাগ (রহ.) ইবনু ওয়াহব (রহ.) .... আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনায় আবুল ইয়ামা ন (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (৩৫২৭, ৪৭৭১) (মুসলিম ১/৮৯ হাঃ ২০৩, আহমাদ ১০৭৩০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৫৫১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৫৬৩)[264]

এমনকি কুরআনেও মুহাম্মদের বিষয়ে লেখা আছে তিনি জানেন না শেষ দিনে তার সাথে এবং তার অনুসারিদের সাথে কি করা হবে।[265] যদিও অনুবাদকরা সেখানে চঞ্জ করে "ব্যবহার" লিখেছে। আমি কিছু বিখ্যাত অনুবাদ দেখাচ্ছি যা থেকে প্রমানিত হবে মুহাম্মদ জানেন না শেষ দিনে তার সাথে এবং তার অনুসারিদের সাথে কি করা হবে।

Say: "I am not the first of [God's] apostles; and [like all of them,] I do not know what will be done with me or with you for I am nothing but a plain warner."– **Asad Quran Translation**

O Prophet tell them: "I am no prodigy among the Rasools; nor do I know what will be done with me or with you. I follow only what is revealed to me, and I am no more than a plain Warner."– **Malik Quran Translation**

Say: "I am no bringer of new-fangled doctrine among the apostles nor do I know what will be done with me or with you. I follow but that which is revealed to me by inspiration: I am but a Warner open and clear."– **Yusuf Ali Quran Translation**

Say, "I am not the first messenger ever sent, nor do I know what will happen to me or you. I only follow what is revealed to me. And I am only sent with a clear warning."– **Mustafa Khattab Quran Translation**

Say: I am no new thing among the messengers (of Allah), nor know I what will be done with me or with you. I do but follow that which is inspired in me, and I am but a plain warner.– **Piktal Quran Translation**[266]

কিছু বাংলা অনুবাদকরা চেয়েছে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য

বল, আমি রসূলদের মধ্যে নতুন নই, আর আমি এও জানি না যে, আমার সঙ্গে কী ব্যবহার করা হবে আর তোমাদের সঙ্গেইবা কেমন (ব্যবহার করা হবে), আমি কেবল তাই মেনে চলি যা আমার প্রতি ওয়াহী করা হয়। আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। -তাইসিরুল

কিন্তু অনেক অনুবাদকরা সঠিকভাবে এটি অনুবাদ করেছে

বল, 'আমি রাসূলদের মধ্যে নতুন নই। আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আর আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র'। আল-বায়ান

[264] https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=26891
[265] সূরা৪৬:৯;
[266] https://www.alim.org/quran/compare/surah/46/9/

বলঃ আমি এমন কোন প্রথম ও নতুন নাবী নই। আমি জানিনা, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে; আমি আমার প্রতি যা অহী করা হয় শুধু তারই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। মুজিবুর রহমান

যে নিজেই জানে না তার সাথে এবং তার অনুসারিদের সাথে কি করা হবে সে কি করে সবার জন্য সাফায়েত করবে?

নবী ইব্রাহিমের পাপঃ সহি বুখারি ৩৩৫৭ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বললেন, ইবরাহীম (‘আঃ) তিনবার ব্যতীত কখনও মিথ্যা বলেননি।[267]

মিথ্যা বলা পাপ তবে দেখনু নবী ইব্রাহীমও পাপ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি শির্ক করেছিলেনঃ অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল, তখন **সে একটি তারকা দেখতে পেল, বললঃ ইহা আমার প্রতিপালক।** অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল তখন বললঃ আমি অস্তগামীদেরকে ভালবাসি না।অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল, **বললঃ এটি আমার প্রতিপালক।** অনন্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন বলল যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ-প্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।[268]

এই আয়াতে দেখা যাচ্ছে নবী ইব্রাহিম এক সময়ে সূর্য- চন্দ্রকে নিজের ঈশ্বর মনে করে শির্ক করেছিলেন। আর শির্ক করা নিশ্চই পাপ।

নবী লূতের পাপঃ সহি বুখারি ৩৩৭৫

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ লূত (‘আঃ)-কে মাফ করুন। তিনি একটি মজবুত খুঁটির আশ্রয় চেয়েছিলেন।[269]

মুহাম্মদ নবী লূতের পাপের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন যদি নবীরা পাপী না হয়ে থাকেন তবে মুহাম্মদ কেন আরেক নবীর পাপের ক্ষমা ভিক্ষা চাইবেন? যারা দাবি করেন নবীরা নিষ্পাপ ছিলেন তাদের দাবি খন্ডণ হয়ে যায় উক্ত হাদিস দ্বারা। এছাড়াও কুরাআনে নবী লূতের পাপের কথা উল্লেখিত রয়েছে,

“শহরবাসীরা আনন্দ-উল্লাস করতে করতে পৌছল। লূত বললেনঃ তারা আমার মেহমান। অতএব আমাকে লাঞ্ছিত করো না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার ইযযত নষ্ট করো না। তার বললঃ আমরা কি আপনাকে জগৎদ্বাসীর সমর্থন করতে নিষেধ করিনি। তিনি বললেনঃ যদি তোমরা একান্ত কিছু করতেই চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে।”[270]

নবী লূত শহরের লোকেদের বলেছেন। “ যদি তোমরা একান্ত কিছু করতেই চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে।” তিনি পিতা হয়ে নিজের মেয়েদের বিষয়ে কিভাবে এমন মন্তব্য করতে পারেন? যদি আমি এবং আমার দলের লোকেরা যুবায়ের আহমদের বাড়ি যাই আর যুবায়ের আহমদ যদি আমাদের বলেন, “যদি তোমরা একান্ত কিছু করতেই চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে।” তবে এই কথা বলা কি তার জন্য ল জ্জাকর হবে না? আর এটা বলা কি পাপ নয়? আর যদি কেউ বলে এটা পাপ নয় তার যদি কোন কন্যা থাকে তবে তার ঘরে কেউ গেলে সেই ব্যক্তি যেন তাদের বলে,

“যদি তোমরা একান্ত কিছু করতেই চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে।”

---

267 http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/3357

268 সূরা৬:৭৬-৭৭;

269 http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/3375

270 সূরা১৫:৬৭-৭১;

নবী আউইয়ূব এর পাপঃ তিনি উলঙ্গ হয়ে গোসল করতেন, সহি বুখারি ৩৩৯১ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, একদা আইয়ুব ('আঃ) নগ্ন শরীরে গোসল করছিলেন। এমন সময় তাঁর উপর স্বর্ণের এক ঝাঁক পঙ্গপাল পতিত হল। তিনি সেগুলো দু 'হাতে ধরে কাপড়ে রাখতে লাগলেন। তখন তাঁর রব তাঁকে ডেকে বললেন , হে আইয়ুব! তুমি যা দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে কি আমি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দেইনি ? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ, হে রব! কিন্তু আমি আপনার বরকত থেকে মুখাপেক্ষীহীন নই।[271]

যুবায়ের আহমদ যেথেতু উলঙ্গ হওয়াকে পাপ বলে তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন সেই হিসাবে নবী আউইয়ূব পাপী ছিলেন।

নবী দাউদের পাপঃ তিনি উরিয়ার স্ত্রীকে নগ্ন অবস্থায় গোসল করা দেখেছিলেন, যার কারনে তাকে তার পছন্দ হয় এবং তিনি উরিয়ারকে যুদ্ধে অন্যদের দিয়ে হত্যা করান এবং তার স্ত্রীকে বিয়ে করেনঃ

He saw a woman bathing herself on her roof, one of the most beautiful women in form . She happened to turn around, and she saw him. She let down her hair, covering herself with it. That only increased his desire for her. He asked about her and was told that she had a husband who was absent at such-and-such a garrison. He sent to the garrison commander an order to send Uriah7s4 against such-and-such an enemy. He therefore sent him, and [the enemy] was conquered by him. The [565] commander wrote back to David about the victory, and David wrote to him again, saying, "Send him against such-and-such an enemy, who is even stronger than they." So he sent him, and they again were conquered by him, and he wrote to David about the second victory. David wrote to him, "Send him to such-and-such an enemy." So he sent him, and on the third time, Uriah was slain**. David married Uriah's wife.**[272]

এই ধরনের কাজ করা কি পাপ নয় অন্যের সুন্দরী স্ত্রীকে অন্যায় পূর্বক ভোগ করা? অনেকে বলতে পারে যে এই ঘটনা আমরা মানি না। এটা ইস্রায়েলী রেওয়ায়েত!!! কিন্তু তাদের জন্য সুখবর এই ঘটনা যে সত্য তার জন্য আমার কাছে আরো দলিল রয়ছে। ইবনে আব্বাস সুরা৩৮:২৩-২৪; এর ব্যাখ্যায় তা উল্লেখ করেছেন,

38.23 Abbas - Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn 'Abbâs

(Lo! this my brother hath ninety and nine ewes) meaning 99 wives (while I had one ewe) i.e. one wife; (and he said: Entrust it to me, and he conquered me in speech) this is a similitude which they struck for David in order for him to understand what he did to Uriah.[273]

38.24 Abbas - Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn 'Abbâs

---

[271] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/3391

[272] *The History of Al-Tabari, Volume III, The Children of Israel*, pp. 144-146; https://www.muslim-library.com/english/the-history-of-al-tabari-volume-3-the-children-of-israel/

[273] **https://quranx.com/Tafsirs/38.23**

((David) said: He hath wronged thee in demanding thine ewe) in taking your ewe (in addition to his ewes) even though he has many ewes, (and lo! many partners) and brothers (oppress one another) transgress against one another, (save such as believe) in Allah (and do good works) between them and their Lord, (and they are few) those who do not transgress. And the two went out from whence they came. (And David guessed) he knew and was certain (that We had tried him) because of the sin he committed, (and he sought forgiveness of his Lord) from his sin, (and he bowed himself and fell down prostrate and repented) feeling remorse for what he did.[274]

এবং সেই স্ত্রীর গর্ভে নবী সুলেমানের জন্ম হয়ঃ

The Account of David b. Jesse 147

ing that David divided his time into four parts: one day for his wives; one day for his worship; one day for judging the Israelites; and one day during which he would exhort the Children of Israel and they him, he would bring them to tears and they him. When it was the day for the Children of Israel, he said, "Exhort me!" They said, "Is there a day in which a man does not commit a sin?" David imagined to himself that he could accomplish that, so when the day of worship came, he locked his doors, giving orders that no one was to be admitted. He devoted himself to the Torah, but while he was reading it, lo! A golden dove full of every beautiful color alighted in front of him. He reached out to seize it, but it flew off and alighted not far away, still giving him hope of reaching it. He continued following it until he looked out and saw a woman washing herself; her form and beauty pleased him. When she noticed his shadow on the ground, she covered herself with her hair, which only pleased him more. He had sent her husband to command one of his armies, and now he wrote to him to journey to such-and-such a place, a place from which he would not return.

Uriah journeyed there and was killed, so David proposed to his wife and married her. Qatādah has told us that we have heard she was Solomon's mother. When he was in his private apartment, lo! [568]

The History of Al-Tabari, Volume III, The Children of Israel, pp. 147

[274] https://quranx.com/Tafsirs/38.24

নবী বালামের পাপঃ তিনি শয়তানের দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন এবং আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে গেছিলেন,

“আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, **সে লোকের অবস্থা,** যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, **অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েছে।** অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনসমূহের দৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হল কুকুরের মত; যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হল সেসব লোকের উদাহরণ; যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে। অতএব, আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা করে।তাদের উদাহরণ অতি নিকৃষ্ট, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াত সমূহকে এবং তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে।”[275]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনে আব্বাস, আল জালালাইন, ইবনে কাসীর বলেছেন এখানে নবী বালামের কথা বলা হয়েছে [276] যিনি পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন তাই তিনিও পাপী ছিলেন।

নবী ইউসুফের পাপঃ যুলাইখার সাথে যৌনতা করার ইচ্ছা ছিল তার।

নিশ্চয় মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সেও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত। যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন করত। এমনিবাবে হয়েছে, যাতে আমি তার কাছ থেকে মন্দ বিষয় ও নিলজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন।[277] তাফসীর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

২৩৮ তাফসীরে জালালাইন (৩য় খণ্ড) : আরবি-বাংলা

মনোহর! হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হবে। জুলায়খা আরও বলল, তোমার মুখমণ্ডল কতই না কমনীয়! হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, এগুলো সব মৃত্তিকার খোরাক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনে পরকালের চিন্তা এত বেশি প্রবল করে দেন যে, ভরা যৌবনেও জগতের যাবতীয় ভোগবিলাস তাঁর দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। সত্য বলতে কি পরকালের চিন্তাই মানুষকে সর্বত্র সব অনিষ্ট থেকে নির্লিপ্ত রাখতে পারে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিরাট পরীক্ষা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, আজীজে মিসরের স্ত্রী জুলায়খা গৃহের দরজা বন্ধ করে তাকে পাপকাজের দিকে আহ্বান করতে সচেষ্ট হলো এবং নিজের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত করার সব উপকরণ উপস্থিত করে দিল; কিন্তু ইজ্জতের মালিক আল্লাহ এ সৎ যুবককে এহেন অগ্নিপরীক্ষায় দৃঢ়পদ রাখলেন। এর আরও বিবরণ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, জুলায়খা তো পাপকাজের কল্পনায় বিভোরই ছিল, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মনেও মানবিক স্বভাববশত কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ ত'আলা ঠিক সেই মুহূর্তে স্বীয় যুক্তি প্রমাণ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সামনে তুলে ধরেন, যদ্দরুন সেই অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক ক্রমবর্ধিত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং তিনি মহিলার নাগপাশ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন।

সহীহ মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে, যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এ পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তখন ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার সমীপে আরজ করল, আপনার এ খাঁটি বান্দা পাপচিন্তা করছে অথচ সে এর কুপরিণাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছে। আল্লাহ তা'আলা বললেন, অপেক্ষা কর। যদি সে এ গুনাহ করে ফেলে, তবে যেরূপ কাজ করে, তদ্রূপই তার আমলনামায় লিখে দাও; আর যদি সে বিরত থাকে, তবে পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় নেকী লিপিবদ্ধ কর। কেননা সে একমাত্র

---

[275] সূরা৭:১৭৫-১৭৭;

[276] https://quranx.com/tafsirs/7.175

[277] সূরা১২:২৪;

২৪০ তাফসীরে জালালাইন (৩য় খণ্ড) : আরবি-বাংলা

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ : অর্থাৎ আমি ইউসুফ (আ.)-কে এ প্রমাণ এজন্য দেখিয়েছি, যাতে তার কাছ থেকে মন্দ কাজও নির্লজ্জতাকে দূরে সরিয়ে দেই। 'মন্দ কাজ' বলে সগীরা গুনাহ এবং 'নির্লজ্জলতা' বলে কবীরা গুনাহ বুঝানো হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী]

এখানে সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে আজিজের স্ত্রী দ্বারা ইউসুফ নবী প্রভাবিত হয়ে গেছিলেন সেই সময়ে ফেরেস্তাগন আল্লাহকে বলল আপনার খাঁটি বান্দা পাপ করার চিন্তা করছে মানে সে যুলাইখার সাথে খারাপ কাজ করতে ইচ্ছুক হয়েছিল৷ তার জন্য আল্লাহ ফেরেস্তাদের বললেন ইউসূফ যদি পাপ করে তবে তার আমলনামায় তা লিখে দাও৷ ইউসূফ নবী যুলাইখার সাথে খারাপ কাজ করতে পারেন নাই কারন আল্লাহ সেখানে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু তিনি মনে মনে যুলাইখার সাথে খারাপ কাজ করতে চেয়েছিলেন৷ এখন অন্যের স্ত্রীকে পেয়ে চাওয়া কি পাপ নয়? অবশ্যই তা পাপ৷ কারন ইহুদিদের শরিয়তে সেই সময়েই লেখা ছিল,"তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না; প্রতিবাসীর স্ত্রীতে, কিম্বা তাহার দাসে কি দাসীতে, কিম্বা তাহার গরুতে কি গর্দভে, প্রতিবাসীর কোন বস্তুতেই লোভ করিও না৷"[278] এবং মসীহ বলেছেন, "আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল৷" [279] উক্ত বিষয়ে আর কিছু দলিল পেশ করছিঃ

12.24 Jalal - Al-JalalaynAnd **she certainly desired him, she sought sexual intercourse with him, and he would have desired her [too], he would have sought the same,** had it not been that he saw the proof of his Lord: Ibn 'Abbās said, **'Jacob** was made to appear before him, and **he struck his [Joseph's] breast, whereupon his [sexual]** desire withdrew [from his body] through his fingernails (the response to lawlā, 'had it not been', has been omitted: [understood to be] la-jāma'ahā, 'he would have lain with her'). So it was, that We made him see the proof, that We might ward off from him evil, betrayal, and lewdness, [the act of] fornication. Truly he was of Our devoted servants, in terms of obedience (mukhlisīn: a variant reading has mukhlasīn, in other words, 'chosen/purified [servants]').[280]

12.24 Tustari - Al-TustariAnd **she certainly desired him, and he would have desired her [too],** had it not been that he saw the proof of his Lord.That is, with his natural self (nafs ṭabīʿiyya), he desired and inclined towards her, but with his divinely supported and protected self (nafs al-tawfīq wa'l-ʿiṣma), he desired to escape from her and oppose her. This means that his Lord protected him, and if it had not been for the protection of his Lord, he would have desired her, inclining towards that to which his lower self called [him]. He was protected by witnessing the proof (burhān) of his Lord, Mighty and Majestic is He, this being that the angel Gabriel came in the form of Jacob biting on his finger, upon which Joseph headed for the door while seeking forgiveness. His words, Exalted is He:[281]

[278] যাত্রাপুস্তক২০:১৭;

[279] মথি৫:২৮;

[280] https://quranx.com/Tafsirs/12.24

[281] https://quranx.com/Tafsirs/12.24

তাফসীরকারী আল-জালালাই এবং তাফসীরকারী তুসতারি সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছন **ইউসূফ নবী যুলাইখার সাথে খারাপ কাজ করতে চাইছিলনে।** এছাড়া তিনি শির্ক করেছিলেনঃ সে যে স্ত্রীর গৃহে ছিল সে তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিল এবং দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিল ও বলিল, আস। সে বলিল, "আমি আল্লাহর শরণ লইতেছি, তিনি[গৃতকর্তাঃ আযীয] আমার প্রভু; তিনি আমার থাকিবার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হয় না।[282]

এখানে হযরত ইউসুফ (আ.) আজীজে মিসরকে স্বীয় 'রব' পালনকর্তা বলেছেন। অথচ এ শব্দটি আল্লাহ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বৈধ নয়। কারণ এধরনের শব্দ শিরকের ধারণা সৃষ্টিকারী এবং মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করার কারণ হয়ে থাকে। এ কারণেই ইসলামি শরিয়তে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে, কোনো দাস স্বীয় প্রভুকে 'রব' বলতে পারবে না এবং কোনো প্রভু স্বীয়দাসকে 'বান্দা' বলতে পারবে না। কিন্তু এ হচ্ছে ইসলামি শরিয়তের বৈশিষ্ট্য। এতে শিরক নিষিদ্ধ করার সাথে এমন বিষয়বস্তুকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে যা শিরকের উপায় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

তাফসীর আল-জালালাইন খন্ডঃ৩,পৃষ্ঠাঃ২৩৭

এখানে দেখা যাচ্ছে ইউসূফ নবী আজীজকে "রব"/পালনকর্তা বলেছেন যা মূলত শির্ক হিসাবে ইসলামে ধরা হয়, তবে ইসলামি দৃষ্টিকোন অনুসারে ইউসূফ নবী পাপী ছিল।

মুসা নবীর পাপঃ তিনি আরেকজন নবীর চুল দাড়ি ধরে টানা টানি করেছিলেন,

"তারপর যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়, তখন বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কি নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বটাই না করেছ। তোমরা নিজ পরওয়ারদেগারের হুকুম থেকে কি তাড়াহুড়া করে ফেললে এবং **<u>সে তখতীগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন।</u>** ভাই বললেন, হে আমার মায়ের পুত্র, লোকগুলো যে আমাকে দুর্বল মনে করল এবং আমাকে যে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল।সুতরাং আমার উপর আর শত্রুদের হাসিও না।আর আমাকে জালিমদের সারিতে গন্য করো না।"[283]

তিনি আল্লাহর ফেরেস্তাকে মেরে তার চোখ ফাটিয়ে দিয়েছিলেন, সহি বুখারি ৩৪০৭

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, মালাকুল মাওতকে মূসা ('আঃ)–এর নিকট তাঁর জন্য পাঠান হয়েছিল। <u>ফেরেশতা যখন তাঁর নিকট আসলেন, তিনি তাঁর চোখে চপেটাঘাত করলেন।</u> তখন ফেরেশতা তাঁর রবের নিকট ফিরে গেলেন এবং বললেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার নিকট পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। আল্লাহ্ বললেন, তুমি তার নিকট ফিরে যাও এবং তাকে বল সে যেন তার একটি হাত গরুর পিঠে রাখে, তার হাত যতগুলো পশম ঢাকবে তার প্রতিটি পশমের বদলে তাকে এক বছর করে জীবন দেয়া হবে। মূসা ('আঃ) বললেন, হে

[282] সূরা১২:২৩;

[283] সূরা ৭:১৫০;

রব! অতঃপর কী হবে? আল্লাহ্ বললেন, অতঃপর মৃত্যু। মূসা ('আঃ) বললেন, তাহলে এখনই হোক। (রাবী) বলেন, তখন তিনি আল্লাহ্র নিকট আরয করলেন, তাঁকে যেন 'আরদে মুকাদ্দাস' হতে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্বের সমান স্থানে পৌঁছে দেয়া হয়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি যদি সেখানে থাকতাম তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পথের ধারে লাল টিলার নীচে তাঁর কবরটি দেখিয়ে দিতাম। রাবী আব্দুর রায্ যাক বলেন, মা'মার (রহঃ) ...... আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে একইভাবে বর্ণনা করেছেন।[284]

তিনিও উলঙ্গ হয়ে গোসল করেছিলেন যা আমি প্রথমের দিকে উল্লেখ করেছি। তখন আপনি চিন্তা করুন একজন নবী হয়ে আকের জন নবী চুল দাড়ি ধরে টানা টানি করা কি পাপ নয়? তিনি ফেরেস্তাকে মেরেছেন এটা কি পাপ নয়? কুরআনে লেখা আছে তিনি একজন মানুষকেও হত্যা করেছিলেন, মানুষ হত্যা করা কি পাপ নয়?

"তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা ছিল বেখবর। তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তাঁর নিজ দলের এবং অন্য জন তাঁর শত্রু দলের। অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী।"[285]

হযরত মুহাম্মদের পাপঃ

সহি মুসলিম৯৭১ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাজদায় গিয়ে বলতেনঃ "আল্লা-হুম্মাগ্ ফিরলি যামবী কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়াজিল্লাহু ওয়া আওওয়ালুহু ওয়া আ -খিরাহু ওয়া 'আলা-নিয়াতাহু ওয়া সিররাহু " অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমার সকল প্রকার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। কম এবং বেশি, প্রথম এবং শেষ, প্রকাশ্য এবং গোপনীয়। (ই.ফা. ৯৬৬, ই.সে. ৯৭৭)[286]

সহি মুসলিম৯৭৩'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ইন্তেকালের পুর্বে এই দু 'আটি খুব বেশি মাত্রায় পাঠ করতেনঃ "সুবহা-নাকা ওয়াবি হামদিকা আসতাগফিরুকা ওয়াতুবু ইলায়ক "। অর্থাৎ, "মহান পবিত্র আল্লাহ, সকল প্রশংসা প্রাপ্য একমাত্র তার , আমি তোমার নিকট সকল পাপের ক্ষমা চাচ্ছি ও তাওবাহ করছি। " রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আপনাকে এ সব নতুন বাক্য পড়তে দেখছি - এগুলো কি? তিনি বললেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যে আমার একটি নিদর্শন বা চিহ্ন রাখা হয়েছে। যখন আমি তা দেখি তখন এগুলো বলতে থাকি। আমি দেখেছিঃ "ইযা-জা-আ-নাসরুল্ল-হি ওয়াল্ ফাত্হ" সুরার শেষ পর্যন্ত। (ই.ফা. ৯৬৮, ই.সে. ৯৭৯)[287]

মুহাম্মদ তার পাপের জন্য বারবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। যদি তিনি কোন পাপ না করে থাকেন তবে তিনি ক্ষমা চাইবেন কেন? যেহেতু তিনি পাপ করেছিলেন সেই জন্যই তিনি বলেছেন, "মহান পবিত্র আল্লাহ, সকল প্রশংসা প্রাপ্য একমাত্র তার, আমি তোমার নিকট সকল পাপের ক্ষমা চাচ্ছি ও তাওবাহ করছি।"

---

[284] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/3407

[285] সূরা ২৮:১৫;

[286] http://ihadis.com/books/muslim/hadis/971

[287] http://ihadis.com/books/muslim/hadis/973

তাই এটা প্রামানিত হয় যে ইসলাম অনুসারে নবীরা পাপী ছিলেন। এখন আমি যদি যুবায়ের আহমদের যুক্তি পেশ করে বলি, ইসলামের নবীরা যে সমস্ত পাপ করেছেন তা কুরআন এবং হাদিসের শিক্ষা। আপনি তা মানবেন? আমরা ত মনে হয় না? ঠিক তেমনি পবিত্র বাইবেলে কিছু নবীদের দ্বারা ঘটে যাওয়া পাপের বিষয়ে উল্লেখ করেছে, কিন্তু সেটা পবিত্র বাইবেলের আদেশ নয় বরং তা পূর্বে ঘটে যাওয়া ইতিহাস।

৪২। জিজ্ঞাসাঃ যীশু পূর্বের নবীদের চোর ডাকাত বলেছেন।

জাবাবঃ

এই আয়াতের কন্টেক্সট থেকে আমরা বুঝতে পারি যে "আমার আগে যারা এসেছিল" বলতে ভণ্ড নবী ও স্বার্থপর নেতাদের বোঝায়। নবী যিহিষ্কেলকে ঈশ্বর এই বিষয়ে বলেছিলেন,

হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি ইস্রায়েলের পালকদের বিরুদ্ধে ভাববাণী বল, ভাববাণী বল, তাহাদিগকে, অর্থাৎ সেই পালকদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের সেই পালকদিগকে ধিক্, যাহারা আপনাদিগকেই পালন করিতেছে। মেষগণকেই পালন করা কি পালকদের কর্তব্য নয়? তোমরা মেদ খাইয়া থাক, মেষলোম পরিধান করিয়া থাক, পুষ্ট মেষ বলিদান করিয়া থাক, কিন্তু মেষগণকে পালন কর না।[288]

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সে সমস্ত লোকেদের বিষয়ে বলেছিলেন যারা মেষগন [অনুসারীদের] বিষয়ে চিন্তা করত না শুধু নিজদের নিয়ে ব্যস্ত থাকত। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তার পূর্বের নবীদের সম্মাণ করতেন।[289] তিনি তাদেরকে চোর ডাকাত বলেন নি।

[288] যিহিষ্কেল ৩৪:২-৩;

[289] মথি ৫:১৭; মথি ১২:৩; লূক ১৩:২৮; যোহন৮:৩৯,৪০;

৪৩। জিজ্ঞাসাঃ প্রচলিত ইঞ্জিল কি আল্লাহর কালাম?

জবাবঃ ২৪ নং প্রশ্নটি এই এবং তার জবাব আমি আগেই দিয়ে দিছি [২৪ নং জাবাব দেখুন]

৪৪। জিজ্ঞাসাঃ বাইবেলে নামে কোন কিতাব ছিল না? ইঞ্জীল মুসলিমদের ধোকা দেওয়ার জন্য লেখা হয়েছে?

এর জাবাব আমি আগেই দিয়ে দিয়েছি [২৯ এবং ৩৬ জবাব দেখুন]

৪৫। জিজ্ঞাসাঃ ইঞ্জীল শরীফে কেন ইসলামি লগো ব্যবহৃত হয়েছে?

জাবাবঃ ইঞ্জীল শরীফে যে লোগো ব্যবহৃত হয়েছে তা দেখতে মসজিতের মতন মনে হলেও সেটা ইসলামি লোগো নয়। মূলত ইহুদি-খ্রীষ্টানদের অনেক জিনিস মুসলিমরা চুরি করে নিজের বলে দাবি করে আসছে। ইহুদিরা আগে থেকে টুপি পরে, মুসলিমরা ইহুদিদের দেখে নিজেরাও টুপি পরেছে, [যদিও কুরআনে এই বিষয়ে কোন আয়াত নেই] ইহুদিরা খাৎনা দেয় মুসলিমরাও তাদের দেখে সেটা দেয় আর নাম দিয়ে দিছে মুসলমানি [যদিও কুরআনে এই বিষয়ে কোন আয়াত নেই] ইহুদিরা দাড়ি রাখে তার দেখে মুসলিমরাও দাড়ি রাখে [যদিও কুরআনে এই বিষয়ে কোন আয়াত নেই], ইহুদিরা যে কায়দায় উপাসনা করে প্রায় তাদের মতন করেই মুসলিমরা নামজ পড়তে শেখে [যদিও কুরআনে এই বিষয়ে কোন আয়াত নেই] এমন কি খ্রীষ্টানদের প্রাচীন গীর্জার গুলোর মডেল চুরি করে তারা মসজিত তৈরি করেছে কি আবাক হচ্ছেন?



এই প্রাচীন গীর্জার নাম ছিল Hagia Sophia যা মুহাম্মদের জন্মের আগে তৈরি হয়েছিল ৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে[290] এটা তৈরি হয়েছিল। বর্তামানে তুর্কি সরকার জোর করে এই প্রাচীন গীর্জাটি মসজিত বানিয়েছে। এই প্রাচীন গির্জার মডেল চুরি করে মুলত মুসলিমদের মসজিত গুলো তৈরী

[290] https://en.wikipedia.org/wiki/Hagia_Sophia

করেছে। কথায় আছে চোরের মায়ের বড় গলা। আর যুবায়ের আহমদ তারই প্রামান দিয়েছেন। Basilica of San Lorenzo, Milan. যা তৈরি হয়েছিল ৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে



মিলিয়ে দেখুন ত এই গীর্জার মডেল আর কারা চুরি করেছে!!!

St. Peter’s Basilica ৩২৬-৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হয়েছে



এই গম্বুজের মডেল কারা চুরি করেছে?

Mar Sarkas ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের গীর্জা



সিরিয়ায় অবস্থিত এই গীর্জাটির পুরা মডেল মুসলিম বিশ্ব চুরি করেছে এবং আল্লাহর ঘর বানিয়েছে। আর কোথায় যুবায়ের আহমদ মূর্খের মতন কথা বলেছেন। তিনি হয়ত ভুলে গেছেন যে ইহুদি-খ্রীষ্টানরা মুসলিমদের চুরি করে না বরং মুহাম্মদ বলেছেন তোমরা ইহুদি-খ্রীষ্টান নকল করোঃ সহি বুখারি ৩৪৫৬; আবূ সা'ঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থা পুরোপুরি অনুসরণ করবে , প্রতি বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি গজে গজে। এমনকি তা রা যদি গো সাপের গর্তেও ঢুকে তবে তোমরাও তাতে ঢুকবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ইয়াহূদী ও নাসারার কথা বলছেন? নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তবে আর কার কথা?[291]

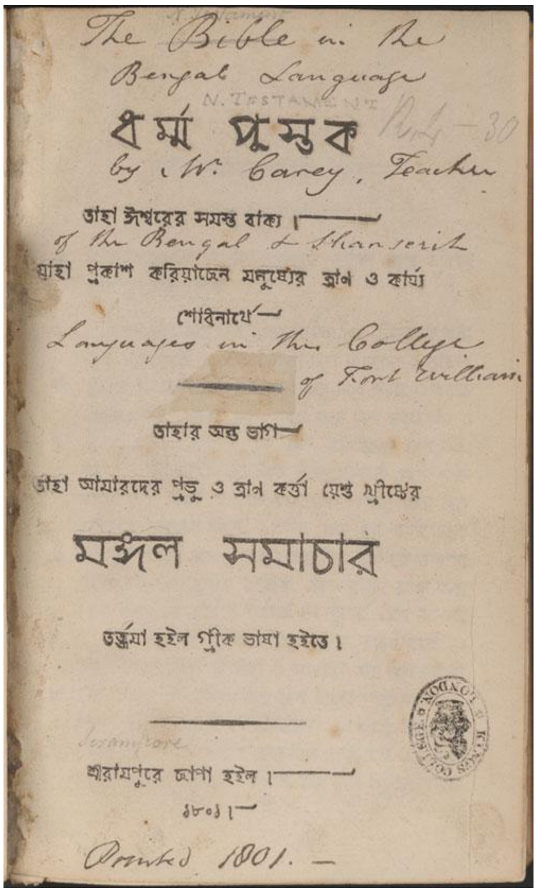
[291] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/3456

৪৭-৪৮। জিজ্ঞাসাঃ ইঞ্জীল কোন ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে? ইঞ্জীলে মূল ভাষা কেন অনুবাদে ব্যবহৃত হয় নি?

এর জাবাব আমি আগেই দিয়ে দিয়েছি [২৩ এবং২৯ জবাব দেখুন]

৪৯। জিজ্ঞাসাঃ ইঞ্জীলের অনুবাদক কে? তার নাম পরিচয় কি?

জাবাবঃ শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম কেরি বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন এবং ১৭৯৩ ও ১৮০১ সালে এটি প্রকাশ করেন।[292] বাংলাদেশে ব্যবহৃত বাইবেলের বাংলা *সাধু রীতির* অনুবাদ কেরির সংস্করণ থেকেই উদ্ভূত, যেখানে বাংলা *চলিত রীতির* সংস্করণগুলি নবতর অনুবাদ।[293]


The Bible in the Bengal Language
N. TESTAMENT
ধর্ম্ম পুস্তক
by W. Carey, Teacher
তাহা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।
of the Bengal & Shanscrit
যাহা প্রকাশ করিয়াছেন মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্য
শোধনার্থে
Languages in the College of Fort William
তাহার অন্ত ভাগ
তাহা আমারদের প্রভু ও ত্রাণ কর্ত্তা যেশু খ্রীষ্টের
মঙ্গল সমাচার
তর্জ্জমা হইল গ্রীক ভাষা হইতে।
Serampore
শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।
১৮০১।
Printed 1801.

স্যার উইলিয়াম কেরীর প্রকাশিত প্রথম পবিত্র বাইবেলের বাংলা অনুবাদ।

অনুবাদকের পরিচয়ঃ

বাংলাদেশে ব্যবহৃত বাইবেলের বাংলা *সাধু রীতির* অনুবাদ কেরির সংস্করণ থেকেই উদ্ভূত, যেখানে বাংলা *চলিত রীতির* সংস্করণগুলি নবতর অনুবাদ।[294]তিনি ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি, প্রথম ডিগ্রী প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও শ্রীরামপুর কলেজ এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

জন্মঃ

---

292 শিশির কুমার দাস *Early Bengali prose, Carey to Vidyāsāgar* ১৯৬৬ "তা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেরির বাইবেল ভাষাটির ধরনের একটি বিশেষ এবং সীমাবদ্ধতার মূল হয়ে ওঠে যাকে খ্রিষ্টীয় বাংলা বলা যেতে পারে।"

293 বাংলাদেশে ব্যবহৃত বাইবেলের বাংলা *সাধু রীতির* অনুবাদ কেরির সংস্করণ থেকেই উদ্ভূত, যেখানে বাংলা *চলিত রীতির* সংস্করণগুলি নবতর অনুবাদ।

294 মঙ্গলাদি, বিশাল (১৯৯৯)। *The Legacy of William Carey: A Model for the Transformation of a Culture*। পৃষ্ঠা ৬১–৬৭। আইএসবিএন 978-1-58134-112-6।

উইলিয়াম কেরি ১৭৬১ সালের ১৭ আগস্ট ইংল্যান্ডের নর্দানটন শায়ার, পলাইপুরী গ্রামে একটি দরিদ্র তাঁতী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এলিজাবেথ ও এডমন্ড কেরির পাঁচ সন্তানের মধ্যে উইলিয়াম কেরি ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। ছয় বছর বয়সে তার পিতা তার জন্য স্থানীয় চার্চ সম্প্রদায়ের করণিক ও গ্রাম্য স্কুলশিক্ষককে নিযুক্ত করেন। বাল্যকাল থেকেই কেরি ছিলেন জ্ঞানপিপাসু। তখন থেকেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বিশেষত উদ্ভিদবিদ্যায় কেরির গভীর আগ্রহ লক্ষিত হয়। এছাড়াও ভাষাশিক্ষার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন বিশেষ মেধাসম্পন্ন। স্বচেষ্টায় তিনি লাতিন ভাষা শিখতে সামর্থ হয়েছিলেন।[295]

জীবনকালঃ

১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি হ্যাকেল্টন-এ ক্লার্ক নিকোলাস নামক এক মুচির অধীনে কাজ শিখা শুরু করেন। নিকোলসের কাছে শিক্ষানবিশ করার সময় তিনি স্বচেষ্টায় স্থানীয় এক কলেজ-শিক্ষিত গ্রামবাসীর সহায়তায় গ্রিক ভাষা শিখেন।[296]

১৭৭৯ সালে নিকোলসের মৃত্যু হলে কেরি থমাস ওল্ড নামক অপর এক মুচির নিকট কাজ করতে যান। ১৭৮১ সালে থমাস ওল্ডের শ্যালিকা ডরোথি প্ল্যাকেটকে বিবাহ করেন। তাঁদের বিবাহ হয়েছিল চার্চ অফ সেন্ট জন ব্যাপটিষ্ট গির্জায়। ডরোথি লেখাপড়া জানতেন না, তাই বিবাহের স্বাক্ষরের স্থানে ক্রস চিহ্ন দিয়েছিলেন। এঁদের মোট ৪টি পুত্র ও ২টি কন্যা সন্তান জন্মেছিল। মেয়ে দুটি অল্পবয়সেই মারা যায়। তাদের পুত্র পিটারও মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মারা যায়। এর কিছুদিনের ভিতরে থমাস ওল্ড মৃত্যুবরণ করলে , কেরী তাঁর ব্যবসার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি হিব্রু, ইতালীয়, ডাচ ও ফরাসি ভাষা শেখেন। জুতা প্রস্তুত করার ফাঁকে ফাঁকে প্রায়শই তিনি পড়াশোনা করতেন।[297]

অবদানঃ

১৭৯৮ সালে উইলিয়াম কেরি শ্রীরামপুর ছাত্রাবাস স্থাপন করেন।

ইতিমধ্যে মুল মিশনারি সোসাইটি ভারতে আরও মিশনারি পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সুত্র ধরে প্রথমে আসেন জন ফাউন্টেইন। তিনি মেদেনীপুরে একটি স্কুল চালু করেন। তারপর ১৭৯৯ সালের শেষ দিকে আসেন চিত্রকর উইলিয়াম ওয়ার্ড, স্কুলশিক্ষক জোশুয়া মার্শম্যান, মার্শম্যানের ছাত্র ডেভিড ব্রানসডন এবং উইলিয়াম গ্রান্ট, যিনি অবতরণের তিন সপ্তাহের মধ্যেই মারা যান। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখনও মিশনারিদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলো। তাই মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড কোম্পানিকে ফাঁকি দিয়ে একটি মার্কিন জাহাজে এসেছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁদের আসল উদ্দেশ্যের খবর জানতে পেরে তাঁদের গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেয়। এমন সময় তাঁরা কলকাতার অদূরে শ্রীরামপুরের ড্যানিশ কলোনিতে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। ও সেখানে বসবাস শুরু করেন। এবং ১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারি কেরিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। এদের প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুরে ব্যাপ্টিস্টমিশন গড়ে উঠে। ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা প্রসারের সুবিধার্থে তারা এখানে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই প্রেস থেকেই এ বছর ৫ই মার্চ উইলিয়ম কেরির সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় বাইবেলের নতুন নিয়ম প্রকাশ করা হয়।[১৩] এই বছরেই ফাউন্টেইন মারা যান এবং তাঁরা প্রথম কৃষ্ণ পালকে খ্রিষ্টান বানাতে সক্ষম হন। এছাড়াও এ বছর তিনি বালকদের জন্যে প্রথম অবৈতনিক দৈনিক স্কুল স্থাপন করেন এবং পুরাতন নিয়মের মাত্র দুটো পুস্তক ছাড়া সম্পূর্ণ বাইবেলের অনুবাদ শেষ করেন।

১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে ডেভিড ব্রুনস্‌ডন এবং থমাস মৃত্যুবরণ করেন। এই বছরে কোম্পানির গভর্নর -জেনারেল ওয়েলসলি ইংল্যান্ড থেকে আগত কোম্পানির তরুণ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভূগোল ইত্যাদি শেখানোর উদ্দেশে কলকাতায় ফো র্ট উইলিয়াম নামক একটি কলেজ স্থাপন করেন। এবং উইলিয়াম কেরি এই বছর মে মাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন। সেই সাথে কেরির অধীনে কয়েকজন বাঙালি পণ্ডিত এবং মুনশি নিযুক্ত হয়। দেশীয় পণ্ডিতদের নিয়ে কেরি শ্রেণি ভিত্তিক কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ

295 Beck, James R. Dorothy Carey: The Tragic and Untold Story of Mrs. William Carey. Grand Rapids: Baker Book House, 1992.

296 Glimpses #45: William Carey's Amazing Mission"। Christian History Institute। ২০০৫-০৪-০৪ তারিখে মুল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-০২-১১।

297 Carey, William. *An Enquiry into the Obligations of Christians to Use Means for the Conversion of the Heathens.* Leicester: A. Ireland, 1791.

করেন। রামরাম বসু এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রথম দু বছরে তিনটি গ্রন্থ এবং কেরি একটি বাংলা ব্যাকরণ ও আদর্শ সংলাপের একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

১৮০৩ সালে তিনি নিজের মত করে একটি মিশনারি স্থাপন করেন।[298] ও ১৮০৫ সালে তাঁর মারাঠী ব্যাকরণ (Marathi grammar) প্রকাশিত হয়। ১৮০৭ সালে তাকে বাউন ইউনিভার্সিটি সম্মান সূচক ডক্টর অফ ডিভিনিটি ডিগ্রি প্রদান করে। এবং এ বছর তার প্রথম স্ত্রী মারা যান। পরে ১৮০৮ সালে তিনি ড্যানিশ মেয়ে সার্লট রুউমোরকে বিয়ে করেন। এবং এই বৎসরেই তাঁর সংস্কৃতিতে অনূদিত নতুন নিয়ম প্রকাশিত হয়।

১৮০৯ সালে তিনি বাংলাতে সম্পূর্ণ বাইবেলের অনুবাদ সম্পন্ন করেন। এবং এ বছরই তা ছাপা হয় । ও ১৮১১ সালে মারাঠি ভাষায় করা তার অনুবাদ নতুন নিয়ম প্রকাশিত হয়। ১৮১২ সালের ১১ মার্চ সন্ধ্যায় তার প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর ছাপাখানায় আগুন লাগে। এতে করে টাইপ , অনুলিপি, পুস্তকসহ অনেক মূল্যবান সম্পদ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ১ লাখ ৩৩ হাজার টাকা। এ সংবাদ কলকাতায় পৌঁছালে সেখান থেকে আট হাজার দুইশত টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। ইংল্যান্ডে খবর পৌছানোর দুই মাসের মধ্যে প্রায় এক লাখ ৪২ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। এ বছরই কেরির "ইতিহাস মালা" পুস্তকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রায় ১৫০টি শিরোনামের নানা স্থানের ১৪৮টি গল্প মুদ্রিত হয়।

১৮১৪ সালে ভারতবর্ষের জনসাধারণের জন্যে তিনি সরকারের কাছে বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব (Plan for instructing native inhabitants of India in European Sciences) পেশ করেন। ও ১৮১৫ সালে পাঞ্জাবি ভাষায় করা তার অনুবাদ নতুন নিয়ম প্রকাশিত হয়। এবং ১৮১৭ সালে দেশীয় ছাত্রদের মাঝে পুস্তকের অভাব মেটানোর উদ্দেশ্যে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে ১৬ জন ইউরোপীয়, ৪ জন মৌলভী ও ৪ জন বাঙালী হিন্দু, নিয়ে এর পরিচালক সমিতি গঠন করা হয়।

১৮১৮ সালে "দিকদর্শন" নামে একটি মাসিক, "সমাচার দর্পণ" নামে একটি সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা এবং "Friends of India" নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ বছর শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্কুল পরিচালনার জন্য কলকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়। স্কুল এবং কলেজের জন্যে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের জন্যেও কেরী কাজ করেন। ভারতে স্ত্রী শিক্ষা প্র বর্তনের পক্ষে এবং সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে তিনি বিশেষভাবে তৎপর ছিলেন। এ বছর সংস্কৃত ভাষায় করা তার অনুবাদ পুরাতন নিয়ম অনূদিত হয়।

১৮১৯ সালে বড়লাট পত্নী লেডি হেস্টিংসের উৎসাহে ড.উইলিয়াম কেরি একটি কৃষি সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির কয়েকটি স্থানে আদর্শ কৃষি উদ্যান ছিল। ১৮২০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর হর্টিকালচার ও এ্যাগ্রিকালচার সোসাইটি স্থাপন করেন। এই বছর তিনি মারাঠি ভাষায় পুরাতন নিয়ম প্রকাশ করেন। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামপুর স্কুলকে কলেজে উন্নীত করেন। এবং এ বছর কেরীরদ্বিতীয় স্ত্রী সার্লট মারা যান।[299]

১৮২২ সালে তার জীবনে বড় ধরনের দুটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। এ বছর তিনি তার যোগ্য পুত্র ফেলিক্স কেরিকে হারান এবং তার বহু পরিশ্রমের ফসল ইউনিভার্সাল ডিকশেনারি বা ভারতীয়১৩টি প্রধান ভাষার সর্বশব্দ কোষ আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গ্রেস হ'গসকে তার তৃতীয় সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেন। ও ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি একটি বাংলা -ইংরেজি অভিধান প্রণয়ন করেন। এবং ১৮২৯ সালে ৫ ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক একটি আইন জারি করেন এবং বিশেষ দূতের মাধ্যমে ঐ দিনই এই আইনের বাংলা অনুবাদের জন্য কেরির কাছে পাঠান। সারাদিন ধরে এটি অনুবাদ করে বৃদ্ধ কেরি নিজেই বেন্টিঙ্কের হাতে পৌঁছে দেন। এবং সেই দিনই ঘোড়ায় চড়ে কলকাতার আশেপাশের লোকদের এই আইনের কথা জানান। আর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটি ১৮৩০ সালে বন্ধ হয়ে যায়, যেখানে কেরি প্রায় ৩১ বছর বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।তিনি বাংলা মুদ্রনের প্রবর্তক।

মৃত্যুঃ

---

298 Smith, George. *The Life of William Carey: Shoemaker and Missionary.* London: Murray, 1887.

299 "উইলিয়াম কেরী : বাংলাপ্রেমী এক বিদেশী"। dailysangram.com। সংগ্রহের তারিখ ১২ এপ্রিল ২০২০।

১৮৩৪ সালের ৯ জুন ৭৩ বছর বয়সে উইলিয়াম কেরি নামক এই ভদ্রলোকের মহান কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এবং শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীদের সমাধি ক্ষেত্রে তাকে সমাহিত করা হয়।[300]

৫০।জিজ্ঞাসাঃ আল্লাহর কালামের কি সংস্কারের প্রয়োজন হয়?

জাবাবঃ আগেই দেওয়া হয়েছে [২৫ নং জবাব দেখুন]

৫১-৫৩। জিজ্ঞাসাঃ হযরত শব্দের অর্থ প্রভু সেই যুক্তিতে যুবায়ের আহমেদ খ্রীষ্টানদের প্রভু, ইঞ্জিলে কেন হযরত কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে?

জাবাবঃ মুহাম্মদের নামের আগে হযরত লাগানোর নিয়ম কি কুরআনে লেখা আছে? নাই। অন্য কোন নবীর জন্য "হযরত" পদবিটি কুরআনে কোথাও উল্লেখিত রয়েছে? নাই। তবে আপনারা কেন নবীদের নামের আগে হযরত শব্দটা যুক্তি করেছেন? হযরত শব্দের অর্থ প্রভু নয়। **হযরত** (*Ḥaḍrah*, আরবি: حضرة) হল সম্মানসূচক আরবি উপাধি। এর শাব্দিক অর্থ "উপস্থিত"। তুর্কি ও বসনিয়ান ভাষায়ও এই শব্দটি রয়েছে। এখন প্রশ্ন হলোঃ যুবায়ের আহমদ কি কোন নবী? যে তিনি "হযরত" উপাধি ব্যবহার করছেন? তার নামে কেন তিনি "হযরত" ব্যবহার করেছেন তার জন্য তাকে কুরআন এবং হাদিস হতে দলিল পেশ করার চেলেঞ্জ করছি। ইঞ্জিল শরীফে হযরত শব্দটি ব্যবহার করা সম্মানসূচক হিসাবে খ্রীষ্টানরা আগে থেকেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যদের এবং প্রাচীন ধর্মীক ব্যক্তিদের "সাধু/সেন্ট" বলতেন যার অর্থ প্রভু নয়।

৫২।জিজ্ঞাসাঃ ইঞ্জীলে সিপারা শব্দের কেন ব্যবহার করা হয়েছে?

জাবাবঃ **সিপারা, ছেপারা এর বাংলা অর্থ** [সিপারা, ছেপারা] (বিশেষ্য) কোরান শরিফের ত্রিশ অংশের এক অংশ। {(ফারসি) সিপারহ}[301] অর্থাৎ এক একটি সিপারা কুরাআনের এক একটি অংশ। যুবায়ের আহমদ দাবি করেছেন ইঞ্জিলে কেন এই কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। সিপারা এটা কুরআনের ভাষা নয় বরং ফারসি ভাষা। এই ভাষা চাইলে আমিও আমার গ্রন্থের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। মুসলিমদের ভাষায় ইঞ্জিল অনুবাদ করা হয়েছে তাই সেখানে ইঞ্জিলের অংশকে বোঝানোর জন্য সিপারা কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে চারজন ইঞ্জিল লেখকের ক্ষেত্রে[১ম ২য় ৩য় ৪র্থ]। তাই এখানে কোন সমস্যা নাই।

৫৪-৫৭। জিজ্ঞাসাঃ যীশুর উপরে যে ইঞ্জিল অবতীর্ন হয়েছে সেটা কোথায়?

জাবাবঃ আমি আগেই দিয়েছি [২১-২৪ নং জবাব পড়ুন]।

300 "উইলিয়ম কেরি"। onushilon.org। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০।

301 https://www.dictionaryfaq.com/সিপারা%2C+ছেপারা/bntobn

৫৮। জিজ্ঞাসাঃ বাইবেল মুখস্তকারী বিশ্বে কেউ নাই তাই বাইবেলে ঈশ্বরের বাক্য নয়।

জবাবঃ কুরআনে ৬২৩৬ টি আয়াত আছে আবার কেউ বলে ৬২৩৮ টি, অন্যদিকে পবিত্র বাইবেলের ৩১,১০২টি। কোথায় মাত্র ৬ হাজার আর কোথায় ৩১ হাজার!!! পবিত্র বাইবেলের সুসমাচের [ইঞ্জিলে] ৭৯৫৭ টি আয়াত আছে যা কুরআনের আয়াতের থেকে অনেক বেশি। তবুও **Martin Luther, Fanny Crosby, Bill Gothard, Bill Gothard** সম্মানিত ব্যক্তিরা পবিত্র বাইবেলে মুখস্ত করেছিলেন।

৫৯-৭৩ নং জিজ্ঞাসাঃ এই প্রশ্ন গুলো সবই কিতাবুল মোকাদ্দস নিয়ে যুবায়ের আহমদ করেছেন।

জবাবঃ ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থকে כִּתְבֵי הַקֹּדֶשׁ (*Kitvei hakkodesh*) নামে ডাকতেন [বই] গ্রীক ভাষায় τὰ βιβλία τὰ ἅγια, *tà biblía tà ágia*[302] যার বাংলা অর্থঃ পবিত্র শাস্ত্র/ বই/কিতাব। আরবীতে পবিত্র শব্দের জন্য মোকাদ্দস শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং শাস্ত্র/বই বোঝাতে কিতাব শব্দ ব্যবহার করা হয়।

হিব্রুঃ כִּתְבֵי הַקֹּדֶשׁ (*Kitvei hakkodesh*)

গ্রীকঃ τὰ βιβλία τὰ ἅγια, *tà biblía tà ágia*

আরবীঃ (الـ ک تاب الـ م قدس) Kitabul Muqaddas

ইংরেজীঃ The Holy scripture /Book

বাংলাঃ পবিত্র শাস্ত্র [বই]।

পবিত্র বাইবেল নামটি হিব্রু,গ্রীক আরবী, ইংরেজি, বাংলা সব ভাষায় একি অর্থ বহন করে। পবিত্র বাইবেলকে যদি কেউ কিতাবুল মোকাদ্দস [পবিত্র শাস্ত্র/কিতাব] বলে এতে করে এর অর্থের পরিবর্তন হয় না। কুরআনেও বলা হয়েছে أهل الكتاب, *ahl al-kitāb* People of the Book কুরআনও বাইবেল অনুসারিদের People of the Book বলেছে। কুরআনে তাওরাত ইঞ্জিল কিতাব গুলোকে বুঝানোর জন্য "কিতাব" কথাটি ব্যবহার করেছে। কুরআনে অনেক আয়াতে তাওরাত ইঞ্জিল বোঝাতে কিতাব কথাটি ব্যবহৃত হয়েছেঃ "সন্তান বললঃ আমি [ঈসা] তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন।"[303]

"কাফেররা বলে, আমরা কখনও এ কোরআনে বিশ্বাস করব না এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবেও নয়। আপনি যদি পাপিষ্ঠদেরকে দেখতেন, যখন তাদেরকে তাদের পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।"[304]

"আমি আপনার প্রতি যে কিতাব প্রত্যাদেশ করেছি, তা সত্য-পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন কারী নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সব জানেন, দেখেন।"[305]

---

302 Bible Hub Archived 16 August 2014 at the Wayback Machine – The NT generally uses 1124 (graphḗ) for the Hebrew Scriptures (the OT) – but see also 2 Tim 3:16 and 2 Pet 3:16. 1124 (graphḗ) was used for the Hebrew Scriptures as early as Aristeas (about 130 bc; so MM)

303 সূরা ১৯:৩০;

304 সূরা৩৪:৩১;

"সুতরাং তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাক যা তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে৷ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে৷ কাজেই তুমি কস্মিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না৷"[306]

কুরআনে যদি তাওরাত ইঞ্জিল বোঝানোর জন্য "কিতাব" কথাটি ব্যবহার করতে পারে ত ইহুদি খ্রীষ্টানরা কেন ব্যবহার করতে পারবেনা? এমন কি যুবায়ের আহমদ নিজেও তার লেখায় তা প্রমানিত করে করেছেনঃ

> **জিজ্ঞাসা- ৬৩**
>
> **খ্রিস্টানভায়েরা বলেন, কিতাবুল মুকাদ্দাস হলো বাইবেলের অনুবাদ। বাইবেল অর্থ সমষ্টি। আর আরবী অনুবাদ হলো "মাজমুআ"। তাহলে কিতাবুল মুকাদ্দাস কেন? কিতাবুল মুকাদ্দাস অর্থ হলো পবিত্র গ্রন্থ, হওয়ার দরকার ছিল। "মাজমুআ" এমন ভুল কেন ?**

কিন্তু এই প্রশ্নে তিনি একটি ভূল ব্যাখাও দিয়েছেন৷ পবিত্র বাইবেলে অর্থ সমষ্টি নয় বরং "the books" কারন ৬৬টি পবিত্র কিতাব মিলিয়ে বাইবেল৷ এখন কে ভুল করেছে সেটা ত দেখায়া যাচ্ছে৷ যদিও তিনি মেনে নিয়েছেন যে পবিত্র বাইবেলের বাংলা অর্থঃ পবিত্র গ্রন্থ৷ তিনি বলেছেন, কিতাবুল মোকাদ্দস কোন ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে [৬৭ নং] যা সত্যই হাস্যকর প্রশ্ন কারন কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রথমের দিকে লেখা আছে এটা হিব্রু এবং গ্রীক থেকে অনুবাদ করা হয়েছে৷ ৫৯-৭৩ নং প্রশ্ন গুলো সবই হাস্যকর৷ তাই আমি একটি লেখার দ্বারাই এই হাস্যকর প্রশ্নের জাবাব দিচ্ছি৷ তিন বলেছেন, "আপনারা ইসলামি পরিভাষা কেন ব্যবহার করেছেন? তিনি হয়ত ইংরেজী কুরআন পড়েন নি, কারন মুসলিমরা খ্রীষ্টানদের পরিভাষা চুরি করে কুরআন অনুবাদ করছে৷ তারা আল্লাহ নাম সরিয়ে দিয়ে God শব্দ ব্যবহার করছে, ঈসা নাম বাদ দিয়ে Jesus নাম ব্যবহার করছে৷ সূরা ১৯:৩০; নং আয়াতের একটি উদাহরন দিচ্ছিঃ

Asad Quran Translation

[But] he said: "Behold, I am a servant of God. He has vouchsafed unto me revelation and made me a prophet,

Mustafa Khattab Quran Translation

Jesus declared, "I am truly a servant of Allah. He has destined me to be given the Scripture and to be a prophet.

LITERAL

(19:30) He said: "That I am God`s worshipper/slave, He gave/brought me The Book and He made me a prophet."

AHMED ALI

(19:30) I am a servant of God, he answered. "He has given me a Book and made me a prophet,

---

305 সূরা ৩৫:৩১;

306 সূরা১০:৯৪;

MUHAMMAD SARWAR

(19:30) He said, “I am the servant of God. He has given me the Book and has appointed me to be a Prophet.

TALAL ITANI

(19:30) He said, I am the servant of God. He has given me the Scripture, and made me a prophet.

WAHIDUDDIN KHAN

(19:30) [But] he said, “I am God’s servant. He has given me the Book and made me a prophet;

যুবায়ের আহমদের কাছে আমার প্রশ্ন!!! তবে কেন তারা খ্রীষ্টানদের পরিভাষা ব্যবহার করে খ্রীষ্টানদের ধোকা দিচ্ছে?আপনাদের ইসলামি ভাষার কোন শক্তি নাই যে আপনারা খ্রীষ্টানদের ভাষার সাহায্য নিচ্ছেন?

তিনি এটাও প্রশ্ন করেছেন আবরীতে নাকি কিতাবুল মোকাদ্দসের নাম “কিতবুল হায়াত” কেন দিয়েছেন?

ভাই আমরা ত আরবে বাস করি না যে আমরা আরবীয় খ্রীষ্টানদের ধর্ম গ্রন্থের নাম দিব। তবুও জাবাব দিচ্ছি প্রকাশিত বাক্য ২০ :১৫ ভার্সে জীবন কিতাবের [“কিতবুল হায়াত”] কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর এখানেও গ্রীক শব্দ **βίβλῳ (biblō)** ব্যবহৃত হয়েছে ,বিবিলো শব্দ সুসমাচারে তাওরাতকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে মার্ক১২ :২৬; জবুরকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে লূক ২০ :৪২; নবীদের কিতাব বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে লুক৩:৪;। কুরআনের অনেক নাম রয়েছেঃ কুরআন, কুরআনূল কারিম, আল-ফোরকান, আজ-জিকর ,আত-তানজিল,আল-মাসহাফ, আল মাজিদ কিতাবুল মুবিন ইত্যাদি। এখন আমি যদি পাল্ট প্রশ্ন করি একটি গ্রন্থের এত নাম কেন? তখন হয় ত তিনি বলে বসবেন এসব গুনবাচক নাম। সেই যুক্তিতে আমিও বলতে পারি কিতাবুল হায়াত” এটাও পবিত্র বাইবেলের গুনবাচক নাম। পবিত্র বাইবেল অথবা কিতাবুল মোকাদ্দস যে অনুবাদই হোক না কেন? অর্থ একই থাকে তাই এটা কোন সমস্যা নয়।

জিজ্ঞাসা- ৭৪

আপনারা বলেন আদম গুনাহগার ছিলেন। তার সন্তানগণও গুনাহগার। এই গুনাহ থেকে মুক্তির জন্য যীশু এসেছেন। কিন্তু বাইবেল বলে একজনের পাপ অন্য জন মুক্তি দিতে পারবে না। আপনারা বাইবেলবিরোধী বিশ্বাস করেন কেন? দেখুন বাইবেল কী বলে।

"যে পাপ করিবে সে মরিবে। পিতার পাপ পুত্র বহন করিবে না, পুত্রের পাপ পিতা বহন করিবে না।"

জাবাবঃ ৩৮-৪১ নং জবাবে আমি দেখিয়েছি যে নবীরা পাপি ছিলেন কিন্তু মসীহ একমাত্র নিষ্পাপ ছিলেন৷ একজন নিষ্পাপ ব্যক্তি ত পাপি লোকেদের মুক্ত করতে পারে, কোন পাপি অরেকজন পাপিকে মুক্ত করতে পারে না৷ যুবায়ের আহমদে পবিত্র বাইবেলে থেকে একটি ভার্স উল্লেখ করেছেন যেখানে লেখা আছে যে পিতার পাপের ভার পুত্র বহন করবে না এবং পুত্রের পাপের ভার পিতা বহন করবে না৷ [307] কিন্তু আমরা যদি নবী যিহিষ্কেলের লেখা সেই অধ্যায় ভাল করে দেখি সেখানে আদিপাপের বিষয়ে বলা হচ্ছে না বরং জাগতিক পাপের কথা বলা হয়েছে সম্পূর্ন অধ্যায় পড়লেই তা বোঝা যায়৷ তাও মাত্র কিছু অংশ দেখব এবং বিষয়ে পরিস্কার করব৷

"আবার দেখ, ইহার পুত্র যদি আপন পিতার কৃত সমস্ত পাপ দেখিয়া বিবেচনা করে, ও তদনুযায়ী কার্য না করে, পর্বতের উপরে ভোজন করে নাই, ইস্রায়েল-কুলের পুত্তলিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, আপন প্রতিবাসীর স্ত্রীকে ভ্রষ্ট করে নাই, কাহারও প্রতি দৌরাত্ম্য করে নাই, বন্ধক দ্রব্য রাখে নাই, কাহারও দ্রব্য বলপূর্বক অপহরণ করে নাই, কিন্তু ক্ষুধিত লোককে অন্ন দিয়াছে ও উলঙ্গকে বস্ত্র পরাইয়াছে, দুঃখী লোকের প্রতি উপদ্রব হইতে আপন হস্ত নিবারণ করিয়াছে, সুদ বা বৃদ্ধি লয় নাই, আমার শাসন সকল পালন করিয়াছে, ও আমার বিধিপথে গমন করিয়াছে, তবে সে আপন পিতার অপরাধে মরিবে না, সে অবশ্য বাঁচিবে৷ কিন্তু তাহার পিতা ভারী উপদ্রব করিত, ভ্রাতার দ্রব্য বলপূর্বক অপহরণ করিত, স্বজাতীয় লোকদের মধ্যে অসৎকর্ম করিত; তাই দেখ, সে আপন অপরাধে মরিল৷[308]

এখানে সুস্পভাবে জাগতিক পাপ- পূন্যের কথা বলা হয়েছে আদি পাপের নয়৷ সমালোচক হয় ত জানেন না আদিপাপের বিষয়ে নবী যিহিষ্কেলের কিতাবেই লেখা আছে,

পরে তুমি বাম পার্শ্বে শয়ন করিয়া ইস্রায়েল-কুলের অপরাধ তাহার উপরে রাখ; যতদিন তুমি তাহাতে শয়ন করিবে, ততদিন তাহাদের অপরাধ বহন করিবে৷ আমি তাহাদের অপরাধ-বৎসরের সংখ্যা তোমার জন্য দিনের সংখ্যা, অর্থাৎ তিনশত নব্বই দিন রাখিলাম; এইরূপে তুমি ইস্রায়েল-কুলের অপরাধ বহন করিবে৷ সেই সকল সমাপ্ত করিলে পর তুমি আপন দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবে, এবং যিহূদা-কুলের অপরাধ বহন করিবে; আমি চল্লিশ দিন, এক এক বৎসরের নিমিত্ত এক এক দিন, তোমার জন্য রাখিলাম৷"[309] এখানে নবী যিহিষ্কেল ইস্রায়েল এবং যিহূদা জাতির পাপের ভার বহন করেছেন, যা মূলত আদিপাপ যা আদমের কাছ থেকে এসেছে৷ যারা এমন সমলোচনা করতে আসেন তাদের আসলে পবিত্র বাইবেল টা ভাল করে পড়া উচিত, দেখা যায় তারা না পড়ে না বুঝি নিজেদের মনগড়া মন্তব্য পেশ করেন৷ কেউ করো পাপের ভার বহন করবে কি করবেনা সেই বিষয়ে ইসলামে পরস্পরবিরোধী শিক্ষা রয়েছে৷

---

[307] যিহিষ্কেল ১৮:২০;

[308] যিহিষ্কেল ১৮:১৪-১৮;

[309] যিহিষ্কেল৪:৪-৬;

“কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কেউ যদি তার গুরুতর ভার বহন করতে অন্যকে আহবান করে কেউ তা বহন করবে না-যদি সে নিকটবর্তী আত্নীয়ও হয়। আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করেন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে, স্বীয় কল্যাণের জন্যেই আল্লাহর নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন।” [310]

“যে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে কেয়ামতের দিন বোঝা বহন করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে এবং কেয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্যে মন্দ হবে। ”[311]

“ফলে কেয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতাহেতু বিপথগামী করে শুনে নাও, খুবই নিকৃষ্ট বোঝা যা তারা বহন করে।”[312]

কোনটা সত্য? বহন করবে!!! অথবা বহন করবেন না!!!

এমন কি মুহাম্মদও তার লেখা চিঠিতে লিখেছিলেন যে, একজন অন্যের পাপের ভার বহন করবে,

সহি বুখারি ২৯৩৬‘আবদুল্লাহ ইব্‌নু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কায়সারের নিকট চিঠি লিখেছিলেন এবং এতে বলেছিলেন , যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে রাখ তাহলে প্রজাদের পাপের বোঝা তোমার উপরেই চাপানো হবে।[313]

এখন তাদের বিচার করা দরকার কোনটা ঠিক তারপরে তারা মন্তব্য পেশ করুক। যেখানে তারা নিজেরাই পরস্পর বিরোধী শিক্ষার মধ্যে জড়িত আবার তারাই দেখি উক্ত বিষয়ে কথা বলতে আসে যা সত্যই হাস্যকর।

---

[310] সূরা৩৫:১৮;

[311] সূরা ২০:১০০-১০১;

[312] সূরা ১৬:২৫;

[313] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/2936

৭৫। জিজ্ঞাসাঃ যীশু সবার পাপ ক্ষমা করবেন এমন প্রমান আছে কি?

জাবাবঃ "পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার"[314]

কিছু লোকে দাবি করে যীশুর পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার অধিকার আছে কিন্তু শেষ বিচারে নয়। কিন্তু এই দাবিটি হাস্যকর মানুষ এই পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় পাপ করে তাই এই পৃথিবীতে থাকা কালীন সময়ে ঈশ্বরের কাছে অনুতাপ প্রকাশের দ্বারা পাপের ক্ষমা পাওয়া যায় মৃত্যুর পরে শেষ বিচারে কি পাপের ক্ষমা পাওয়া যায়? খ্রীষ্টা ধর্ম অনুসারে একদম নয়। তাই সমগ্র মানব জাতির পাপের ক্ষমা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট করতে পারেন কারন শাস্ত্রে এই কথাই লেখা আছেঃ

"আমার ধার্মিক দাস আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন,"[315]

"কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি তেমনি জ্যোতিতে চলি, তবে পরস্পর আমাদের সহভাগিতা আছে, এবং তাঁহার পুত্র যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে।"[316]

"হে আমার বৎসেরা, তোমাদিগকে এই সকল লিখিতেছি, যেন তোমরা পাপ না কর। আর যদি কেহ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের এক সহায় আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীষ্ট। আর তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত, কেবল আমাদের নয়, কিন্তু সমস্ত জগতেরও পাপার্থক। "[317]

"কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার এক জাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু জগৎ যেন তাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ পায়।"[318]

---

314 মথি৯:৬;

315 যিশাইয়৫৩:১১;

316 ১যোহন১:৭;

317 ১যোহন২:১-২;

318 যোহন৩:১৬-১৭;

৭৬। জিজ্ঞাসাঃ যীশুর আগে যারা মরেছে তারা কিভাবে পরিত্রাণ পাবে?

জবাবঃ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগে যারা ছিলেন তাদের জন্য তৌরাহ কিতাব ছিলো যেখানে পাপ হতে উ দ্ধার পাবার নিয়ম ছিল।[319] তার দ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগের লোকেরা পরিত্রাণ পেয়েছে এবং যারা কিতাব পান নি তারা ঈশ্বরের কথার উপরে বিশ্বাসের দ্বারাই পরিত্রাণ পেয়েছেন যেমনঃ হেবল, ইয়োব, নোহ, অব্রাহাম। [320] এছাড়াও পবিত্র বাইবেলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তার পৃথিবীতে আগমনের পূর্বের লোকেদের পরিত্রাণ দিয়েছেনঃ

"কারণ খ্রীষ্টও একবার পাপসমূহের জন্য দুঃখভোগ করিয়াছিলেন- সেই ধার্মিক ব্যক্তি অধার্মিকদের নিমিত্ত- যেন আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যান। তিনি মাংসে হত, কিন্তু আত্মায় জীবিত হইলেন। আবার আত্মাতে গমন করিয়া কারাবদ্ধ সেই আত্মাদের কাছে ঘোষণা করিলেন, যাহারা পূর্বকালে, নোহের সময়ে, জাহাজ প্রস্তুত হইতে হইতে যখন ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্ণুতা বিলম্বিত করিতেছিল, তখন তাহারা অবাধ্য ছিল। সেই জাহাজে অল্প লোক অর্থাৎ আটটি প্রাণ, জল দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল। আর এখন উহার প্রতিরূপ বাপ্তিস্ম- অর্থাৎ মাংসের মালিন্যত্যাগ নয়, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে সংবিবেকের নিবেদন- তাহাই যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা তোমাদিগকে পরিত্রাণ করে।"[321]

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দেহতে মৃত হলেন কিন্তু তিনি আত্মাতে জীবিত ছিলেন এবং তিনি সেই সমস্ত আত্মাদের কাছে উপস্থিত হলেন যারা তাঁকে দেখেনি অথবা তাকে বিশ্বাস করার সুযোগ পায় নি। তাদের কাছে তিঁনি নিজেকে প্রকাশিত করলেন এবং তাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার ঘোষনা করলেন। সেই সময়ে পূর্বের লোকেদের যে আত্মাগুলো প্রভুর কথায় বিশ্বাস করেছে তারা পরিত্রাণ লাভ করেছে। প্রভু পুনরুত্থানের আগ পর্যন্ত তাদের কাছে অবস্থান করেছলেন এবং প্রচার করেছিলেন।

যুবায়ের আহদমদের কাছে আমার প্রশ্ন মুহাম্মদের নবুওত চলাকালীন সময়ে যারা ইসলাম ধর্মের দাওয়াত পাইনি যারা ইহুদি-খ্রীষ্টানও ছিল না, যাদের কাছে কোন কিতাবে বানী প্রচারিত হয় নি তাদের কি হবে? খ্রীষ্ট ধর্মের জবাব আমি উপরে দিয়েছি আপনি ইসলাম ধর্ম থেকে প্রমান দিন। ইসলাম ধর্ম থেকে কেন বলেছি জানেন? কারন আপনি কুরআন হতে কোন দিন এর জাবাব দিতে পারবেন না, আপনাকে অন্য লোকেদের লেখার সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে। তবুও উত্তর দিয়ে দেখান!!!

৭৭-৭৮ নং জিজ্ঞাসার জাবাব আমি পূর্বেই দিয়েছি।

319 লেবীয়১৭:১১;

320 ইব্রীয়১১:৪-১২;

321 ১পিতর৩:১৮-২১;

৭৯। জিজ্ঞাসাঃ আপনার ধর্ম সঠিক তার প্রামাণ দিতে পারবেন?

জাবাবঃ "যীশু তাহাকে বলিলেন, আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না।"[322] প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম ছাড়া বাকি সব মিথ্যা এখানে তিঁনি দাবি করেছেন। এছাড়াও তিনি বলেছেন,

"যে কেহ পুত্রে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে; কিন্তু যে কেহ পুত্রকে অমান্য করে, সে জীবন দেখিতে পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তাহার উপরে অবস্থিতি করিবে।"[323] অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম ছাড়া আর সব ধর্ম মিথ্যা। পবিত্র বাইবেলে এটা সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ছাড়া কোন পরিত্রাণ নেইঃ"তিনিই [খ্রীষ্টই] সেই প্রস্তর, যাহা গাঁথকেরা যে আপনারা, আপনাদের দ্বারা অবজ্ঞাত হইয়াছিল, যাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল। আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নিচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে। "[324]

যুবায়ের আহমদ কুরআন হতে উল্লেখ করেছেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।"[325] কিন্তু কুরআনে এই আয়াতের ঠিক বিপরীত কথাও লেখা আছে, "নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, ছাবেয়ী বা খ্রীষ্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।"[326]উক্ত আয়াত মতে যে কোন ধর্মের লোকের কোন ভয় নেই, তদের আল্লাহ শাস্তি দেবন না যদি তারা তাঁকে বিশ্বাস করে, শেষ দিনে বিশ্বাস করে, ভাল কাজ করে তাদের আল্লাহ শাস্তিও দেবেন না। এছাড়াও কুরআনে বলা হয়েছে ঈসা মসীহের অনুসারীরা কিয়ামত পর্যন্ত পাপীদের উপরে প্রাধান্য পাবে।[327] সত্য ধর্ম না হলে কিয়ামত পর্যন্ত পাপীদের উপরে প্রাধান্য কিভাবে পাবে?

পরিচ্ছেদ - ৬

৫৫ স্মরণ করো! আল্লাহ্ বললেন—"হে ঈসা, আমি নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু ঘটাব, এবং আমি তোমাকে আমার দিকে উন্নীত করবো; আর তোমাকে পরিশোধিত করবো যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তাদের থেকে, আর যারা তোমায় অনুসরণ করবে তাদের আমি স্থান দেবো যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তাদের উপরে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত; এরপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থান, আর আমি

http://www.QuranToday.com/ অনুবাদ - ডাঃ জহুরুল হক

[322] যোহন১৪:৬;

[323] যোহন৩:৩৬;

[324] প্রেরিত৪:১১-১২;

[325] সূরা ৩:১৯;

[326] সূরা৫:৬৯;

[327] সূরা৩:৫৫;

৮০।জিজ্ঞাসাঃ খ্রীষ্টানরা তাদের ধর্মীয় বিধান মতে দেশ চালান না কেন?

জাবাবঃ বিশ্বে একটি খ্রীষ্টান দেশের কথা বলি যারা কাথলিক খ্রীষ্টান, তারা কাথলিক নিয়মে তাদের দেশ পরিচালনা করেন আর তাদের দেশের নাম হলো ভ্যাটিকান সিটি। পৃথিবীর কটা মুসলিম দেশ আছে যারা ইসলামের নিয়মে দেশ পরিচালিত করেন? হাতে গোনা কয়টা দেশ দেখাতে পারবেন? যদি দেখান তবে কটা দেশ? আর বাকিরা কেন মানে না? সৌদি আরব যেটা আপনাদের প্রাণ কেন্দ্র সেখানেই ইসলামি নিয়মে দেশ চলে না। সহি বুখারি৭০৯৯ হাদিসে বলা হয়েছে কোন মহিলা দিয়েদেশ চালানো যাবে না তাদের দিয়ে কিছু পরিচালনা করা যাব নাঃ

আবূ বাক্‌রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, একটি কথা দিয়ে আল্লাহ জঙ্গে জামাল (উষ্ট্রের যুদ্ধ) এর সময় আমাকে বড়ই উপকৃত করেছেন। (তা হল) নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যখন এ খবর পৌছল যে, পারস্যের লোকেরা কিস্‌রার মেয়েকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছে, তখন তিনি বললেনঃ <u>সে জাতি কখনো সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোন স্ত্রীলোকের হাতে অর্পণ করে।</u>[১৬০](আধুনিক প্রকাশনী- ৬৬০৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৬১৮)[328]

এখন প্রশ্ন হলো কয়টা মুসলিম দেশ এই আদেশ মেনে চলছে? এমন কি যুবায়ের আমহদ যে দেশে বাস করেন সেই দেশেও ত দুইজন নারী নেত্রী রয়েছেন যারা দেশ পরিচালনা করেন। তবে যুবায়ের আহমদ আদালতে গিয়ে মামলা করুন কেন এদেশে ইসলামি নিয়ম মানা হচ্ছে না? অধিকাংশ মুসলিমরাই শরিয়া শাসন ব্যবস্থা পছন্দ করে না যার জন্য তারা ইহুদি-খ্রীষ্টানদের দেশে গুলোতে যেতে পারলে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে। কিছু দিন আগে আমরা দেখলাম আবগানিস্তানের লোকজন কিভাবে ইসলামি দেশ থেকে পালাচ্ছিলেন। এতই যদি মধুর জীবন ব্যবস্থা হবে তবে কেন প্রানের মায়া না করে প্লেনের ডানা-চাকা ধরে তারা আমেরিকা পালানোর চেষ্টা করলেন? খ্রীষ্টানরা উন্নত জাতি তারা ধর্মীয় বিধানে দেশ পরিচালিত না করলেও তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষায় দেশ পরিচালিত করেন। তাদের দেশে তারা সবাইকে সমান অধিকার দেন। যার জন্য তাদের অনেক দেশে শাসন পর্যায় পর্যন্ত কিছু মুসলিম নেতাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মুসলিমদের দেশে কয় জন অন্যধর্মের লোকেদের শাসন পর্যায় কোঠা ছাড়া সুযোগ দেওয়া হয়? সুযোগ ত দূরের কথা খ্রীষ্টান নাম শুনলেই সে নমিনেশন পাবে না। আর মুসলিম জনগন তাদের ভোট দেবে না ধর্মীয় শিক্ষার কারনে। বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত অভিনেতা চঞ্জল চৌধুরী তার মায়ের সাথে একটি ছবি পোষ্ট করেন। সেই ছবিতে তার মা মাথায় সিদুঁর পরে ছিল। তার জন্য সেই দেশের জনগন অস্রাব্য ভাষায় চঞ্জল চৌধুরীকে অপমান করেছে।[329] এই হলো তাদের শিক্ষা মানুষকে তারা ধর্ম দিয়ে বিচার করে।

---

[328] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/7099

[329] https://www.bbc.com/bengali/news-57067283

৮১।জিজ্ঞাসাঃ খ্রীষ্ট ধর্ম কি সার্বজনীন ধর্ম?

জবাবঃ

মুসলিম দাওয়া প্রচারকরা দাবি করেন যে, খ্রীষ্ট ধর্ম সার্বজনীন নয়।

কারন যীশু খ্রীষ্ট শুধুমাত্র ইহুদি জাতির জন্য এসেছিলেন। আর এই ধারনা সাধারন মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তার প্রচারের প্রথম দিকে তিনি ইহুদিদের কাছে প্রচার করেছেন এবং তার পরে তিনি অ-ইহুদিদের কাছে তার বানী প্রচারিত করেছেন। অনেক দাওয়া প্রচারকরা পবিত্র বাইবেল হতে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যখন ইহুদিদের কাছে বানী প্রচারিত করেছিলেন শুধুমাত্র সেই দলিল গুলোর কথা উল্লেখ করে থাকেন।

কিন্তু তারা সেই বানী গুলো উল্লেখ করেন না যেখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট অ-ইহুদিদের কাছে তার বানী প্রচারিত করেছিলেন। আমরা প্রথমে চারটি গসপেল হতে দেখব যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সমগ্র জাতির জন্য এসেছিলেন।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট শাস্ত্রের মধ্যে সার্বজনীন শিক্ষা প্রদান করেছেন। "যীশু উত্তর করিলেন, প্রথমটি এই, ''হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু; আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে।" দ্বিতীয়টি এই, ''তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।''[330]

ঈশ্বরকে মন প্রান দিয়ে ভালবাসা এই শিক্ষাটি সার্বজনীন এবং প্রতিবাসিকে নিজের মতন ভালবাসা। প্রভু যীশু এটাও বুঝিয়েছিলেন যে প্রতিবেশি বলতে কাকে বলে? তিনি বুঝিয়েছেন "বিশ্বের সবাই সবার প্রতিবেশি।"[331]

আর আমি যে সমস্ত শাস্ত্রপদ ব্যবহার করব তার কোন ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না, কারন পবিত্র বাইবেল সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয় প্রভু যীশু সমগ্র মানব জাতির জন্য এসছিলেন।

330 মার্ক১২:২৯-৩১;

331 লূক ১০:২৯-৩৭;

মথি লিখিত সুসমাচার থেকেঃ

"সবূলন দেশ ও নপ্তালি দেশ, সমুদ্রের পথে, যর্দানের পরপারে, **পরজাতিগনের** গালীল, **যে জাতি অন্ধকারে বসিয়াছিল, তাহারা মহা আলো দেখিতে পাইল, যাহারা মৃত্যুর দেশে ও ছায়াতে বসিয়াছিল, তাহাদের উপরে আলো উদিত হইল।"**[332]

"দেখ আমার দাস, তিনি আমার মনোনীত, আমার প্রিয়, আমার প্রান তাঁহাতে প্রীত, আমি তাঁহার উপরে আপন আত্মাকে স্থাপন করিব, **আর তিনি জাতিগনের[পরজাতি]** কাছে ন্যায় বিচার প্রচার করিবেন৷ তিনি কলহ করবেন না, উচ্চশব্দও করিবেন না, পথে কেহ তাঁহার রব শুনিতে পাইবে না৷ তিনি থেৎলা নল ভাঙ্গিবেন না, সধূম শালিতা নির্বান করিবেন না, যে পর্যন্ত না ন্যায়বিচার জয়ীরূপে প্রচলিত করেন৷ **আর তাঁহার নামে পরজাতিগণ প্রত্যাশা রাখিবে৷**[333]

"আর সর্ব জাতির নিকটে সাক্ষ্য দিবার **নিমিত্ত রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে;"**[334]

"অতএব **তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর;** পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সেই সমস্ত পালন করিতে **তাহাদিগকে শিক্ষা দেও৷** আর দেখ আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি"[335]

"হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব৷"[336]

মার্ক লিখিত সুসমাচার থেকেঃ

"আর আমি তোমাদিগেক সত্য কহিতেছি, **সমুদয় জগতে যে কোন স্থানে সুসমাচার প্রচারিত হইবে, সেই স্থানে** ইহার স্মরনার্থে ইহার এই কর্মের কথাও বলা যাইবে৷"[337] "তোমরা **সমুদয় জগতে যাও, সমগ্র সৃষ্টির** নিকটে সুসমাচার প্রচার কর৷"[338] **'আমার গৃহকে সর্বজাতির প্রার্থনা-গৃহ বলা যাইবে'**[339]

লূক লিখিত সুসমাচার থেকেঃ

"তখন দূত তাহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না, কেননা দেখ, **আমি তোমাদিগকে মহানন্দের সুসমাচার জানাইতেছি; সেই আনন্দ সমুদয় লোকেরই হইবে৷**কারন অদ্য দায়ূদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্তা জন্মিয়েছেন; তিনি খ্রীষ্ট প্রভু৷"[340]

---

332 মথি৪:১৬;

333 মথি১২:১৮-২১; যিশাইয়৪২:১-৪;

334 মথি২৪:১৪;

335 মথি২৮:১৯-২০;

336 মথি১১:২৮;

337 মার্ক১৪:৯;

338 মার্ক১৬:১৫;

339 মার্ক১১:১৭;

340 লুক২:১০-১১;

"হে স্বামিন, এখন তুমি তোমার বাক্যানুসারে তোমার দাসকে শান্তিতে বিদায় করিতেছ, কেননা আমার **নয়নযুগল তোমার পরিত্রান দেখিতে পাইল, যাহা তুমি সকল জাতির সম্মুখে প্রস্তুত করিয়াছ, পরজাতিগনের প্রতি প্রকাশিত হইবার জ্যোতি, ও তোমার প্রজা ইস্রায়লের গৌরব।**[341]

"প্রান্তরে এক জনের রব, সে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, তাহার রাজ পথ সকল সরল কর। প্রত্যেক উপত্যকা পরিপূর্ন, প্রত্যেক পর্বত ও উপপর্বত নিম্ন করা যাইবে, যাহা যাহা বক্র, সেই সকল সরল করা যাইবে, যাহা যাহা অসমান, সেই সকল সমান করা যাইবে, **এবং সমস্ত মর্ত্য ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখিবে।"**[342]

"কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, **অন্য অন্য নগরেও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে হইবে; কেননা সেই জন্যই আমি প্রেরিত হইয়াছি।"**[343]

"আর তাঁহার[খ্রীষ্টের] নামে পাপমোচনার্থক মন পরিবর্তনের কথা **সর্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে**- যিরূশালেম হইতে আরাম্ভ করা হইবে। আর তোমরা এই সকলের সাক্ষী।"[344]

যোহন লিখিত সুসমাচার থেকেঃ

"**কারন ঈশ্বর জগৎকে** এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার এক জাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, **যে কেহ** তাহাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।[345]

"আমিই পথ, সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে **কেহ** পিতার নিকটে আসিতে পারে না।"[346]

"যীশু আবার লোকদের কাছে কথা কহিলেন, তিনি বলিলেন, **আমি জগতের জ্যোতি; যে আমার পশ্চাৎ আইসে, সে কোন মতে অন্ধকারে চলিবে না**"[347]

---

341 লুক২:২৯-৩২;যিশাইয়৪০:৩-৫;

342 "লূক২:৪-৬;

343 লূক৪:৪৩;

344 লূক২৪:৪৭-৪৮;

345 যোহন৩:১৬;

346 যোহন১৪:৬;

<u>“আমিই দ্বার, আমা দিয়া যদি কেহ প্রবেশ করে, সে পরিত্রাণ পাইবে,</u> এবং ভিতরে আসিবে ও বাহিরে যাইবে ও চরাণী পাইবে।”[348]

উপরে উল্লেখিত সমস্ত শাস্ত্রপদ প্রমানিত করে খ্রীষ্ট ধর্ম সার্বজনীন ধর্ম।

ইস্রায়েলের হারনো মেষেদের কাছে?

পবিত্র বাইবেলের আলোকে আমার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রানের মিশনকে ৪ ভাগে বিভক্ত করতে পারিঃ

প্রথম মিশন অনুসারেঃ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তিনি ইস্রায়েলিয়দের কাছে সুসমাচার প্রচার করে ছিলেন[মথি১০: ৫; ১৫ :১৪;]

দ্বিতীয় মিশন অনুসারেঃ তিনি সামেরীয়াতে সুসমাচার প্রচার করে ছিলেন [যোহন ৪:১-৪২;]

তৃতীয় মিশন অনুসারেঃ তিনি গ্রীকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করে ছিলেন [যোহন ১২:২০-৩২]

চতুর্থ মিশন [ফাইনাল মিশন] অনুসারেঃ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তিনি নিজে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যখন তিনি ক্রুশবিদ্ধ হবেন তখন তিনি সমগ্র মানব জাতিকে তার দিকে আকর্ষন করবেন [যোহন ১২:৩২-৩৩;]। তিনি তার শিষ্যদের সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কাছে তার সুসমাচার প্রচার করতে বলে গিয়েছেন [মথি২৮:১৯; মার্ক ১৬:১৫; যোহন ১৭:১৮;], তার অনুসারিরা তার কথা মত পৃথিবীর চারিদিকে সুসমাচার প্রচার করে ছিলেন [প্রেরিত ৮:৪-১৩;]।

---

347 যোহন৮:১২;

348 যোহন১০:৯;

৮২। জিজ্ঞাসাঃ পৌল মিথ্যা প্রচার করতে বলেছিলনে।

জাবাবঃ

“কিন্তু আমাদের অধার্মিকতা যদি ঈশ্বরের ধার্মিকতা সাব্যস্ত করে, তবে কি বলিব? ঈশ্বর, যিনি ক্রোধে প্রতিফল দেন, তিনি কি অন্যায়ী?- আমি মানুষের মত কহিতেছি- তাহা দূরে থাকুক, কেননা তাহা হইলে ঈশ্বর কেমন করিয়া জগতের বিচার করিবেন? কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন? আর কেনই বা বলিব না- যেমন আমাদের নিন্দা আছে, এবং যেমন কেহ কেহ বলে যে, আমরা বলিয়া থাকি- ‘আইস, মন্দ কার্য করি, যেন উত্তম ফল ফলে’? তাহাদের দণ্ডাজ্ঞা ন্যায্য। ”[349]

এখানে প্রেরিত পৌল কিছু প্রশ্ন করেছেনঃ

কিন্তু আমাদের অধার্মিকতা যদি ঈশ্বরের ধার্মিকতা সাব্যস্ত করে, তবে কি বলিব?

এর অর্থ কি আমাদের তিনি অধার্মিক হতে বলেছেন? না।

যিনি ক্রোধে প্রতিফল দেন, তিনি কি অন্যায়ী?

তিনি কি বলেছেন ঈশ্বর অন্যায় করেন? না।

কেননা তাহা হইলে ঈশ্বর কেমন করিয়া জগতের বিচার করিবেন?

তিনি বলেছেন ঈশ্বর জগতের বিচার করবেন না? না।

কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?এখান তিনি প্রশ্ন করছেন তিনি যদি মিথ্যাচার করে ঈশ্বরের গৌরব করেন তবে কেন তিনি নিজেকে পাপী বলে পরিচয় দিচ্ছেন? এখানে তিনি কোথায় বলেছেন “আমি মিথ্যার দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব করছি? তার পরের লাইনে তিনি তিনি আরেকটা প্রশ্ন করেনঃ কেনই বা বলিব না- যেমন আমাদের নিন্দা আছে, এবং <u>যেমন কেহ কেহ বলে যে, আমরা বলিয়া থাকি- ‘আইস, মন্দ কার্য করি, যেন উত্তম ফল ফলে’?</u>

তিনি এখানে বলেছেন প্রেরিতদের ভুল আছে তাদের নিন্দা আছে তাই বলে তারা এটা শিক্ষা দেন না যে আস আমরা খারাপ কাজ করি এটাই প্রেরিত পৌল বুঝিয়েছেন। কারন উপরে তিনি যে প্রশ্ন গুলো করেছেন সেগুলো ছিল প্রেরিতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তার জন্য এখানে লেখা আছে “<u>যেমন কেহ কেহ বলে</u>”। তাই যুবায়ের আহমদ মূলত Context না বুঝে মন্তব্য করেছেন।

---

[349] রোমীয়৩:৫-৮;

অন্যদিকে ইসলাম মিথ্যা বলার বিষয়ে কি শিক্ষা দেয় দেখুনঃ

জামে' আত-তিরমিজি১৯৩৯

আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত মিথ্যা বলা বৈধ নয়। (এক) স্ত্রীকে খুশি করার উদ্দেশ্যে তার সাথে স্বামীর কিছু বলা , (দুই) যুদ্ধের সময় এবং (তিন) লোকদের পরস্পরের মাঝে সংশো ধন করার জন্য মিথ্যা কথা বলা। অধঃস্তন রাবী মাহমূদ তার হাদীসে বলেছেন, তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোথাও মিথ্যা বলা ঠিক নয়।[350]

মুহাম্মদ তিনি ৩টি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলতে তার অনুসারিদের লাইসেন্স দিছেন ১। স্ত্রীকে খুশি করার জন্য, ২।যুদ্ধের সময়, ৩। মানুষের মধ্যে মিলন করার সময়। এখন আপনি ভাবুন মিথ্যা বলা কাদের শিক্ষা?

মুহাম্মদ এমন কি তার অনুসারিদের দোষ গোপন রাখার জন্য মিথ্যা বলার লাইসেন্স দিয়েছেনসুনানে ইবনে মাজাহ২৫৪৪

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ **যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন।**[351]

অন্যদিকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, "শয়তান মিথ্যাবাদিদের পিতা"

তোমরা আপনাদের পিতা দিয়াবলের, এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ সকল পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা; সে আদি হইতেই নরঘাতক, **সত্যে থাকে নাই, কারণ তাহার মধ্যে সত্য নাই।** সে যখন মিথ্যা বলে, তখন আপনা হইতেই বলে, **কেননা সে মিথ্যবাদী ও তাহার পিতা।**[352]

৮৩ নং প্রশ্নের জাবাব আগে দেওয়া হয়েছে[১৮নং]

৮৪ নং প্রশ্নের জাবাব আগে দেওয়া হয়েছে[৮১ নং]

---

[350] http://ihadis.com/books/tirmidi/hadis/1939
[351] http://ihadis.com/books/ibn-majah/hadis/2544
[352] যোহন৮:৪৪;

৮৫। জিজ্ঞাসাঃ বাইবেল অনুসারে সকল মানুষ ঈশ্বরের পুত্র তবে যীশু একা কেন ঈশ্বরের হবেন?

জাবাবঃ সকলে ঈশ্বরের পুত্র নয় যারা ঈশ্বরের লোক তারাই মূলত ঈশ্বরের পুত্র "কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন৷ তাহারা রক্ত হইতে নয়, মাংসের ইচ্ছা হইতে নয়, মানুষের ইচ্ছা হইতেও নয়, কিন্তু ঈশ্বর হইতে জাত৷"[353] যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহন করেছে তারাই ঈশ্বরের পুত্র হওয়ার সুযোগ পেয়েছে সকলে নয়৷

প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে "একজাত" পুত্র বলা হয় [354] কারন তিনি পিতা ঈশ্বরের মধ্য হতে বাহির হয়ে এসেছেন৷ [355] পিতা এবং পুত্র জাতগত দিক দিয়ে এক এবং অভিন্ন [356] কোন মানুষ অথবা কোন স্বর্গদূত পিতার মধ্য হতে বার হয়ে আসেন নি আর তারা জাতগত দিক দিয়েও পিতা ঈশ্বরের মতন নন সেই জন্য তারা কেউ খ্রীষ্টের সমতূল্য নয়৷ পবিত্র বাইবেলে বিষয়টিকে পরিস্কার ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই; একজাত পুত্র, যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই [তাঁহাকে] প্রকাশ করিয়াছেন৷ [357] এখানে "একজাত পুত্র" হিসাবে স্যার উইলিয়াম কেরী অনুবাদ করেছেন কিন্তু এখানে যে গ্রীক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে [μονογενὴς Θεὸς] মনোগেনেস থেওস যার অক্ষিরিক অর্থঃ "একজাত ঈশ্বর" অনেক বাইবেল অনুবাদক একজাত ঈশ্বর হিসাবেও অনুবাদ করেছেন

No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.-NIV

No one has ever seen God. But the unique One, who is himself God, is near to the Father's heart. He has revealed God to us. -NLT

অর্থাৎ পিতা ঈশ্বরকে কেউ কখনো দেখেনি কিন্তু একজাত ঈশ্বর [পুত্র] তিনি পিতাকে সবার সামনে প্রকাশ করেছেন৷ সেই জন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে একজাত পুত্র বলা হয়[358] কারন তিনি একমাত্র ব্যক্তি পিতাকে প্রকাশিত করতে পারেন৷[359]

---

[353] যোহন১:১২-১৩;

[354] যোহন৩:১৬;

[355] যোহন৮:৪২;যোহন১৬:৩০; যোহন১:১৪;

[356] যোহন১:১–২;

[357] যোহন১:১৮;

[358] যোহন৩:১৫;

[359] যোহন১৪:৮-১০;

৮৬৷ জিজ্ঞাসাঃ মূর্তিপূজা যদি পাপ হয় তবে খ্রীষ্টানরা কেন মূর্তিপূজা করে?

জাবাবঃ সব খ্রীষ্টানরা মূর্তিপূজা করে এটা বলা ভূল, কারন প্রটেস্টান্ট খ্রীষ্টনরা মূর্তিপূজা করে না৷ শুধুমাত্র কাথলিকরা মূর্তিপূজা করে৷ কিন্তু পবিত্র বাইবেলের দিক থেকে তারা মূলত খ্রীষ্টান নয়৷ কারন তারা পবিত্র বাইবেল অনুসারে চলে না৷ মুসলিমদের মধ্যেও এমন অনেক দল আছে যেমনঃ শিয়া৷ এছাড়াও মাজার পূজারী হাজার হাজার মুসলিম রয়েছে তারা মৃত ব্যক্তির কবর পুজা করে৷ এখন আমি যদি সেই সমস্ত মুসলিমদের দেখে বলি সব মুসলিমরা মৃত ব্যক্তির লাশ পূজা করে তবে এটা আপনি নিশ্চই মানতে চাইবেন না৷ কিন্তু সকল মুসলিম একটি কাল পাথরের উপাসনা করে যা মক্কাতে অবস্থিত৷

এই কাল পাথকে হজরে আসওয়াদ বলেও ডাকা হয়৷ মুসলিমরা বিশ্বাস করে এই পাথর বেহেস্তে থেকে নেমে এসেছে এই পাথর পাপ ক্ষমা করতে পারে তার জন্য এই পাথরকে মুসলিমরা স্পর্ষ করে এবং এই পাথরকে সম্মান দেখানোর জন্য চুমা খায়৷

সুনানে আন-নাসায়ী ২৯৩৫ ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে (আগত)৷[360]

মিশকাতুল মাসাবিহ **২৫৭৭ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)| থেকে বর্ণিতঃ**

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হাজারে আসাওয়াদ যখন জান্নাত হতে নাযিল হয় , তখন তা দুধের চেয়েও বেশি সাদা ছিল৷ অতঃপর আদাম সন্তানের গুনাহ একে কালো করে দেয়৷ [আহমাদ ও তিরমিযী ; ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ৷[361]

সহি বুখারি১৬০৩ ‘আবদুল্লাহ ইব্‌নু ‘উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মক্কায় উপনীত হয়ে তাওয়াফের শুরুতে হাজ্‌রে আসওয়াদ ইসতিলাম (চুম্বন, স্পর্শ)- করতে এবং সাত চক্করের মধ্যে প্রথম তিন চক্করে রামল করতে দেখেছি৷[362]

কুরআন বলে, পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা কোন পাথরের থাকে না বরং এই ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর কাছে থাকে৷ [363] অথচ তারা এক কাল পাথরের কাছে ক্ষমা পেয়ে চায়! তাকে চুম্মন করে সম্মান প্রদর্শন করে৷

---

[360] http://ihadis.com/books/nasayi/hadis/2935
[361] http://ihadis.com/books/mishkatul-masabih/hadis/2577
[362] http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/1603
[363] সূরা৩:১৩৫;

৮৭। জিজ্ঞাসাঃ খ্রীষ্ট ধর্ম অনুসারে ধনীরা স্বর্গে যেতে পারবে না।

জাবাবঃ **প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন,** আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, ধনবানের পক্ষে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর। আবার তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূচের ছিদ্র দিয়া উটের যাওয়া সহজ।[364]

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এটা বলেন নাই যে ধনি ব্যক্তিরা স্বর্গে যেতে পারবে না বরং তিনি বলেছেন ধনি ব্যক্তদের পক্ষে স্বর্গ যাওয়াটা কঠিন। কারন অধিকাংশ ধনীরা তাদের অর্থের পিছনে বেশি সময় দেয়, ঈশ্বরের পিছনে নয়। মুহাম্মদ নিজেও তার অনুসারিদের একই শিক্ষা দিয়েছেন,

জামে' আত-তিরমিজি ২৩৫৩ **আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ**

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দরিদ্রগণ সম্পদশালীদের চেয়ে পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। আর তা হলো (আখিরাতের) অর্ধদিনের সমান।[365]

সুনানে ইবনে মাজাহ ৪১২২ **আবূ হূরায়রাহ (রাঃ), থেকে বর্ণিতঃ**

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দরিদ্র মুমিনগণ ধনীদের তুলনায় অর্ধদিন আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।আর অর্ধ দিনের পরিমাণ হবে পাঁচশত বছর। [৩৪৫৪]
তাহকীক আলবানীঃ হাসান সহীহ।[366]

ধনীরা যদি গরীবদের সমান হত তবে গরীবদের কেন মুহাম্মদ আগে বেহেস্ত পাবার কথা বলেছেন? মুহাম্মদ এটাও বলেছেন ধনীরা এবং নারীরা বেশি বেহেস্তে যেতে পারবেনা, **সহিহ বুখারী ৫১৯৮** 'ইমরান (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি জান্নাতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। দেখলাম, অধিকাংশ বাসিন্দাই হচ্ছে গরীব এবং জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখি তার অধিকাংশ অধিবাসী হ চ্ছে নারী। আইউব এবং সাল্ ম বিন যরীর উক্ত হাদীসের সমর্থন ব্যক্ত করেন। (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮১৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৮১৯)

তাই আমিও দাবি করতে পারি ইসলাম ধর্ম অনুসারে ধনীব্যক্তি এবং নারীরা জান্নাতের যেতে পারবে না। তবে ধনীব্যক্তিদের এবং নারীদের ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা উচিত।

---

364 মথি১৯:২৩-২৪;

365 http://ihadis.com/books/tirmidi/hadis/2353

366 http://ihadis.com/books/ibn-majah/hadis/4122

৮৮। জিজ্ঞাসাঃ বাইবেল বিয়ে করতে নিষেধ করে?

জবাবাঃ “তুমি কি স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত? মুক্ত হইতে চেষ্টা করিও না। তুমি কি স্ত্রী হইতে মুক্ত? স্ত্রীর চেষ্টা করিও না। কিন্তু বিবাহ করিলেও তোমার পাপ হয় না; আর কুমারী যদি বিবাহ করে, তবে তাহারও পাপ হয় না। তথাপি এইরূপ লোকদের দৈহিক ক্লেশ ঘটিবে; আর তোমাদের প্রতি আমার মমতা হইতেছে।”[367]

এখানে প্রেরিত পৌল এটা বলেন নি বিয়ে করো না। তিনি বলেছেন যে বিয়ে করেছে সে তার স্ত্রীর সাথে যুক্ত থাকুক! আর যে বিয়ে করে নি সে বিয়ে না করুক। তিনি বলেছেন বিয়ে করলে অথবা না করলে পাপ হয় না। এই কথা বলার আগে তিনি এটাও বলেছেন এটা ঈশ্বরের আদেশ নয়, “আর কুমারীদের বিষয়ে আমি প্রভুর কোন আজ্ঞা পাই নাই, কিন্তু বিশ্বস্ত হইবার জন্য প্রভুর দয়াপ্রাপ্ত লোকের ন্যায় আমার মত প্রকাশ করিতেছি।”[368]

এসব কথা বলার আগে প্রেরিত পৌল বলেছেন,“কিন্তু তাহারা যদি ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারে, তবে বিবাহ করুক; কেননা আগুনে জ্বলা অপেক্ষা বরং বিবাহ করা ভাল।”[369] তাই প্রেরিত পৌল কাউকে বিবাহ করতে নিষেধ করেন নি।

অন্যদিকে মুহাম্মদ বন্ধা নারীদের বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন,

সুনানে আন-নাসায়ী**৩২২৭ মাকিল ইব্‌ন ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ**

এক ব্যাক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে আরয করলেনঃ আমি এমন এক মহিলার সন্ধান পেয়েছি , যে বংশ গৌরবের অধিকারিণী ও মর্যাদাবান , কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিবাহ করবো ? তিনি তাকে নিষেধ করলেন। দ্বিতীয় বার সে তাঁর নিকট আসলে তিনি নিষেধ করলেন। এরপর তৃতীয় বার তাঁর খিদমতে আসলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেনঃ তোমরা অধিক সন্তান প্রসবা মমতাময়ী নারীকে বিবাহ করবে। কেননা, আমি তোমাদের দ্বারা সংখ্যাধিক্যের প্রতিযোগিতা করবো।[370]

যারা বন্ধা নারী হয় তাদের কি দোষ? মূহাম্মদ নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তি বলে দাবি করেন অথচ আল্লাহর সৃষ্টিকে মানতে চান না এটা কেমন? তবে বন্ধা নারীদের জন্য ইসলাম ধর্ম না। হাদিস অনুসারে দেখা যাচ্ছে নারীকে বাচ্চা উৎপাদন করার জন্যই সৃষ্টি আর কিছুর জন্য না।

367 ১করিন্থীয়৭:২৭-২৮;

368 ১করিন্থীয়৭:২৫;

369 ১করিন্থীয়৭:৯;

370 http://ihadis.com/books/nasayi/hadis/3227

৮৯।জিজ্ঞাসাঃ যীশু বিধবা বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।

জাবাবঃ যুবায়ের আহমদ রেফারেন্স দিয়েছেনঃ “ আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ব্যভিচার দোষ ব্যতিরেকে যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীলোককে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে; এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে। ”[371]

এখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, “ব্যভিচার দোষ ছাড়া স্ত্রী তালাক দেওয়া যাবে না” আর যে কেউ ব্যভিচার দোষ ছাড়া স্ত্রী তালাক দেয় আর অন্য মহিলাকে বিয়ে করে তবে সে ব্যভিচার করে, আর তার যে আগের স্ত্রী ছিল তাকেও যদি অন্য পুরুষ বিয়ে করে তবে সেও ব্যভিচার করে। এখানে বিধবা বিয়ে করার বিষয়ে ওনি কোথা হতে দেখলেন? বিধবা মানে যার স্বামী মারা গেছে আর যার স্বামি তাকে তালাক দিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করেছে তাকে বিধবা বলে না। যুবায়ের আহমদ আবরী পড়ে-পড়ে বাংলা ভাষা ভুলে গেছেন।

যেহেতু তিনি বিধবা নারী বিবাহ নিয়ে মিথ্যাচার করেছেন সেটির জাবাব পেশ করছি পবিত্র বাইবেল থেকেঃ “যত দিন স্বামী জীবিত থাকে, তত দিন স্ত্রী আবদ্ধ থাকে, কিন্তু স্বামী নিদ্রাগত হইলে পর সে স্বাধীন হয়, যাহাকে ইচ্ছা করে, তাহার সহিত বিবাহিতা হইতে পারে, কিন্তু কেবল প্রভুতেই [অর্থাৎ খ্রীষ্টান লোক হতে হবে]।”[372]

পবিত্র বাইবেলে বিধবা বিবাহের বিষয়ে উল্লেখিত রয়েছে বিধবা মহিলারা বিয়ে করতে পারে কিন্তু অবশ্যই তাকে খ্রীষ্টান ব্যক্তির সাথে বিয়ে করতে হবে।

উপরের জাবাবে [৮৮] আমরা দেখেছি মুহাম্মদ বন্ধা নারীদের বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন আবার কুরআনে আল্লাহ বিয়ে করতে বলেছেন ৪ জন নারীকে[373] মুহাম্মদ বিয়ে করেছেন ১৩ জন নারীকে এমন কেন?

---

[371] মথি১৯:৯;

[372] ১করিন্থীয়৭:৩৯;

[373] সূরা ৪:৩;

৯০। জিজ্ঞাসাঃ ফাদার-সিস্টাররা কেন বিয়ে করেন না?

৯১।জিজ্ঞাসাঃ গীর্জা গুলোতে ফাদাররা অপকর্ম কেন করে?

জাবাবঃ ফাদার-সিস্টাররা বিয়ে করেন না কারন ঈশ্বরের ও মানুষের সেবা করার জন্য জীবনযাপন করেন, তাই তারা বিয়ে করেন না। তারা মনে করেন তারা যদি বিয়ে করেন তবে তাদের পরিবারের প্রতি পিছুটান থাকতে পারে, সেই জন্য তারা বিয়ে করে না এমন কি কুরআনেও তাদের প্রশংসা করা হয়েছে "তুমি অবশ্যই মুমিনদের জন্য মানুষের মধ্যে শত্রুতায় অধিক কঠোর পাবে ইয়াহূদীদেরকে এবং যারা শিরক করেছে তাদেরকে। আর মুমিনদের জন্য বন্ধুত্বে তাদের মধ্যে নিকটতর পাবে তাদেরকে, যারা বলে, 'আমরা নাসারা'। তা এই কারণে যে, তাদের মধ্যে অনেক পন্ডিত ও সংসারবিরাগী আছে এবং তারা নিশ্চয় অহঙ্কার করে না।"- আল-বায়ান[374]

কাথলিক ধর্মযাজকগন দার্শনিক প্লেটোর দার্শনিক রাজার মত অনুসরন করেনঃ "প্লেটো তার The Republic গ্রন্থে খুব সুন্দর ও সাবলীলভাবে দার্শনিক রাজা সম্পর্কে তুলে ধরেছেন। তার মতে,দার্শনিক রাজা জগৎ জীবন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান আহরণে সদা আগ্রহী থাকবেন,সত্যের সাধনায় সদা নিয়োজিত থাকবেন। আর তার অন্তরে থাকবে স্বর্গীয় দীপ্তি। বাহ্যিক কিংবা পার্থিব কোনো ধরণের লোভ-লালসা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। মূলত দার্শনিক রাজা হবেন জ্ঞানের সাধক,সত্যের দিশারী ও ন্যায়ের অবতার।তার এসব কথাতেই দার্শনিক রাজার গুণাবলি স্পষ্ট হয়।এর বাইরেও আরো কিছু গুণাবলি আছে।যেমন,তীক্ষ্ণ ধীশক্তির অধিকারী,যুক্তিবাদী,সংগীতের প্রতি আসক্ত,সংস্কারমুক্ত,সত্য ও সুন্দরের পূজারী,উদার ও ন্যায়পরায়ণ।[375] দার্শনিক প্লেটোর দর্শন অনুসরন করে কাথলিক ধর্মযাজকগন আল্লাহর দ্বারা কুরআনে সুনাম অর্জন করেছেন যা সত্যি আশ্চর্য বিষয়। কিন্তু যুবায়ের আহমদ কুরআন এবং ইতিহাস না জেনেই মন্তব্য করেছেন। তিনি আবার প্রশ্ন করেছেন ফাদাররা গীর্জায় অপকর্ম করে!!! কিছু লোক যদি এমন করে থাকেও তবে তার জন্য কি সবাই এমন করে? নিশ্চই না। আর যদি বলেন যে হ্যাঁ একজন করা মানে সবাই করা তবে মাদ্রাসার শিক্ষকরা কি করে চলুন কয় শিরোনাম পড়িঃ

মাদ্রাসার অধ্যক্ষকর্তৃক ৪ শিশুকে বলাৎকার![376]

মাদ্রাসায় ১৫ মাসে ধর্ষণের শিকার ৬২ ছেলেশিশু, মৃত্যু ৩[377] রুটিন করে মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রতিরাতে 'বলাৎকার' করতো শিক্ষক নাছির[378]নারী ধর্ষণ ও শিশু বলাৎকার চেষ্টা, মাদ্রাসা অধ্যক্ষসহ গ্রেপ্তার ৩[379] রোজার মধ্যে একাধিক ছাত্রকে বলাৎকার, মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেফতার[380]

---

374 সূরা৫:৮২; https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=751

375 https://www.bissoy.com/q/111111997199

376 https://www.bd-journal.com/bangladesh/160814/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%95-%E0%A7%AA-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%8E%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0

377 https://samakal.com/bangladesh/article/210458399/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A7%A7%E0%A7%AB-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%AC%E0%A7%A8-

এসব শিরোনাম পড়ে একটা সুপষ্ট ধারনা মনে জন্ম নিচ্ছে যে মাদ্রাসার শিক্ষকরা কেমন!!! এখন আমি যদি যুবায়ের আহমদের মতন বলি এরা ছেলে ছেলে যৌন করে তার মানে সব মাদ্রাসার মুসলিম শিক্ষরা খারাপ। তারা ত নিজেদের সীমারেখা পার করেছে তারা ত বিবাহিত, তারা ত ফাদারদের মতন অবিবাহিত নন তবে তারা কেন এমন করল? তাও আবার ছেলে-ছেলে ছি ছি ছি।

%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81-%E0%A7%A9

[378] https://www.banglatribune.com/648607/%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%8E%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E2%80%99

[379] https://www.risingbd.com/bangladesh/news/414722

[380] https://www.jugantor.com/country-news/423075/%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%8E%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0

৯২। খ্রীষ্ট ধর্ম কি মানুষকে খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখতে পারে?

জাবাবঃ সরাসরি পবিত্র বাইবেল থেকে দিচ্ছি,

তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, ‘‘তুমি ব্যভিচার করিও না”। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল।[381] অন্যদিকে ইসলাম মানুষকে জেনা করার লাইসেন্স দিয়েছে বুখারি৬৬১২;

ইব্‌নু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ছোট গুনাহর ব্যাপারে যা বলেছেন তার থেকে যথার্থ উপমা আমি দেখি না। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ **আল্লাহ্ আদম সন্তানের উপর যিনার কোন না কোন হিস্‌সা লিখে দিয়েছেন; তা সে অবশ্যই পাবে।** সুতরাং চোখের যিনা হল (যা হারাম সেদিকে) তাকানো এবং জিহ্‌বার যিনা হল মুখে বলা। মন কামনা ও আকাঙ্খা করে, লজ্জাস্থান তাকে সত্য করে অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে। [৫৪] শাবাবা (রহঃ) ও... আবূ হুরায়রা (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন।(আধুনিক প্রকাশনী- ৬১৫১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬১৫৯)[382]

মুহাম্মদ নিজেই বলেছেন কোন স্ত্রীলোক একা ঘরে থাকলে প্রবেশ করবে না যদি কর তবে তোমার মধ্যে শয়তান প্রেবেশ করবে অথচ তিনি নিজেই তার দত্তক পুত্রের বাড়িতে আসেন যখন তার দত্তক পুত্র ঘরে কেউ ছিল না এবং তখন তিনি তার স্ত্রীকে দেখে পছন্দ করেন এবং মনে ভেতরে বিষয়টি গোপন করেন মানুষের লজ্জায়ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)৩১১৯

৩১১৯-[২২] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **যে গৃহে স্বামী অনুপস্থিত থাকে তাদের (স্ত্রীদের) গৃহে তোমরা প্রবেশ করো না। কেননা , শিরায় রক্তের ন্যায় শায়ত্বন তোমাদের প্রত্যে কের মধ্যে অবাধে বিচরণ করে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার মধ্যেও কি (অনুরূপ)? উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ।** তবে আল্লাহ তা ‘আলা শায়ত্বনের মুকাবালায় আমাকে সাহায্য করেছেন বলে আমি (শায়ত্বনের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্ট হতে) নিরাপদে আছি। (তিরমিযী)[1][383]

কুরআনে যায়েদের স্ত্রীকে ভাল লাগার বিষয়ে উল্লেখিত রয়েছেঃ

আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। **আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত।** অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে ।[384] হাদিস অনুসারে মুহাম্মদ নিজেই নিজের কথার দ্বারা দোষী প্রমানিত হয়ে গেছেন। এছাড়াও হাদিসে মুহাম্মদ বলেছেন তার শরীরের মধ্যে শয়তান বাস করে, কোন নবীর মধ্যে কি শয়তান বাস করে?

পবিত্র বাইবেল অবশ্যই মানুষকে অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে পারেঃ

---

381 মথি৫:২৭-২৮;

382 http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/6612

383 https://www.hadithbd.com/hadith/error/?id=68446

384 সূরা৩৩:৩৭

১) “আমার জায়গায় কোন দেব-দেবতা দাঁড় করাবে না” (যাত্রাপুস্তক ২০:৩ পদ)। একমাত্র সত্য ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন দেবতার পূজা বা উপাসনা করার বিপক্ষে এই আদেশটি প্রদান করা হয়েছে। ঈশ্বর ছাড়া অন্য যে সব দেব -দেবতা আছে তারা সবাই মিথ্যা দেব -দেবতা।

২) “পূজার উদ্দেশ্যে তোমরা কোন মূর্তি তৈরী করবে না , তা আকাশের কোন কিছুর মত হোক বা মাটির উপরকার কোন কিছুর মত হোক কিংবা জলের মধ্যেকার কোন কিছুর মত হোক। তোমরা তাদের পূজাও করবে না, তাদের সেবাও করবে না, কারণ কেবলমাত্র আমি সদাপ্রভুই তোমাদের ঈশ্বর। আমার পাওনা ভক্তি আমি চাই। যারা আমাকে ঘৃণা করে তাদের পাপের শাস্তি আমি তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পযন্ত দিয়ে থাকি। কিন্তু যারা আমাকে ভালবাসে এবং আমার সমস্ত আদেশ পালন করে , হাজার হাজার পুরুষ পযন্ত তাদের প্রতি আমার বুক ভরা দয়া থাকবে” (যাত্রাপুস্তক ২০:৪-৬ পদ)। এই আজ্ঞাটিতে কোন মূর্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে দৃশ্যমান কোন মূর্তি বা প্রতিমা তৈরী করার বিরুদ্ধে উচ্চারিত একটি আজ্ঞা। আমরা এমন কোন মুখচ্ছবি তৈরী করতে পারি না যা নির্ভুলভাবে বা নিখুঁতভাবে ঈশ্বরের মুখের ছবি বা তাঁর কোন প্রতিকৃতি উপস্থাপন করে। ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে কোন মূর্তি তৈরী করা হলো মিথ্যা দেবতার উপাসনা করার মত একটি বিষয়।

৩) “কোন বাজে উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের ঈশ্বর-সদাপ্রভুর নাম নেবে না। যে তা করবে সদাপ্রভু তাকে শাস্তি দেবেন” (যাত্রাপুস্তক ২০:৭ পদ)। এই আদেশ বা আজ্ঞাটি হচ্ছে অযথা বা অনর্থক ঈশ্বরের নাম মুখে নেবার বিরুদ্ধে। আমরা অবশ্যই হালকাভাবে কিংবা কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত ঈশ্বরের নাম নেব না। আমাদের অবশ্যই শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে এবং সম্মানজনক উপায়ে ঈশ্বরকে নির্দেশ করার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি আমাদের গভীর ভক্তি প্রকাশ করতে হবে।

৪) “বিশ্রামবার আমার উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখবে এবং তা পালন করবে। সপ্তার ছয় দিন তোমরা পরিশ্রম করবে এবং তোমাদের সমস্ত কাজ করবে, কিন্তু সপ্তম দিনটা হল তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বিশ্রামের দিন। সেই দিন তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়ে, তোমাদের দাস-দাসী, তোমাদের পশু বা তোমাদের শহর ও গ্রামে বাস করা অন্য জাতির লোক , মোটকথা, কারও কোন কাজ করা চলবে না। সদাপ্রভু ছয় দিনে মহাকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং সেগুলোর মধ্যেকার সব কিছু তৈরী করেছিলেন, কিন্তু সপ্তম দিনে সেই কাজ আর করেন নি। সেইজন্য তিনি এই বিশ্রাম দিনটাকে আশীর্বাদ করে তাঁর নিজের জন্য আলাদা করেছিলেন ” (যাত্রাপুস্তক ২০:৮-১১ পদ)। এই আজ্ঞাটিতে বিশ্রামবারকে (শনিবার, সপ্তাহের শেষ দিন) সদাপ্রভুর প্রতি উৎসর্গীকৃত দিন হিসাবে আলাদা করে রাখার কথা বলা হয়েছে।

৫) “তোমাদের মা-বাবাকে সম্মান করে চলবে। তাতে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দেওয়া দেশে তোমরা অনেক দিন বেঁচে থাকবে ” (যাত্রাপুস্তক ২০:১২ পদ)। এই আজ্ঞাটিতে সব সময়ের জন্য মা -বাবার সাথে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করার কথা বলা হয়েছে।

৬) “খুন কোরো না” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৩ পদ)। এই আজ্ঞাটি হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে অন্য কোন মানবসন্তানকে খুন করার বিরুদ্ধে বলা একটি আদেশ।

৭) “ব্যভিচার কোরো না” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৪ পদ)। এটি হচ্ছে নিজের স্ত্রী/স্বামী ব্যতীত অন্য কারও স্ত্রী/স্বামীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার বিরুদ্ধে প্রদত্ত আদেশ।

৮) “চুরি কোরো না” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৫ পদ)। যা কারো নিজের নয় তা যার তার অনুমতি ব্যতীত নেয়ার বিরুদ্ধে এই আদেশটি করা হয়েছে।

৯) “কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৬ পদ)। এই আজ্ঞাটিতে মিথ্যাভাবে বা ছলনা করে অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছু সাক্ষ্য দিতে নিষেধ করা হয়েছে। অত্যাবশ্যকভাবে এটি হচ্ছে মিথ্যা বলার বিরুদ্ধে দেওয়া একটি আদেশ বা আজ্ঞা।

১০) “অন্যের ঘর-দুয়ার, স্ত্রী, দাস-দাসী, গরু, গাধা কিংবা আর কিছুর উপর লোভ কোরো না” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৭ পদ)। এই আজ্ঞাটি হচ্ছে যা আমার নিজের নয় তার জন্য কামনা বা আকাঙ্খা করার বিরুদ্ধে উচ্চারিত একটি আদেশ। খুবই ভীষণভাবে কামনা বা লোভ করা উপরে উল্লেখিত আদেশগুলোর মধ্যে খুন করা , ব্যভিচার করা এবং চুরি করার বিষয়ে নিষেধ করার আদেশ ভেঙ্গে ফেলতে বা অমান্য করতে আমাদের পরিচালনা প্রদান করতে পারে। এরূপ কোন কিছু করা যদি ভুল হয় তাহলে কোন কিছু করতে চাওয়া বা কামনা করাও ভুল বিষয় হয়ে পড়ে।

জিজ্ঞাসা- ৯৩

খ্রিস্টধর্মের সাথে প্রচলিত ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান ঈসা মাসীহের কথা ও কর্মের সাথে কোনো মিল নেই কেন?

দেখুন পৌলের উদ্ভাবিত ঈসায়ী ধর্মের মূল ভিত্তি যা ঈসা মসীহের কথার সাথে অমিল। (১) যীশুর ঈশ্বরত্ব (২) ত্রিত্ববাদ (৩) পুত্রত্ব (৪) আদমের পাপে সকল মানুষের জাহান্নামী হওয়া (৫) তাওবা সত্ত্বেও মানুষদের ক্ষমা করায় আল্লাহর অক্ষমতা (৬) মানুষদের মুক্তির জন্য আল্লাহর নিজ পুত্রকে কুরবানী করতে বাধ্য হওয়া (৭) যীশুর ক্রুশে মরে অভিশপ্ত হওয়া (৮) যীশুর নরকভোগ করা (৯) শরীয়তের বিধিবিধান বাতিল হওয়া।... প্রচলিত ইঞ্জিলের মধ্যে এ সকল বিষয়ে ঈসা মাসীহের কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই বরং এগুলির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বক্তব্য অনেক। সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠিত মিথ্যা হলো সাধু পৌল-এর বানানো ধর্মকে "ঈসায়ী" ধর্ম বা "খ্রিস্টধর্ম" নামকরণ

১। জাবাবঃ আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন। সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই। [385]

২। জাবাবঃ অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর;[386]

৩। জাবাবঃ তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে? শিমোন পিতর উত্তর করিয়া কহিলেন, আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে যোনার পুত্র শিমোন, ধন্য তুমি! কেননা রক্তমাংস তোমার নিকটে ইহা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতা প্রকাশ করিয়াছেন।[387]

৪।জাবাবঃ কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ,আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল। আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি,

প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি; আর সদাপ্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন।[388]

৫। জাবাবঃ তিনিই অনেকের পাপভার তুলিয়া লইয়াছেন, এবং অধর্মীদের জন্য অনুরোধ করিতেছেন।[389]

আর তাঁহার নামে পাপমোচনার্থক মন পরিবর্তনের কথা সর্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে- যিরূশালেম হইতে আরম্ভ করা হইবে।[390]

৬। জাবাবঃ কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার এক জাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু জগৎ যেন তাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ পায়।[391]

---

[385] যোহন১:১-৩;

[386] মথি২৮:১৯

[387] মথি১৬:১৫-১৭;

[388] যিশাইয়৫:৫-৬;

[389] যিশাইয়৫৩:১২;

[390] লূক২৪:৪৭;

৭। জবাবঃ কেননা যে ব্যক্তিকে টাঙ্গান যায়, সে ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত;[392] কিন্তু খ্রীষ্ট, আগত উত্তম উত্তম বিষয়ের মহাযাজকরূপে উপস্থিত হইয়া, যে মহত্তর ও সিদ্ধতর তাম্বু অহস্তকৃত, অর্থাৎ এই সৃষ্টির অসমপর্কীয়, সেই তাম্বু দিয়া- ছাগদের ও গোবৎসদের রক্তের গুণে নয়, কিন্তু নিজ রক্তের গুণে- একবারে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন, ও অনন্তকালীয় মুক্তি অর্জন করিয়াছেন।[393]

৮। জাবাবঃ কারণ খ্রীষ্টও একবার পাপসমূহের জন্য দুঃখভোগ করিয়াছিলেন- সেই ধার্মিক ব্যক্তি অধার্মিকদের নিমিত্ত- যেন আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যান। তিনি মাংসে হত, কিন্তু আত্মায় জীবিত হইলেন। আবার আত্মাতে গমন করিয়া কারাবদ্ধ সেই আত্মাদের কাছে ঘোষণা করিলেন, যাহারা পূর্বকালে, নোহের সময়ে, জাহাজ প্রস্তুত হইতে হইতে যখন ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্ণুতা বিলম্বিত করিতেছিল, তখন তাহারা অবাধ্য ছিল। সেই জাহাজে অল্প লোক অর্থাৎ আটটি প্রাণ, জল দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল।[394]

৯। জাবাবঃ ব্যবস্থা ও ভাববাদিগণ যোহন পর্যন্ত; সেই অবধি ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে, এবং প্রত্যেক জন সবলে সেই রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু ব্যবস্থার এক বিন্দু পড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা বরং আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হওয়া সহজ।[395] কারণ যাহারা ব্যবস্থা শুনে, তাহারা যে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক, এমন নয়, কিন্তু যাহারা ব্যবস্থা পালন করে, তাহারাই ধার্মিক গণিত হইবে-[396]

---

[391] যোহন৩:১৬-১৭;

[392] দ্বিতীয় বিবরন২১:২৩;

[393] ইব্রীয়৯:১১-১২;

[394] ১পিতর৩:১৮-২০;

[395] লূক ১৬:১৬-১৭;

[396] রোমীয়২:১৩;

৯৪। জিজ্ঞাসাঃ ত্রিত্বের স্বরূপ কি?

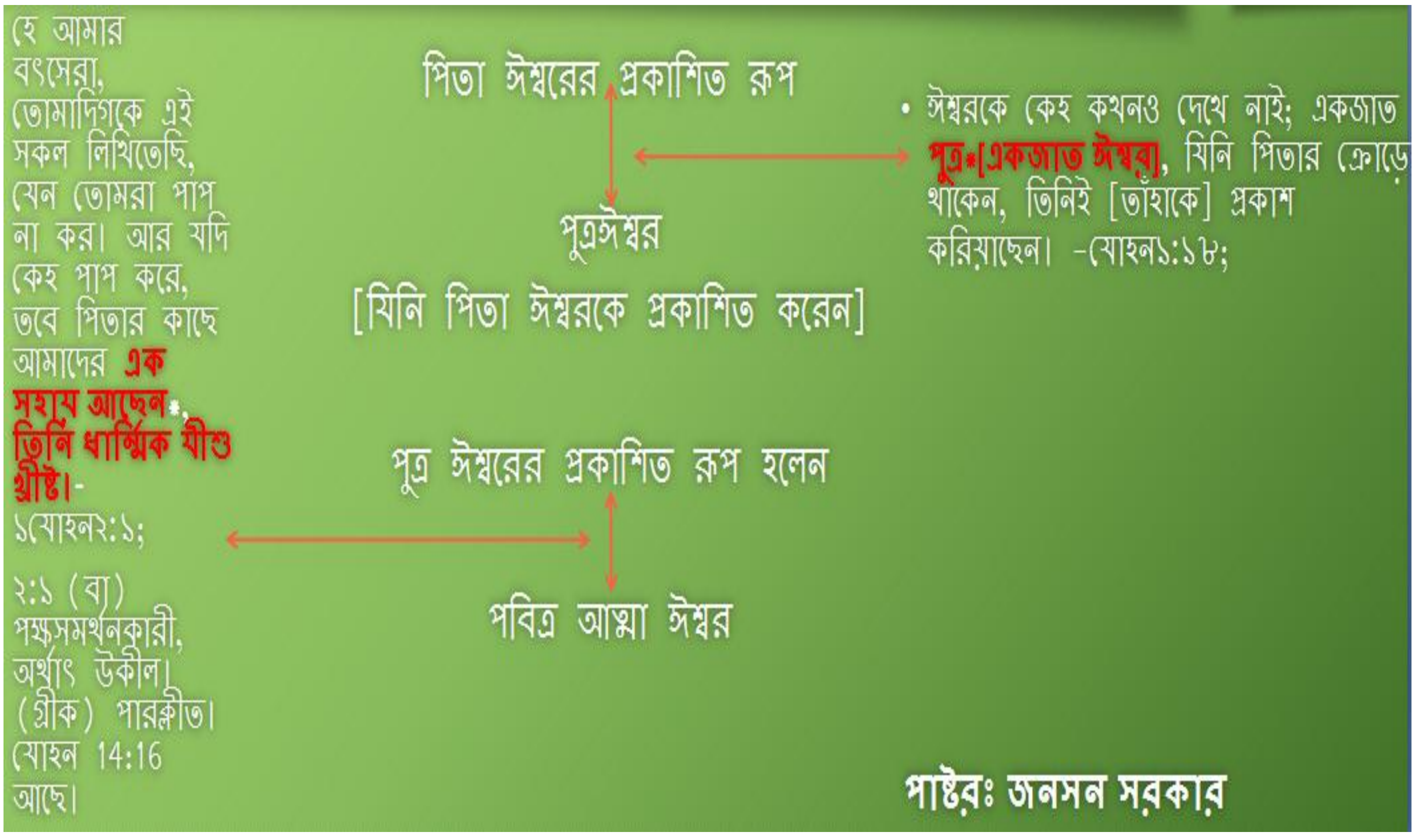
জাবাবঃ ত্রিত্বের স্বরূপ "পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা"।

পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, বাহিনীগণের সদাপ্রভু; সমস্ত পৃথিবী তাঁহার প্রতাপে পরিপূর্ণ।'- যিশাইয়৬:৩;

অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; **পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার** নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; মথি২৮:১৯;

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ও **ঈশ্বরের প্রেম**, এবং **পবিত্র আত্মার** সহভাগিতা তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক।-২করিন্থীয়১৩:১৪;

ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যাঃ



পবিত্র বাইবেল নিজেই ত্রিত্ববাদ ব্যাখ্যা করেছেঃ

দ্বিতীয় বিবরন ৬:৪ পদে ত্রিত্বের ঈশ্বরকে এক ঈশ্বর হিসাবে দেখানো হয়েছে।

“হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু;” হিব্রুতে বিষয়টি আরো পরিস্কার ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে ৩ বার ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তিন নয় বরং তারা ঈশ্বর এক।

◄ **Deuteronomy 6:4** ►

Text Analysis

Go to Parallel Hebrew

Strong's	Hebrew	English	Morphology
8085 [e]	שְׁמַ֖ע šə-ma‘	Hear	V-Qal-Imp-ms
3478 [e]	יִשְׂרָאֵ֑ל yiś-rā-’êl;	Israel	N-proper-ms
3068 [e]	יְהוָ֥ה Yah-weh	Yahweh	N-proper-ms
430 [e]	אֱלֹהֵ֖ינוּ ’ĕ-lō-hê-nū	our God	N-mpc	1cp
3068 [e]	יְהוָ֥ה ׀ Yah-weh	Yahweh	N-proper-ms
259 [e]	אֶחָֽד׃ ’e-ḥāḏ	[is] one	Number-ms

ত্রিত্বের বিশ্বাস অনুসারে ঈশ্বর তিনটি রূপে বিরাজমান রয়েছেন পিতা পুত্র এবং পবিত্র আত্মা কিন্তু তারা এক ঈশ্বর। আর উপরের শাস্ত্রপদেও তাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৯৫।জিজ্ঞাসাঃ পিতার সাথে পুত্রের সম্পর্ক কি?

জাবাবঃ ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই; একজাত পুত্র,[ঈশ্বর] যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই [তাঁহাকে] প্রকাশ করিয়াছেন।[397]

যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার বিচার করা যায় না; যে বিশ্বাস না করে, তাঁহার বিচার হইয়া গিয়াছে, যেহেতু সে ঈশ্বরের এক জাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই।[398]

যীশু তাহাকে বলিলেন, আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না।[399]

ফিলিপ তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখাউন, তাহাই আমাদের যথেষ্ট। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, তথাপি তুমি আমাকে কি জান না? যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে; তুমি কেমন করিয়া বলিতেছ, পিতাকে আমাদের দেখাউন?[400]

আর এক্ষণে, হে পিতঃ, জগৎ হইবার পূর্বে তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল, তুমি সেই মহিমায় তোমার নিজের কাছে আমাকে মহিমান্বিত কর।[401]

যীশুই খ্রীষ্ট, ইহা যে অস্বীকার করে, সে বই আর মিথ্যাবাদী কে? সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টারি, যে পিতাকে ও পুত্রকে অস্বীকার করে। যে কেহ পুত্রকে অস্বীকার করে, সে পিতাকেও পায় নাই; যে ব্যক্তি পুত্রকে স্বীকার করে, সে পিতাকেও পাইয়াছে।[402]

---

397 যোহন১:১৮;

398 যোহন৩:১৮;

399 যোহন১৪:৬;

400 যোহন ১৪:৮-৯;

401 যোহন১৭:৫;

402 ১যোহন২:২২-২৩;

৯৬।জিজ্ঞাসাঃ যীশু কখন থেকে ঈশ্বর? জন্ম থেকে নাকি জন্মের পরে?

জাবাবঃ আর তুমি, হে বৈৎলেহম-ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার সহস্রগণের মধ্যে ক্ষুদ্রা বলিয়া অগণিতা, তোমা হইতে ইস্রায়েলের মধ্যে কর্তা হইবার জন্য আমার উদ্দেশে এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইবেন; **প্রাক্কাল হইতে, অনাদিকাল হইতে**[403]

ইহুদিরা রাব্বি রাশি এই পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন এটা মসীহ সম্পর্কেঃ the Messiah, son of David, and so Scripture says (Ps. 118:22): “The stone the builders had rejected became a cornerstone.”[404]

মিদ্রাসেও বলা হয়েছে এখানে মসীহের বিষয়ে বলা হয়েছেঃ From the beginning," whilst as yet the world had not been created. Whence we do know that the name of the Messiah[405]

আমি রাত্রিকালীন দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, আকাশের মেঘ সহকারে মনুষ্য-পুত্রের ন্যায় এক পুরুষ আসিলেন, তিনি সেই অনেক দিনের বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলেন।[406]

রাব্বি রাশি বলেছেন এই পদে মসীহের বিষয়ে বলা হয়েছেঃ **one like a man was coming** That is the King Messiah.[407]

আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন। সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই। আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ।[408]

ইনিই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত; কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যাহা কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে; আর তিনিই সকলের অগ্রে আছেন, ও তাঁহাতেই সকলের স্থিতি হইতেছে।[409]

উপরের শাস্ত্রপদ গুলোর দ্বারা প্রমানিত হয় প্রভু যীশু প্রথম থেকেই ঈশ্বর তিনি একটা সময়ে মানুষের রুপ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন।

“ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন, দাসের রূপ ধারণ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন; এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন।”[410]

---

403 মীখা৫:২;

404 https://www.sefaria.org/Micah.5.1?lang=bi&with=Rashi&lang2=en
405 https://www.sefaria.org/Micah.5.1?lang=bi&with=Pirkei%20DeRabbi%20Eliezer&lang2=en
406 দানিয়েল৭:১৩;

407 https://www.sefaria.org/Daniel.7.13?lang=en&with=Rashi&lang2=en
408 যোহন১:১-৩;১৪;

409 কলসীয়১:১৫-১৭;

410 ফিলীপিয়২:৬-৮;

৯৭। জিজ্ঞাসাঃ যীশুর মধ্যে কয়টি ব্যক্তিত্ব?

জাবাবঃ আল-তাবারীতে বলা হয়েছে যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দুটি ব্যক্তিত্ব ছিল, একটি সাধারন মানুষের আরেকটি ঐশ্বরিক[411]

The Story of Jesus 123

He was (both) human and angelic, celestial and terrestrial. The

সেই যুগের ইসলামিক পন্ডিরাই স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দুটি ব্যক্তিত্ব ছিল। সেই যায়গায় যুবায়ের আহমদ কি জিনিস?

৯৮। পবিত্র আত্মার উৎস কি?

জাবাবঃ প্রকাশিত বাক্যে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার ৭টি স্তরের কথা বলা হয়েছে[412] যা মসীহের মধ্যে বাস করতেন "আর সদাপ্রভুর আত্মা প্রজ্ঞার ও বিবেচনার আত্মা, মন্ত্রণার ও পরাক্রমের আত্মা, জ্ঞানের ও সদাপ্রভু-ভয়ের আত্মা তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিবেন; আর তিনি সদাপ্রভু-ভয়ে আমোদিত হইবেন।[413] ইহুদি রাব্বীরা পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যিশাইয়১১ মসীহ সম্পর্কে বলা হয়েছে The majority of commentators apply this chapter to the Messiah – Ibn Ezra[414]

ইহুদিরা আদিপুস্তক১:২পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন যেখানে মূলত ঈশ্বরের আত্মার কথা লেখা আছে,তারা বলেছেন এটা মসীহের আত্মা

Vayikra Rabbah 14:1ויקרא רבה י״ד:א׳

For the opinion of Reish Lakish, there is **the** verse: [Genesis 1:2] "And **the spirit of God** wavered upon **the** water" - that is **the spirit of the king messiah**.[415]

পবিত্র আত্মা মূলত খ্রীষ্টের আত্মা যা পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

তাঁহারা এই বিষয় অনুসন্ধান করিতেন , **খ্রীষ্টের আত্মা,** যিনি তাঁহাদের অন্তরে ছিলেন , তিনি যখন খ্রীষ্টের জন্য নিরূপিত বিবিধ দুঃখভোগ ও তদনুবর্ত্তী গৌরবের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছিলেন, তখন তিনি কোন্ ও কি প্রকার সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন।[416]

---

411 আল-তাবারী খণ্ড ৪ পৃঃ১২৩;

412 প্রকাশিত বাক্য১:৪;৩:১;৪:৫;৫:৬;

413 যিশাইয়১১:২;

414 https://www.sefaria.org/Isaiah.11.1?lang=bi&with=Ibn%20Ezra&lang2=en

415 https://www.sefaria.org/Vayikra_Rabbah.14.1?ven=Sefaria_Community_Translation&lang=bi

416 ১পিতর১:১১;

পবিত্র আত্মার উৎস পিতা এবং পুত্র উভয় কারন পবিত্র বাইবেলে পবিত্র আত্মাকে ঈশ্বরের আত্মা বলা হয়েছে আবার কোথাও খ্রীষ্টের আত্মা বলা হয়েছে।

৯৯-১০০। জিজ্ঞাসার আগেই জাবাব দিয়েছি। [১৬ নং জাবাব পড়ুন]

১০১। নং প্রশ্ন তিনি তার গ্রন্থে করে নি এবং ১০২ নং প্রশ্নে তিনি নিজেই জবাব লিখেছেন।

উপসংহারঃ

যুবায়ের আহমদের বই পড়ে কোন সিদ্ধান্তে আসাটা বোকামী, কারন আপনি যখন আদালতে জান তখন কি একজন সাক্ষির কথা শুনেই কি জর্জকে সিদ্বান্ত নিতে দেখেছেন? নিশ্চই না। সত্য জানতে গেলে দুইজনের সাক্ষ্য শোনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আর শুধু যুবায়ের আহমদ কেন যে কোন মুসলিম দাঈয়ের একতর্ফা শিক্ষার বই পড়ে সিদ্ধান্তে আসা অনুচিত।

আমাদের প্রত্যেকের উচিত সত্য জানা, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন,

আর তোমরা সেই সত্যকে জানিবে আর সেই সত্যই তোমাদের স্বাধীন করবে [417]

আমি বিশ্বাস করি যদি প্রভু আমাকে জীবিত রাখেন, আমি এর পরের খন্ডে পবিত্র বাইবেলের বিরুদ্ধে যে

সমস্ত প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সেই সমস্ত প্রশ্নের দাঁত ভাঙ্গা জাবাব পেশ করব।

-আমেন।

উক্ত ওয়েব সাইটে এই গ্রন্থ পাওয়া যাবে

https://banglachristianbooks.blogspot.com

https://www.responsetoantichrist.com/

https://heavenforyou.net/

[417] যোহন৮:৩২;